# দি অ্যাডভেঞ্চার অব শার্লক হোমস

# নীল পদ্মরাগ

খবরের কাগজের স্তূপটা ওলোট-পালোট করে তারিখ দেখে খুঁজতে খুঁজতে শেষে একটা কাগজ বার করে পড়তে লাগলেন হোম্‌স্।

মোরকারের কাউন্টেসের গয়নার বাক্স থেকে, "নীল পদ্মরাগ" নামে একটি মূল্যবান পাথর চুরি করার জন্য জন হর্নার নামে ছাব্বিশ বছর বয়সী এক চিমনি মিস্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। হোটেল কস্‌মোপলিটনের ওপরতলার পরিচালক জেমস্ রাইডার এই মর্মে এজাহার দিয়েছে যে, চুরির দিন সে হর্নারকে মোরকারের কাউন্টেসের ড্রেসিংরুম দেখিয়ে দিয়েছিল যাতে চুল্লির দু-নম্বর শিকটা সে আঁট করে বসাতে পারে—শিকটা হঠাৎ আলগা হয়ে গেছিল, কিন্তু পরে অন্যখানে ডাক পড়ায় তাকে চলে যেতে হয়। ফিরে এসে সে দেখে যে হর্নার অদৃশ্য হয়ে গেছে, দেরাজের পাল্লা ভাঙা ও খোলা, আর ছোট একটা মরক্কো গয়নার বাক্স ড্রেসিং-টেবিলে খোলা পড়ে আছে। পরে জানা যায় যে ওই বাক্সটাতেই কাউন্টেস তাঁর মণিমুক্তো রাখতেন। রাইডার তৎক্ষণাৎ ভয় পেয়ে বিপদের সংকেত করে আর সেইদিনই সন্ধেবেলায় হর্নারকে পুলিশ ধরে। কিন্তু পাথরটা তার কাছে পাওয়া যায় নি। কাউন্টেসের দাসী ক্যাথারিন কুশাক এই মর্মে সাক্ষী দিয়েছে যে, রাইডার এমন ভীতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে যে সে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ঐ ঘরে ঢোকে—ঘরের জিনিসপত্র তখন কি অবস্থায় ছিল এ সম্বন্ধে সে যে বর্ণনা দেয় তা রাইডারের এজাহারের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। বি-বিভাগের ইন্সপেক্টার ব্র্যাডস্ট্রিট হর্নারকে গ্রেফতার করা সম্বন্ধে যে প্রতিবেদন দিয়েছেন তাতে জানা যায় যে হর্নার নাকি গ্রেফতারের সময় প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি করেছিল ও উচ্চকণ্ঠে নিজের নির্দোষিতা ঘোষণা করেছিল। চুরির অভিযোগে আগে একবার হর্নার জেল খেটেছিল। এটা জেনে ম্যাজিস্ট্রেট এ সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাকে বিচারের জন্যে আদালতে সোপর্দ করেছেন। বিচারের সময় হর্নারের চোখে-মুখে তীব্র মনস্তাপ ফুটে ওঠে। শেষটায় সে অজ্ঞান হয়ে যায় বলে তাকে আদালত থেকে বহন করে নিয়ে যেতে হয়।

হুম! তাহলে এই হলো পুলিশ কোর্টের ব্যাপার। কাগজটাকে একপাশে সরিয়ে চিন্তান্বিতভাবে হোম্‌স্ বললেন, এখন আমাদের কাজ হলো, কোন্ ঘটনা পারম্পর্যে একটা ভাঙা গয়নার বাক্স থেকে এটা হাঁসের পেটে গেল, তা আবিষ্কার করা।

ডা. ওয়াটসন চমকে উঠে বললেন, হাঁস! হাঁস এলো কোথা থেকে? আর নীল পদ্মরাগ—হাঁসের পেট ব্যাপারটা একটু খুলে বলো হোম্‌স্?

হোম্‌স বললেন—পিটারসনকে চেনো তুমি? সেই যে, সেই উর্দিপরা দারোয়ানটা।

হোম্‌স বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব চিনি!'

হোম্‌স্ একটা ছেঁড়াফাটা হতশ্রী তোবড়ানো শক্ত শোলার টুপি ওয়াটসনকে দেখিয়ে বললেন, এটি তারই সম্পত্তি।

ওয়াটসন জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি বুঝি তারই টুপি?'

'না না', হোম্‌স্ বললেন, 'ও এটা আবিষ্কর্তামাত্র। মালিক এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি। এটাকে তুমি নিছকই একটা তোবড়ানো গোল টুপি বলে দেখো না,—গোল তোবড়ানো টুপির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে আমাদের। প্রথমে বলি এটা কেমন করে এখানে এল। এটা এসেছে বড়দিনের সকালবেলায়, খাসা এক নাদুস নুদুস রাজহংসীর সঙ্গে—সেটা এখন পিটারসনের উনুনের আঁচে ঝলসানো হচ্ছে। শোনো তাহলে, খুলেই বলি ব্যাপারটা। বড়দিনের দিন ভোরবেলায় চারটে নাগাদ পিটারসন, একটু-আধটু স্ফূর্তি করে ফিরছিল। টটেনহ্যাম কোর্ট রোড ধরে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল সে, গ্যাসবাতির আলোয় হঠাৎ সে দেখে সামনে একটু টলতে টলতে একজন চলেছে। তার কাঁধ থেকে ঝুলছে এক ধবধবে রাজহংসী। লোকটা যেই গুজ স্ট্রিটের মোড়ে এসেছে অমনি একদল সণ্ডামার্কা লোকের সঙ্গে তার তুমুল ঝগড়া লেগে গেল।

গুণ্ডাদের একজন ঘুঁসি মেরে তার মাথা থেকে টুপিটা উড়িয়ে দিতেই সে লাঠি তুলে নিজেকে বাঁচাতে গেল। লাঠিটা মাথার ওপর তুলে যেই ঘুরিয়েছে, অমনি পিছনের এক দোকানের জানলার কাচ চুরমার। এদিকে পিটারসন তখন তাকে গুণ্ডাদের কবল থেকে বাঁচার জন্যে ছুটে এসেছিল, কিন্তু সেই লোকটা একে তো জানলার কাচ ভেঙে ফেলে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল, তার ওপর যেই না দেখল যে পুলিশের মতো উর্দিপরা কে একজন তার দিকে ছুটে আসছে অমনি রাজহংসীটা ফেলে দিয়ে সে সোজা চম্পট দির। টটেনহ্যাম কোর্ট রোডের পিছন দিকে যে গলি-ঘুঁজির গোলক ধাঁধাঁ আছে পরক্ষণেই সে তারমধ্যে উধাও হয়ে গেল। আর ওদিকে গুণ্ডার দলটাও পিটারসনকে দেখে চম্পট দিয়েছে, কাজেই সে গিয়ে দেখে রণক্ষেত্রে কেবল সেই-ই একা বিরাজ করছে, আর এই বিজয় অভিযানের প্রাপ্তিযোগ্ হলো ঐ তোবড়ানো টুপি আর বড়দিনের ঐ অপূর্ব রাজহংসী।

ওয়াটসন বললেন—মালিকটিকে সব ফিরিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই?

হোম্‌স্ বললেন, বন্ধু হে, সমস্যা তো সেখানেই। মজার ব্যাপার হলো এই রাজহংসীর বাঁ-পায়ে একটা ছোট কার্ড ছিল, আর তাতে লেখা ছিল—মিসেস হেনরি বেকারের জন্যে এবং এটাও সত্যি যে ওই টুপির ওপরের আবরণে এখনও এইচ. বি. আদ্যক্ষর দুটি পড়া যায়। কিন্তু যেহেতু বেকার নামধারী প্রায় কয়েক সহস্র ব্যক্তি এই মর্ত্যধামে আছেন এবং আমাদের এই শহরে অন্ততঃ কয়েকশো হেনরি বেকার দিব্যি বহাল তবিয়তে ঘোরা ফেরা করছে তখন তাদের মধ্যে কাকে এ সম্পত্তিটি ফিরিয়ে দেবে?

ওয়াটসন তখন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল—পিটারসন তখন কী করল?

হোমস বললেন, বড়দিনের সকালবেলায় সে এই টুপি আর রাজহংসী আমার কাছে এনে হাজির, কারণ সে জানে যে অত্যন্ত সামান্য সমস্যাতেও আমার আকর্ষণ আছে। আজ এতোটা বেলা অবধিও রাজহংসীটিকে আমরা রেখেছিলাম। কিন্তু তার আবিষ্কর্তা শেষপর্যন্ত খাবার জন্যেই নিয়ে গেছেন। আমি অবশ্য অজ্ঞাতকুলশীল ভদ্রলোকটির টুপিটা রেখে দিয়েছি। আহা, বেচারার বড়দিনের ভোজটাই মাঠে মারা গেল।

এবার একটা আতস কাচ ওয়াটসনের হাতে দিয়ে হোমস তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কাজের পদ্ধতি তো জানো। এই টুপিটা যে লোক মাথায় দিয়েছে, তার সম্বন্ধে দেখি তুমি কতোটুকু অনুসন্ধান করে জানতে পারো?

ছিন্ন-ভিন্ন বস্তুটা হাতে নিয়ে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গেই ওয়াটসন দেখলেন। অত্যন্ত সাধারণ একটা কালো টুপি, সচরাচর যেমন দেখা যায় তেমনি, গোলাকার, বেশ শক্ত, ফলে মাথায় দেয়ার পক্ষে বেশ কষ্টের। টুপির ওপরের আচ্ছাদন লাল রেশমের, কিন্তু এখন একেবারেই রঙচটা টুপি নির্মাতার কোনো হদিস নেই। হোমস ঠিকই বলেছিলেন, এইচ. বি. আদ্যক্ষর দুটি একপাশে লেখা রয়েছে। আর টুপিটা যাতে নষ্ট না হয় সেজন্যে পাতলা একটা আবরণ পরানো, কিন্তু আংটায় ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে তা, কোথাও কোথাও ফুটে হয়ে গেছে। স্থিতিস্থাপকতাও হারিয়েছে তাছাড়া জরাজীর্ণ টুপিটা ধূলিমলিন, কয়েক জায়গায় দাগ লাগা, যদিও দেখা গেল যে কালির পোঁচ বুলিয়ে ও দাগগুলি লুকোবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ওয়াটসন বলল, কিছুই তো চোখে পড়ল না—টুপিটা হোম্‌সের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

হোমস বললেন, ঠিক তার উল্টো, ওয়াটসন, সবকিছুই তোমার চোখে পড়েছে। শুধু, দেখেও তা থেকে যুক্তি সাজাতে পারছো না। যুক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে অত্যন্ত অলস তুমি, কিছুতেই মাথা খাটাবে না। হোমস টুপিটা তুলে নিলেন, তারপর টুপিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে নিজের মধ্যে ডুব দিলেন। তারপর একসময় অস্ফুটস্বরে বললেন, লোকটির যে প্রখর বুদ্ধি তা তো একনজরেই বোঝা যায়, বর্তমানে তার একটু অভাব চলছে কিন্তু বছর তিনেক আগেও যে তাঁর অবস্থা ভালো ছিল তাও সহজেই বোঝা যায়। দূরদর্শী ছিলেন, যদিও এখন আর নন, আর সেটা একটা নৈতিক দিগভ্রান্তির দিকে ইঙ্গিত করে। আর সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার কথাটা যদি এই প্রসঙ্গে মনে রাখি তাহলে বুঝতে পারি যে এ অধঃপতনের কারণ

হিসেবে কোনো অশুভ প্রভাব—সম্ভবত পানাসক্তি, মানে মদের নেশা, তার ওপর কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর স্ত্রী যে তাঁকে আগের মতো ভালোবাসে না, এটাই সম্ভবত তার কারণ। মানুষটি অলস, ঘরেই থাকেন সারাদিন, বাইরে কম বেরোন, রাতের কাজের অভিজ্ঞতা মোটেই রাখেন না, মধ্য বয়সী, চুলের রং ধূসর, দিনকয়েক আগে চুল ছেঁটেছেন, মাথায় নেবুর তেল মাখেন। এসব অবশ্য অধিকতর প্রত্যক্ষ তথ্য, টুপিটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায়। আর একটা কথা বলি—সম্ভবত তার বাড়িতে গ্যাসের ব্যবস্থা নেই।

ওয়াটসন বুঝতে না পেরে বললেন, কী করে এ তথ্যগুলি তুমি সংগ্রহ করলে?

হোমস একটু মুচকি হেসে বললেন—এই সহজ ব্যাপারটা তোমার মাথায় ঢুকল না? শোনো তাহলে—হোমস টুপিটা নিজের মাথায় চড়ালেন, অমনি কপাল ঢেকে নাকের গোড়া অবধি টুপিটা নেমে এল। এটা অবশ্য ঘনফলের মাপের কথা। হোমস বললেন, এই যে টুপিটা দেখছ—ভালো করে দেখো—এই টুপিটা তিন বছর আগেকার, চারপাশটা লক্ষ করো—কানার দিকটা কেমন কোঁকড়ানো? বছর তিনেক আগে এই ফ্যাশানটা চালু হয়। তাছাড়া টুপিটা সেরা জাতের। রেশমি ফিতেটা কিরকম একবার দ্যাখো, আর আস্তরটাই বা কী চমৎকার! অর্থাৎ বছর তিনেক আগেও এই টুপির মালিকের এমন চড়া দামের টুপি কেনার ক্ষমতা ছিল—তারপর আর টুপি কেনেন নি। এ থেকে তুমি সহজেই অনমুান করে নিতে পারো, যে তাঁর অবস্থা বেশ পড়ে গেছে। আর লোকটির দূরদর্শিতা সম্বন্ধে জানতে চাইলে, এ টুপি থেকে তুমি জানতে পারবে। যেমন ধরো টুপি বাঁচাবার জন্যে যে আবরণ পরানো হয়েছিল, তার ঝালর, ছোট্ট চাক্তিটা আর ফাঁসের ওপর আঙুল রেখে হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—টুপির গায়ে তো এসব জড়িয়ে বিক্রি হয় না। ভদ্রলোক যদি এ জিনিস একটি কিনেই থাকেন, তাতেই তো বোঝা যায় যে তাঁর কথঞ্চিৎ দূরদৃষ্টি ছিল, কারণ হাওয়ার হাত থেকে টুপিটাকে বাঁচবার জন্যে তাঁকে যথেষ্ট উদ্যোগী হতে হয়েছে। কিন্তু টুপির স্থিতিস্থাপকতা ছিন্ন হবার পরেও আবার যেহেতু সেটা তিনি বদলাবার কোনো চেষ্টাই করেন নি, তাতেই মনে হয় এখন তাঁর দূরদৃষ্টি আগের চেয়ে অনেক কম। তাঁর স্বভাব যে ক্রমেই দৃঢ়তা হারাচ্ছে এটা তারই নজির। আবার টুপিটার অন্যদিকে লক্ষ্য করে দেখো, এই দাগগুলো ঢাকবার জন্যে ভদ্রলোক কালি ছিটিয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, আত্মসম্মানবোধটিকে তিনি যে এখনো সম্পূর্ণ বিসর্জন দেন নি তারই নিদর্শন এটা। আর বাকি বিশেষত্বগুলি যেমন—তিনি যে সদ্য চুল ছেঁটেছেন আর তিনি যে নেবুতেল মাখেন—এসব তো আস্তরের তলার দিকটা খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। প্রচুর চুলের টুকরো লেগে আছে আস্তরে, আতসকাচ দিয়ে দেখা যায়। স্পষ্টই নাপিতের কাঁচিতে ছাঁটা। আঠার মতো লেপ্টে আছে চুলগুলি, তাছাড়া নেবুতেলের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার। আর এই ধুলো লক্ষ্য করে দেখ, এই ধুলো রাস্তার ধুলোর মতো ধূসর আর কালিভরা নয়। বরং বাড়ির মধ্যেকার ময়লা নরম আঁশের মতো বাদামি গুঁড়ো—তাতে এটাই দেখা যায় যে ভিতরের এই আর্দ্রতার চিহ্ন নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে যে, টুপিটা যিনি মাথায় দিতেন তিনি অল্পেতেই ঘেমে যেতেন। সেইজন্যেই মনে হয় তাতে কলমে কাজ করার, অভ্যাস তাঁর নেই তেমন। অনেকদিন বুরুশ করা হয় নি টুপিটা। তাই বলি, ওহে ওয়াটস, কখনো যদি তোমার টুপিতে আদ্যিকালের ধুলোকালি দেখি আর তোমার স্ত্রী তোমাকে ঐ অবস্থায় বেরোতে দেন তখনই আমার আশঙ্কা হবে যে তোমার বুঝি পত্নীপ্রেম হারাবার দুর্ভাগ্য হল।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তিনিতো ব্যাচিলারও হতে পারেন?

হোম্‌স্ বললেন—উঁহু! স্ত্রীর সঙ্গে সন্ধি করবার জন্যেই তো নিয়ে যাচ্ছিলেন রাজহংসীটা পক্ষিনীর বাঁপায়ের ঐ চিরকুটটার কথা ভুলে যেও না।

ওয়াটসন পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন—সব প্রশ্নের উত্তরই যেন তোমার মুখের আগায়। কিন্তু তাঁর বাড়িতে যে গ্যাস বসানো নেই এটা তুমি কোত্থেকে অনুমান করলে?

হোম্‌স্ বললেন, ভদ্রলোক যে প্রায়ই জ্বলন্ত মোমবাতির সংস্পর্শে আসেন, তা বুঝতে পারি টুপীর ওপর কতোকগুলো মোমের দাগ থেকে। মোমের দাগ যে গ্যাসের বাতি থেকে লাগেনি,

এবং টুপির ওপর মোমের দাগ পড়েছে—ভদ্রলোককে এক হাতে টুপি আর অন্য হাতে ফোঁটা ফোঁটা মোম ঝরা বাতি নিয়ে ওপর তলায় উঠতে হয়—এবার খুশি হয়েছো তো ওয়াটসন?

টুপি সম্বন্ধে এইসব আলোচনা যখন হচ্ছিলো, তখন ঝড়ের বেগে হঠাৎ পিটারসন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে হাঁফাতে লাগলো। হাঁফাতে হাঁফাতে বললো মি. হোম্‌স্! ঐ রাজহংসীটা!—

হোম্‌স্ বললেন, তা আবার কী হলো? হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠে পাখা ঝাপটে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে উড়ে গেছে নাকি?

পিটারসনের উত্তেজিত মুখ-চোখ যাতে ভালো করে চোখে পড়ে সেজন্যে হোম্‌স্ সোফার ওপর একটু কাত হয়ে নিলেন।

পিটারসন উত্তেজিত স্বরে বললেন, এই যে স্যার এই দেখুন! হাঁসটার গলার থলির মধ্যে আমার স্ত্রী কী পেয়েছে! পিটারসন হাত বাড়িয়ে দিতেই তার হাতের চেটোর মধ্যে দীপ্ত একটি নীল পাথর ঝলমল করে উঠল। আকারে একটা কড়াইশুঁটির চেয়েও হয়তো ছোট হবে, কিন্তু এমন স্বচ্ছ আর ঝকঝকে যে, তার হাতের মধ্যে সেটা অন্ধকারে বিজলী আলোর মতো ঝলসে উঠল।

শিস্ দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলেন হোম্‌স্, আরে ব্বাস্, এ যে মহা দামি পাথর!

দেখলে তো ওয়াটসন, আমাদের এই ছোটোখাটো অনুমানগুলো এবার কতো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে? এখন আর এ ব্যাপারটা তেমন নিরীহ বলে মনে হচ্ছে কি? এই হলো পাথরটা, হোমস আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন,—পাথরটা পাওয়া গেছে হাঁসের পেটে, হাঁসটা আবার মিস্টার হেনরি বেকারের যিনি মাথায় দেন একটা বিশ্রী টুপি, তাছাড়া তার অন্য কতোকগুলি বৈশিষ্ট্য তোমাকে তো এইমাত্র খুলে বললুম। কাজেই এবার আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এ ভদ্রলোককে খুঁজে বার করতে হবে। এ ছোট্ট রহস্যটিতে তাঁর ভূমিকা কতোটুকু, সেটা জানাই আমাদের প্রথম কাজ। আর তার জন্যে সব আগে সবচেয়ে সরল উপায় অবলম্বন করতে হবে আমাদের। সে উপায় হলো যাবতীয় সান্ধ্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া। এটায় যদি ব্যর্থ হই তাহলে অন্য অবস্থা করবো।

ওয়াটসন জিজ্ঞেস করল—তুমি কী বলবে বিজ্ঞাপনে?

হোমস একটা পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে খচখচ করে লিখলেন—বিজ্ঞাপনের ক্যাপশান হবে মোটা ও বড় হরফে—"পাওয়া গেছে—গুজ স্ট্রিটের মোড়ে একটা রাজহংসী ও কালো শোলার টুপি। মিস্টার হেনরি বেকার আজ সন্ধ্যে সাড়ে ৬টায় ২২১-বি, বেকার স্ট্রিটে আবেদন করলে জিনিসগুলো পেতে পারেন।" পিটারসন, এই নাও সান্ধ্য কাগজগুলিতে ছাপার জন্যে একটা বিজ্ঞাপনের এজেন্সিতে দিয়ে এসো এটা। আর হ্যাঁ পাথরটা আমিই রেখে দিচ্ছি, আর শোনো পিটারসন ফেরার পথে একটা হাঁসী কিনে নিয়ে আমার এখানে পৌঁছে দিও—এই নিয়ে যাও টাকা। তোমার বাড়িতে হাঁসের মাংসের রান্না হচ্ছে তার বদলে আর একটা হাঁস তো চাই, ওই ভদ্রলোককে তো দিতে হবে।

পিটারসন চলে যেতেই হোম্‌স্ পাথরটা তুলে আলোর মধ্যে ধরলেন। ভারি সুন্দর পাথরটা। হোম্‌স্ বললেন, কেমন ঝকঝক করছে! এই পাথরটার বয়স এখনো কুড়ি হয়নি। এটাকে প্রথম পাওয়া যায় দক্ষিণ চীনের হ্যানয় নদীর তীরে। এটার অসাধারণত্ব এই যে, পদ্মরাগের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এটার রং চুনির মতো লাল না হয়ে নীলাভ। চল্লিশ রতি ওজনের এই স্বচ্ছ পাথরটার জন্যে এর মধ্যেই খুন হয়েছে দু'টো, অ্যাসিড ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে একবার, আত্মহত্যা করেছে একজন, অনেকবার চুরি গেছে। এক্ষুনি এটাকে আমার সিন্দুকে তালাবন্ধ করে রাখবো। এটা যে আমাদের কাছে আছে এই মর্মে কাউন্টেসকে টেলিগ্রাম পাঠাবো।

আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর—ওয়াটসন বললেন, এখন চেম্বার যাই। আমি এবার আমার রোগীদের দেখে আসি। মনে রেখো সন্ধেবেলায় আমি আবার আসব। যে সময়ের কথা

তুমি বিজ্ঞাপনে লিখেছ তখনই আসব।

রোগী দেখতে গিয়ে এক জায়গায় আটকে পড়লেন ওয়াটসন। ফলে যখন বেকার স্ট্রিটে হোমসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন তখন সন্ধে সাড়ে ছটা অনেকক্ষণ আগেই বেজে গেছে। ওয়াটসন দেখলেন, বাড়ির দরোজায় গলা অবধি বোতাম আঁটা কোট গায়ে, ঢ্যাঙামতো একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াটসন পৌঁছাবার কিছুক্ষণ পরে অমনি দরোজা খুলে গেল। একসঙ্গেই ওয়াটসন ও সেই ভদ্রলোক হোম্‌সের ঘরে হাজির হলেন।

আরাম কেদারা থেকে উঠতে উঠতে হোম্‌স্ বললেন, মিস্টার হেনরি বেকার নমস্কার, বসুন বসুন, এই চুল্লির কাছের চেয়ারটায় বসুন, মিস্টার বেকার। রাতটা আজ বেজায়। ঠাণ্ডা, আপনি যে পোশাক পরে বেরিয়েছেন—তা যে গ্রীষ্মকালের পোশাক। আর ওয়াটসন, তুমি একেবারে ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছো। তারপর একটু থেমে আগন্তুকের মুখের দিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললেন, মিস্টার বেকার, এই টুপিটা কি আপনার?

আগন্তুকের সংক্ষিপ্ত উত্তর, হ্যাঁ, ওটা আমার।

হোমস বললেন, জিনিসগুলো কয়েকদিন ধরেই আমার কাছে আছে। কারণ আমরা ভেবেছিলাম বুঝি আপনিই নাম ধাম দিয়ে কোনো বিজ্ঞাপন দেবেন। কেন যে দেন নি তা আমাকে বড় ধাঁধায় ফেলেছে।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন—একসময় আমার কাছে যে রকম অজস্র পয়সা থাকত এখন আর তেমন নেই। আমি তো নিঃসন্দেহে ভেবেছিলুম, যে গুণ্ডার দল আমাকে আক্রমণ করেছিল তারাই আমার টুপি আর রাজহংসীটা নিয়ে পালিয়েছে। ওগুলো আর ফিরে পাবো বলে আশা করে তাই অনর্থক অর্থের অপচয় করিনি।

হ্যাঁ ভালো কথা—হোমস বললেন, ওটা আমরা খেয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছি।

খেয়ে ফেলেছেন? আগন্তুক ভদ্রলোকটি আঁতকে উঠে বললেন—খেয়ে ফেলেছেন তাহলে?

হোমস শান্তস্বরে বললেন, হ্যাঁ, তা যদি না করতুম তাহলে ওটা কারোরই কোনো কাজে লাগতো না। তবে আর একটা রাজহংসী এনে ওই আলমারিটায় রেখে দিয়েছি—ওটার ওজন আগেরটার মতোই উপরন্তু একেবারে টাটকা এখনও।

ও নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই! স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন মি. বেকার। অবশ্য আপনার রাজহংসীটার পালক, ঠ্যাং, গলার থলি ইত্যাদি এখনও আমাদের কাছে। যদি চান তো—

হো হো করে হেসে উঠলেন মি. বেকার। বললেন, আমার অভিযানের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে হয়তো ওগুলো লাগতে পারে, তাছাড়া ওগুলো আমার কোন্ কাজে লাগবে? আজ্ঞে আপনার আলমারিটায় যে রাজহাঁসটি দেখা যাচ্ছে আপনার অনুমোদন পেলে আমি সন্তুষ্ট।

একটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস ওয়াটসনের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিয়ে মি. বেকারকে বললেন, তাহলে, এই নিন আপনার টুপি আর এই নিন রাজহাঁস। হ্যাঁ ভালো কথা,—হোম্‌স্ তীক্ষ্নস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—ওই পাখিটা আপনি কোত্থেকে কিনেছিলেন? ওরকম ভালোজাতের সুপুষ্ট রাজহাঁস আমি খুবই কমই দেখেছি।

মি. বেকার বলল—মিউজিয়ামের কাছে যে আলফাইন আছে, আমরা মাঝে মাঝে সেখানে যাই—দিনের বেলায় অধিকাংশ সময়েই আমায় অবশ্য ওই মিউজিয়ামেই পাওয়া যাবে। আমাদের সরাইওলাটি ভারী চমৎকার মানুষ, উইন্ডগেট তার নাম। সে আবার কিছুদিন আগে এক রাজহংসী সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছে। সপ্তাহে কয়েক পেনি করে চাঁদা দিলে বড়দিনে আস্ত একটি হাঁস পাওয়া যায়। যথাসময়ে আমি চাঁদা দিয়েছিলাম, তারপর কী হয়েছে তা তো আপনি নিজেই জানেন। আপনার কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই, কারণ যতোই বলুন, আমার বয়স বা গাম্ভীর্যের পক্ষে এসব সূক্ষ্ম টুপি মোটেই মানায় না। এমন সাড়ম্বরে ও গভীরভাবে তিনি আমাদের দুজনকে অভিবাদন করলেন যে সেটা খুব মজার দেখাল। অতঃপর লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি প্রস্থান করলেন।

হেনরি বেকারের ব্যাপার তো চুকে গেল। বেকার চলে যাবার পর দরোজা বন্ধ করতে

করতে হোম্‌স্‌ বললেন, আসল বিষয়টা সম্বন্ধে তিনি যে কিছুই জানেন না তা তো বোঝা গেল। তোমার কি খিদে পেয়েছে ওয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন, না, না, তেমন নয়?

হোমস বললেন—তাহলে চলো, রাতের খাবার একেবারেই খেয়ে নিই। তারপর খেয়ে দেয়ে খবরটা গরম থাকতে থাকতে ব্যাপারটার একটু অনুসন্ধান করা যাক।

ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছিল সে রাতে। গায়ে অলেস্টার চাপিয়ে হোমসরা গলাবন্ধ জড়িয়েছিলেন। বাইরে নির্মেঘ আকাশে ঠাণ্ডা তারার দল ঝিকমিক করছে। বিদ্যপল্লী, উইম্পোল স্ট্রিট, হার্লে স্ট্রিট, মাড়িয়ে উইগমোর স্ট্রিমের মধ্যে দিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে গিয়ে পড়লেন হোম্‌স্‌রা। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ব্লুমসবেরিতে আল্‌ফা-ইনের কাছে এসে হাজির হলেন। হোলবোর্ণের মধ্যে যে গলিগুলো ঢুকে পড়েছে তারই একটার মোড়ে এই ছোট্ট পানশালাটা, হোম্‌স্‌ ও ওয়াটসন দরোজা ঠেলে পানশালার ভিতরে ঢুকে সাদা আলখাল্লা পরা লালমুখো সরাইওয়ালাকে দু-গেলাস বিয়ার দেবার হুকুম করলেন।

হোম্‌স্‌ বললেন,—তোমার হাঁসগুলো যেমন ভালো, বিয়ারও যদি তেমন হয় তাহলে চমৎকার বলতে হবে।

রীতিমতো অবাক দেখালো সরাইওয়ালাকে—আমার হাঁস?

হ্যাঁ, হোম্‌স্‌ বললেন—এই তো আধঘন্টাও হয়নি মিস্টার হেনরি বেকারের সঙ্গে আমার কথা হলো। তোমারই রাজহংসী সংঘের একজন সদস্য তিনি।

ও, হ্যাঁ, সরাইওয়ালা বললো—এতোক্ষণে বুঝলুম, আজ্ঞে সে তো আমাদের হাঁস নয়।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন—তাই নাকি? তবে কার তাহলে?

সরাইওয়ালা বললো—কভেন্ট গার্ডেনের এক দোকানির কাছ থেকে দু-ডজন হাঁস এনেছিলাম আমি।

তাই নাকি, হোম্‌স্‌ বললেন—তা তাদের কয়েকজনকে আমি চিনি। এ লোকটা কে?

সরাইওয়ালা বলল—এর নাম ব্রেকিন্‌রিজ।

হোম্‌স্‌ বিয়ারের গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন—না, তাকে অবিশ্যি চিনি না—আচ্ছা চলি শুভ রাত্রি।

বাইরের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেরিয়ে এসে অলেস্টারের বোতাম আঁটতে আঁটতে হোম্‌স্‌ বললেন,—এবার দেখা যাক মিস্টার ব্রেকিন্‌রিজ কী বলেন। একটা কতা মনে রেখো ওয়াটসন, এই শৃঙ্খলের একদিকে যদিও সামান্য একটা হাঁস রয়েছে, অন্যদিকে কিন্তু, রয়েছে এক বেচারা, যার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে না পারলে তাকে সাত সাত বছর জেলে পচতে হবে। এমনও হতে পারে যে আমাদের অনুসন্ধানের ফলে তার অপরাধই হয়তো আরো জোরালোভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু তাহলেও ভাগ্যক্রমে যখন পুলিশের হাত ফস্‌কে তদন্তের একটা সূত্র এসে পড়েছে, তখন একেবারে শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়ছি না। এবার তাহলে চলো দক্ষিণ দিকেই যাই। একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও।

হোলবোর্ণের মধ্যে দিয়ে এণ্ডেল স্ট্রিটের কাছ ঘেঁষে বস্তিগুলোর বাঁকাচোরা গলি দিয়ে কভেন্ট গার্ডেন মার্কেটে হাজির হলেন হোম্‌স্‌রা। বাজারের মস্ত বড় বড় দোকানগুলোর একটার গায়ে নাম লেখা ব্রেকিন্‌রিজ। মালিককে দেখতে ঘোড়েলের মতো। মুখ-চোখ ধারালো, দুগালে ছিম্‌ছাম্‌ ছুঁচলো জুলপি। দোকানের খড়খড়ি লাগাচ্ছে এক ছোক্‌রা আর সে তাকে ঐ কাজে সাহায্য করছে।

শুভ সন্ধ্যা। বড্ড ঠাণ্ডা রাত। হোম্‌স্‌ বললেন। মাথা নেড়ে দোকানদার হোম্‌সের দিকে তাকালো।

হোম্‌স বললেন, আল্‌ফাইন্‌-এর সরাইওয়ালা তোমার কাছে আমায় হাঁসের জন্যে পাঠালেন।

ও, হ্যাঁ, তাকে কয়েকডজন হাঁস পাঠিয়েছিলাম বটে।

হোম্‌স্ বললেন, বড় ভালো ছিল হাঁসগুলি, তা ওগুলো তুমি কোথা থেকে পেলে?

দোকানদার একথায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললো—আচ্ছা মশাই আপনার মতলবটা কী খুলে বলুন তো?

হোম্‌স্ দৃঢ় স্বরে বললেন—সোজাসুজি জানতে চাইছি আলফায় যে হাঁসগুলি পাঠিয়েছিলে সেগুলি তুমি কোথা থেকে পেয়েছো? তুমি বলতে না চাইলে বোলো না, ব্যাস্ চুকে গেল। কিন্তু এসব হাঁস-ফাঁসের ব্যাপারে আমি যা বলি তা সাধারণত মিলিয়ে দেখতে চাই। যেটা খেলাম আসলে সেটা পাড়াগেঁয়ে হাঁস, এই বলে আমি পাঁচ পাউন্ড বাজি ধরেছি একজনের সঙ্গে।

তাহলে মশাই, ও পাঁচ পাউন্ড আপনি হেরেছেন, দোকানদার বলল—ওটা শহুরে রাজহাঁস!

মোটেই না—হোম্‌স্ বললেন।

দোকানদার জোর দিয়ে বললেন—আমি বলছি ওটা শহুরে হাঁস।

হোম্‌স্‌ও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বললেন, তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

দোকানদার রূঢ়স্বরে বলল—ভেবেছেন হাঁস-মুরগি সম্বন্ধে আমার চেয়ে আপনি বেশি জানেন? আমি মশাই আঁতুড় ঘর থেকে ওসব নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। আবারও বলছি আপনাকে—আলফা ইন-এ যতোগুলো হাঁস পাঠানো হয়েছিল সবগুলি শহুরে হাঁস।

হোমস বললেন—তাহলে বাজি ধরুন।

হোমস বললেন,—তাহলে তো খামোকা তোমার ট্যাক থেকে টাকা খসানো হবে, কারণ আমি যে ঠিক বলেছি তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবে, একগুঁয়েমি করে যে কোনো লাভ নেই এটা তোমাকে বোঝাবার জন্যেই না হয় দশ পাউন্ড বাজি রাখছি আমি।

বিকটভাবে খুক খুক করে হেসে উঠল দোকানি। হাঁক্ দিলো—বিল, হিসেবের খাতাগুলো নিয়ে এসো তো।

ছোট্ট একটা চটি খাতা আর আস্ত একটা তেলচিটে খতিয়ান এনে ঝোলানো বাতিটার তলায় রেখে গেল ছেলেটি। দেখুন তাহলে সবজান্তা মশাই। দোকানদার বলল—ভেবেছিলুম হাঁসগুলো সব বুঝি বিক্রি হয়ে গেছে, কিন্তু ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলার আগেই দেখতে পাবেন এখনও একটা হাঁস রয়ে গেছে এখানে। এই ছোট খাতাটা দেখেছেন তো?

হোম্‌স্ খুঁচিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তো কী?

দোকানদার বলল—যাদের কাছ থেকে হাঁস-মুরগি কিনি, এটা তাদেরই নামের তালিকা। দেখতে পাচ্ছেন তো? আচ্ছা এই দেখুন—এই পাতাটা হলো পাড়াগাঁয়ের লোকেদের নামের লিষ্টি, আর তাদের নামের পাশে এই যে নম্বর দেখতে পাচ্ছেন তা হলো, ওই বড় খতিয়ান বইটায় তাদের হিসেব কোন্ পাতায় বসেছে তার পাতার নম্বর। এবার দেখুন। লাল কালিতে লেখা অন্য পাতাটা চোখে পড়ছে তো? শহর থেকে যারা হাঁস মুরগী চালান দেয় এটা তাদেরই নামের তালিকা। এবার তিন নম্বর নামটা কী দেখুন তো? এখানে কী লেখা নিজেই না হয় পড়ে শোনান।

হোম্‌স্ পড়লেন—মিসেস ওকশট, ১১৭, ব্রিক্সটন রোড-২৪৯।

ঠিক তাই, দোকানদার বলল—আচ্ছা আবার ঐ খতিয়ানের ২৪৯ পাতাটা উল্টে দেখুন।

হোম্‌স্ পাতাটা উল্টে দেখলেন—এই যে,—মিসেস ওকশট, ১১৭, ব্রিক্সটন রোড—হাঁস মুরগির ও ডিমের চালানির ব্যবসায়ী।

দোকানদার এবার প্রমাণ দেবার ভঙ্গিতে বললো—দেখুন এবার, শেষ লেখাটা কবেকার?

হোম্‌স্ পড়লেন—ডিসেম্বর ২২। চব্বিশটা রাজহাঁস, দাম সাড়ে সাত শিলিং।

ঠিক তাই, দোকানদার বললো—দেখলেন তো কী দাঁড়ালো শেষটায়। আর তলায় কী লেখা?

হোম্‌স্ পুনরায় শুনিয়ে পড়লেন—আলফার মি. উইণ্ডিগেটের কাছে বারো শিলিং-এ বিক্রি করা হলো।

দোকানদার বললো—এবারে আপনার কী বলার আছে?

হোম্‌সকে যুগপৎ অত্যন্ত বিরক্ত ও নিরাশ দেখালো। পকেট থেকে দশ পাউণ্ড বের করে মার্বেল পাথরের চ্যাপ্টা। খোপগুলোয় ছুঁড়ে ফেললেন তিন, তারপর রাগে বিরক্তিতে এমন ভঙ্গী করে দাঁড়ালেন যে মনে হলো কথা বলারও কোনো প্রবৃত্তি যেন তাঁর নেই। কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে একটা ল্যাম্প পোষ্টের তলায় দাঁড়িয়ে তাঁর সেই অদ্ভুত ভঙ্গীতে প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন নিঃশব্দে।

হঠাৎ একটা চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে হোম্‌স পিছন ফিরে দেখলেন, এইমাত্র যে দোকানটা থেকে বেরিয়ে এলেন সেখানেই হঠাৎ চেঁচামেঁচি শুরু হয়েছে। দেখা গেল একটা বেঁটে খাটো ইঁদুরমুখো লোক দাঁড়িয়ে আছে, আর ব্রেকিনরিজ চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঘুষি পাকিয়ে ভীষণভাবে তোষামুদে লোকটাকে লক্ষ্য করে চেঁচাচ্ছে আর বলছে—যথেষ্ট হয়েছে তোমাকে আর তোমার ওই হাঁসকে নিয়ে। চিৎকার করে উঠলো ব্রেকিনরিজ,—গোল্লায় যাও তুমি, শয়তানের পাল্লায় পড়। মিসেস ওকশটকে নিয়ে এসো এখানে, যা জবাব দেবার সে আমি তাঁকেই দেবো। কিন্তু এ ব্যাপারে তুমি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতে এসো না—তা হলে কুকুর লেলিয়ে দেবো। হাঁসগুলো তো আমি তোমার কাছ থেকে কিনিনি?

লোকটি বললো—না। কিন্তু তাহলে ওকশটকেই ওটার কথা জিজ্ঞেস করো।

লোকটি বললো—সেইই তো তোমার কাছে আসতে বলেছিল।

দোকানদার বললো—তা তুমি প্রুশিয়ার রাজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করগে, আমার তাতে কি! এ নিয়ে আমি যথেষ্ট ভুগেছি, এখন মানে মানে কেটে পড় দেখি! ভয়ঙ্কর ভাবে তেড়ে গেল সে, আর অমনি লোকটি অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

হোম্‌স্ এবার ফিস্‌ফিস করে ওয়াটসনকে বললেন, এসো তো আমার সঙ্গে দেখি এই লোকটার কাছ থেকে কী জানা যায়। আলো জ্বলা দোকানগুলির আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা এলোমেলো ভিড়ের মধ্যে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হোম্‌স এগিয়ে গেলেন, বেঁটে ইঁদুরমুখো লোকটিকে তিনি একটুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেললেন। আস্তে তার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। অমনি লোকটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো। ওয়াটসন গ্যাসের আলোয় লক্ষ্য করলেন লোকটার মুখ থেকে মুহূর্তে সব রঙ চলে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

আপনি কে? কী চান আপনি? লোকটার গলা ভয়ে কেঁপে উঠল।

হোম্‌স্ বললেন, মাফ করবেন,—এই বোকাটাকে আপনি এইমাত্র যে কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন—তা আমি শুনেই বলছি আমার বিশ্বাস আমি আপনার কোনো কাজে লেগে যেতে পারি।

লোকটি তখন বিস্ময়ের স্বরে বলল—আপনি! আপনি কে? এ ব্যাপারে আপনি কী জানেন?

আমার নাম শার্লক হোম্‌স্। লোকে যেসব কথা জানে না, তা জানাই আমার পেশা।

লোকটি বলল—এ ব্যাপারের কথা আপনি জানবেন কি করে?

মাফ্ করবেন, হোম্‌স্ বললেন—এ ব্যাপারের আগাগোড়া সবই জানি আমি। ব্রিক্সটন রোডের মিসেস ওকশট ব্রেকিন্‌রিজ নামে এক দোকানদারের কাছে কতোগুলো হাঁস বেচেছিলেন, আপনি যে হাঁসটার হদিস জানবার চেষ্টা করেছিলেন, ব্রেকিনরিজ আবার সেগুলো বেচেছে আলিফা-র মালিক মি. উইণ্ডিগেটকে, তিনি আবার বেচেছেন তাঁর রাজহাঁস সঙ্ঘের লোকদের কাছে। যার একজন সভ্য হলেন মি. হেনরি বেকার।

ওঃ! আপনার সঙ্গেই আমি সেই থেকে দেখা করতে চাইছিলাম। দু-হাত বাড়িয়ে ছোট্ট মানুষটা চেঁচিয়ে উঠলো। তার আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে—এ ব্যাপারটায় আমি যে কতোখানি কৌতূহলী তা আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না।

একটা চার চাকার গাড়ি যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। হাত নেড়ে সেটাকে থামালেন শার্লক হোম্‌স্। বললেন, বাজারের এই কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় না দাঁড়িয়ে বরং একটা গরম ঘরে বসে আলোচনা করলেই আমরা ভালো করবো। কিন্তু আর কোনো কথা হবার আগে দয়া করে বলুন,

কাকে সাহায্য করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি আমি?

লোকটা একটু ইতস্তত করে বলল—আমার আসল না জেম্‌স্ রাইডার। জন রবিনসন হিসেবে অনেকেই জানে।

হোম্‌স্ বললেন, ঠিক তাই। হোটেল কস্‌মোপলিটনের প্রধান পরিচরক। দয়া করে গাড়িতে উঠুন। যেতে যেতে সব বলছি।

এক চোখে ভয় আর অন্য চোখে আশা নিয়ে বেঁটেখাটো মানুষটি আমাদের দু-জনের দিকে তাকিয়ে দেখল। সে যেন বুঝতে পারছিল না কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এখন—সর্বনাশের মুখোমুখি, না, অভাবনীয় লাভের সামনে। গাড়িতে উঠে বসলো সে, তারপরে আধঘন্টার মধ্যেই তারা বেকার স্ট্রীটের বৈঠকখানায় ফিরে এলো।

আসুন, আসুন, ভেতরে এসে আরাম করে বসুন—হোম্‌স্ বললেন—ঠাণ্ডায় জমে গেছেন দেখছি, মিস্টার রাইডার, আসুন চুল্লির ধার ঘেঁষে বসুন, অরাম পাবেন। হ্যাঁ, এবার বলুন—চটিতে পা গলিয়ে নিয়ে হোম্‌স্ বললে—ওই হাঁসগুলোর কী হলো জানতে চাচ্ছেন তো আপনি?

লোকটি সবিনয়ে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হোম্‌স্ বললেন—আমার ধারণা আপনি ওই রাজহংসীটার কথা বিশেষভাবে জানতে চান যেটা ধবধবে সাদা, যার ল্যাজের কাছটায় কালো ডোরা কাটা—তাই না?

জেম্‌স্ রাইডার আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠল—আপনি জানেন? হাঁসটার কি হলো? কোথায় এখন হাঁসটা?

হোম্‌স্ শান্তস্বরে বললো—হাঁসটা এখানে এসেছিল। হ্যাঁ, হাঁসটা একটু অসাধারণ বটে। মানে এরকম হাঁস আমিও আগে দেখিনি তবে আপনার যে সেটার সম্বন্ধে কৌতূহল এতোখানি হবে তাতে আমি মোটেও অবাক হইনি। মরার আগে হাঁসটা একটা ডিম পেড়েছিল—ছোট্ট একটা নীল ডিম, আস্ত, নিরেট, আর কী ঝক্‌ঝকে! আমার বিচিত্র সংগ্রহের মধ্যে আমি সেটা রেখে দিয়েছি।

জেমস্ রাইডারের পা যেন টলে গেল। ডান হাত দিয়ে অগ্নি স্থানের তাকটা আঁকড়ে ধরে সে নিজেকে সামলালো। হোম্‌স্ তাঁর লোহার সিন্দুক খুলে নীল পদ্মরাগটি তাঁকে দেখালেন। তারার মতো ঝিক্‌মিক্ করে উঠলো পাথরটা। সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো রাইডার, তার মুখ যেন সবলে টেনে ধরেছে পাথরটা। কিন্তু সেটা সে চাইবে কিনা তা বুঝে উঠতে পারছিল না।

হোম্‌স্ শান্তস্বরে বললেন—খেলা ফুরোলো, রাইডার! সাবধানে দাঁড়াও, না হলে এক্ষুণি তুমি চুল্লিতে পড়ে যাবে। ওয়াটসন, তুমি ওকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দাও তো! কু-কর্মের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার মতো হিম্মত ওর বুকে নেই। কয়েকফোঁটা ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দাও তো বরং। ব্র্যাণ্ডি খাবার পর তার মুখের রং ফিরে এল। হ্যাঁ, এবার ওকে একটু মানুষের মতো দেখাচ্ছে।

হোম্‌স্ শান্তস্বরে বললেন—আমার হাতে সবগুলো সূত্রই আছে, প্রমাণও সব হাতে আছে আমার। কাজেই আমাকে তোমার বেশী কিছু বলতে হবে না, কেবল মামলাটাকে সম্পূর্ণ করার জন্যে একটু আধটু যা বলতে হবে। মোরকারের কাউন্টেসের এই নীল পাথরটার কথা তুমি জানতে?

ফ্যাসফেঁসে গলায় সে বলল—ক্যাথারিন কুশাক আমাকে এটার কথা বলেছিল।

হোম্‌স্ বললেন, বুঝলাম, কাউন্টেসের দাসী তাই না? হুঁ, অত্যন্ত সহজে হঠাৎ ধনপ্রাপ্তির এই লোভ সামলানো তোমার পক্ষে সত্যিই কঠিন হয়ে পড়েছিল। তোমার চেয়ে ঢের ভালো লোকেরাও এই লোভ সামলাতে পারেনি। কিন্তু যে-উপায়ে তুমি পাথরটা হস্তগত করেছিলে তার জন্যে খুব একটা বিবেকের দংশন অনুভব করেছো বলে তো মনে হয় না। তুমি জানতে যে চিমনি সরাই হবার মধ্যে শয়তান হয়ে ওঠার সুন্দর উপাদান রয়েছে। তুমি জানতে যে

চিম্‌নি সারাই হবা আগে এমনি একটা ব্যাপার জড়িয়ে পড়েছিল বলে হর্ণারের ওপরেই চট্‌ করে লোকের সব সন্দেহ পড়বে। তাই তুমি কী করলে, কাউন্টেসের ঘরের চিমনিটা খানিকটা নষ্ট করে দিলে—তুমি আর তোমার শাকরেদ কুশাক—আর সারাবার জন্যে যাতে হর্ণারের ডাক পড়ে সেদিকে নজর রাখলে। তারপর যেই সে চলে গেল অমনি তুমি গয়নার বাক্স ভেঙে পাথরটা সরিয়ে ফেলে বিপদের সংকেত দিলে, আর বেচারি হর্ণার যাতে গ্রেপ্তার হয় সে ব্যবস্থা করলে। তারপর তুমি—

রাইডার হঠাৎ কার্পেটের ওপর লম্বা হয়ে পড়ে হোম্‌সের পা জড়িয়ে ধরল—দোহাই, আমাকে দয়া করুন। আমার কথা ভাবুন আপনি! আ—মা—র—এর আগে আমি কখনো কোনো কু-কাজ করিনি—আর কোনোদিন করবও না, প্রতিজ্ঞা করছি নাক খৎ দিচ্ছি! বাইবেল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি আমি! ওঃ, দয়া করে আদালতে জানাবেন না এ-খবরটা! যীশুর দোহাই—দয়া করুন!

চেয়ারে গিয়ে বসো! কঠোর স্বরে হোম্‌স্ বললেন। এখন পায়ে হামাগুড়ি দিতে খুব ভালো লাগছে—কিন্তু বেচারা হর্নার যখন বিনা দোষে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন তার কথা তুমি কতোটুকু ভেবেছিলে?

আমি পালিয়ে যাবো মিস্টার হোম্‌স! এ দেশ ছেড়ে আমি চলে যাবো। তাহলেই তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ কেটে যাবে।

হুম। সে বিষয়ে আমরা পরে বিবেচনা করবো। এবার শুনি তারপরে কী হয়েছিল। ওই রাজহংসীর পেটে ওটা গেল কী করে? আর হাঁসটাই বা খোলা বাজারে এল কেমন করে? সত্যি কথা বলো, কারণ তার ওপরেই তোমার মরা-বাঁচা নির্ভর করবে।

শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে নিল রাইডার—ঠিক যা হয়েছিল তাই আপনাকে আমি খুলে বলছি। সে বলল—হর্নার গ্রেফতার হতেই আমার মনে হল, এক্ষুনি যদি পাথরটা কোথাও পাচার করতে পারি তাহলেই সবচেয়ে ভালো হবে, কারণ জানি না পুলিশ কখন আমাকে বা আমার ঘর তল্লাশ করে দেখতে চাইবে। হোটেলের কোনো জায়গা মোটেই নিরাপদ নয়। কেউ যেন আমাকে কোনো কাজে পাঠাচ্ছে এই ভাব করে আমি বেরিয়ে পড়ে সোজা গিয়ে উঠলাম আমার বোনের বাড়ি। ওকশট নামে সে একজনকে বিয়ে করেছিল। তারা ব্রিক্সটন রোডে থাকে, আর হাঁস-মুরগি পোষে আমার বোন বাজারে বেচার জন্যে। রাস্তার প্রত্যেকটি লোককেই আমার পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা বলে মনে হচ্ছিল তখন। খুব ঠান্ডা ছিল সে রাতটা। তা সত্ত্বেও আমি ব্রিক্সটন রোডে পৌঁছবার আগেই আমি যেন ঘেমে নেয়ে উঠলাম। বোন যখন জিজ্ঞেস করলো ব্যাপার কী অমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন, আমি বললুম যে, হোটেলে যে পাথরটা চুরি হয়েছে তাতেই আমি বড্ড বিপদে পড়েছি।

তারপর খেয়ে দেয়ে রাতে বারান্দায় পায়চারী করতে করতে দেখলাম পায়ের কাছে হাঁসগুলি হেলেদুলে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ আমার মাথায় চট্‌ করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। জগতের সবচেয়ে ধুরন্ধর গোয়েন্দাকেও তাতে পরাস্ত করা যাবে।

কয়েক সপ্তাহ আগে বোন বলছিল যে বড়দিনের উপহার হিসেবে তার সেরা হাঁসটা আমি নিতে পারি। তার যে কখনো কথার খেলাপ হবে না তা আমি জানতুম। এক্ষুনি তাহলে আমার হাঁসটা তো নিয়ে নিলেই হয়! আর তারপর হাঁসটাকে নিয়ে কেটে পড়ব। উঠোনের এক কোণায় একটা ছোট্ট চালা মতো ছিল, তার পিছনে আমি একটা হাঁসকে ধরলাম। চমৎকার একটা নাদুস-নুদুস রাজহংসী—ধব্‌ধবে সাদা, কেবল ল্যাজের কাছটায় একটা কালো ডোরা। হাঁসটাকে জোর করে ধরে, তার ঠোঁট ফাঁক করে পাথরটা আমি আঙুল দিয়ে তার গলায় ঢুকিয়ে দিলাম। হাঁসটা ঢোক গিলতেই দেখতে পেলুম গলা দিয়ে পাথরটা তার গলার থলিতে চলে গেল। কিন্তু হতচ্ছাড়া হাঁসটা ডানা ঝাপটে রীতিমতো কুস্তি করতে লাগলো যেন। আওয়াজ পেয়ে আমার বোন এসে জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে রে! হাঁসগুলো ঝট্‌পট্‌ করছে কেন? যেই আমি তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে ফিরেছি অমনি হাঁসটা আমার হাত ছাড়িয়ে বাকি হাঁসের সঙ্গে

মিশে গেল। আমি বোনকে বললাম, তুই যে বলেছিলি বড়দিনের সময় আমাকে একটা হাঁস দিবি, সেইজন্যে আমি দেখছিলুম কোনটা সবচেয়ে মোটাসোটা।

বোন বললো, তোর জন্যে একটা হাস আলাদা করে রেখেছি। ওই যে মস্ত সাদা হাঁসটা দেখছিস, ওটাই তোর। সবশুদ্ধ ছাব্বিশটা হাঁস আছে, একটা তোর আর একটা আমাদের জন্যে, আর বাকি দু-ডজন বাজারে বেচা হবে।

আমি বললুম—কিন্তু তোদের যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে যে হাঁসটা আমি এইমাত্র ধরেছিলাম, সেটাই আমি নেব।

কী আশ্চর্য, বোন বলল—ঐ হাঁসটা তো তিন পাউন্ডের বেশি হবে না, তোর জন্যেই তো ওটাকে আমরা খাইয়ে দাইয়ে এতো মোটা করলাম।

আমি বললাম, তা নিয়ে তুই আর মাথা ঘামাস্ না। ওটাই নেবো এবং এক্ষুনি নেব।

একটু চটে গিয়ে বোন বলল—মরগে যা। কোনটা চাস তুই?

ওই সাদাটা, যার লেজের কাছে কালো ডোরা কাটা—আমি বললাম—ওই যে, যেটা পালের মাঝখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেশ, তাই হোক। ওটাকে মেরে নিয়ে যা তাহলে—বোন বললো।

হাঁসটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। তারপর সেটা নিয়ে বন্ধুর বাড়ি পর্যন্ত পুরো রাস্তাটা হেঁটে গেলাম। গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে ছুরি এনে হাঁসটা চিরে দেখলাম আমরা। কিন্তু পাথরটার কোনো হদিস্ই পাওয়া গেল না। আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল বুঝলাম যে মস্ত একটা ভুল কোথাও হয়েছে। রাজহাঁস ফেলে তক্ষুনি আবার বোনের বাড়ি ছুটে গেলাম—কোনো কথা না বলে সোজা একেবারে পিছনের উঠোনো। গিয়ে দেখি সেখানে হাঁসের চিহ্নই নেই।

চিৎকার করে বললাম—ওগুলো কোথায় গেল বোন?

কেন বল তো—বাজারে, দোকানদারের কাছে।

কোন্ দোকানে?

কোভেন্ট গার্ডেনের ব্রেকিন্‌রিজের ওখানে—বোন বলল।

ল্যাজে ডোরা-কাটা হাঁস কি আরেকটা ছিল? আমি জিগ্যেস করলাম, আমি সেটা নিয়েছি ঠিক তার মতো?

বোন বললো—হ্যাঁ, জেম, দুটো হাঁস ছিল ল্যাজে ডোরা কাটা—আমি নিজেই তাদের মধ্যে তফাৎ করতে পারতাম না। এবার আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রাণপণে আমি দৌড়ে গেলাম এই ব্রেকিন্‌রিজের কাছে—পায়ে যতো জোর আছে ততো জোরে। কিন্তু ততোক্ষণে সে সবগুলো হাঁস বেচে দিয়েছে। কার কাছে বেচেছে সে কিছুতেই বললো না। আজ তো আপনারা নিজেরাই শুনলেন কেমন চোটপাট করে উঠলো সে। ঠিক ঐভাবেই আমাকে বার বার তাড়িয়ে দিয়েছে।

আমার বোন ভাবল যে আমি বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছি। কখনো কখনো আমার নিজেরই তাই মনে হয়। কঁকিয়ে কেঁদে উঠল জেম্‌স্ রাইডার, বলল—ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বাঁচান, আমাকে রক্ষা করুন, দুইহাতে মুখ ঢেকে সে ফুলে ফুলে কাঁদছিল।

হোম্‌স্ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দরোজা খুলে বললেন—বেরিয়ে যাও এক্ষুনি!

রাইডার বলল—কী বলছেন? ওঃ ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। দুম দুম করে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জেম্‌স চলে যেতেই, ওয়াটসনকে হোম্‌স্ বললেন, লোকটা আর কখনোও হর্নারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে না এবং মামলা তখনই নষ্ট হয়ে যাবে। হর্নারও মুক্তি পাবে। পুলিশের যাবতীয় ত্রুটি সংশোধনের জন্যে আমাকে কেউ মাইনে দিয়ে রাখেনি। অবশ্য হর্নারের যদি বিপদের সম্ভাবনা থাকতো তাহলে অন্য কথা ভাবতাম। তবে এ লোকটা খুব ভয় পেয়ে গেছে।

আর কোনোদিন সে কু-কাজ করতে সাহস পাবে না। আর ওকে যদি এখনই জেলে পুরে দাও দেখবে—জেল খেটে বেরোবার পর সে একটা পুরো মাত্রায় ক্রিমিনাল হয়ে উঠেছে। আর ক্ষমা তো মহৎ-এর ধর্ম। তাই জেম্‌স্‌ রাইডারকে একটা সুযোগ দিলাম।

## বুড়ো আঙুল

ডা. ওয়াটসন, প্রতিদিনকার মতো সেদিন রোগী দেখার ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন একটু আগে এক গার্ড সাহেব যে রোগীটার কথা বলছিলেন সে বসে আছে টেবিলের কাছে। তাঁর টুপিটা টেবিলে একটা বইয়ের ওপর রেখে দিয়েছিলেন। তাঁর পোশাকে সুরুচির পরিচয়। তাঁর এক হাতে একটা রুমাল জড়ানো, রক্তে টকটকে লাল হয়ে গেছে। ভদ্রলোক স্বাস্থ্যবান, পুরুষালি চেহারার, বয়স পঁচিশের বেশি হবে না, কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। তার মধ্যে তুমুল মানসিক আলোড়ন চলেছে, সেই মানসিক উত্তেজনা দমন করবার জন্যে তাঁকে যে তাঁর সমস্ত মানসিক শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছে, তা বুঝতে ওয়াটসনের বেশি দেরি হল না।

এই সাতসকালে এসে আপনাকে বিরক্ত করতে হল বলে দুঃখিত ডাক্তারবাবু, ভদ্রলোক বলল—কাল রাতে আমার একটা সাংঘাতিক ফাঁড়া গেছে। আমি আজ সকালের গাড়িতে এখানে এসেছি। প্যাডিংটনে এসে একজন ডাক্তারের খোঁজ করায় এক সাদশয় ভদ্রলোক আমাকে অনুগ্রহ করে এখানে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি আপনার ভৃত্যকে আমার কার্ড দিয়েছিলাম, কিন্তু দেখছি ও কার্ডটা পাশের টেবিলের ওপর ফেলে রেখে গেছে।

ওয়াটসন কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা আছে—

*ভিক্টর হ্যাথার্লি*
*হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার*
*১৬এ, ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট (চারতলা)*

ওয়াটসন একটা চেয়ার বসতে বসতে বললেন—আপনাকে এতোক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত। আপনি এইমাত্র ট্রেনে থেকে নেমেছেন বলে মনে হচ্ছে। রাত্তিরের ট্রেনগুলো—

ওয়াটসনের কথা শেষ হবার আগেই হো-হো করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন, কিন্তু আমার রাত্রি ভ্রমণটাকে একঘেয়ে বলা চলে না। চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক।

ওয়াটসনের ডাক্তারি মন এই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠলো। টেবিলের ওপর যে জলের বোতলটা ছিল তা থেকে কিছু জল নিয়ে ভদ্রলোকের নাকে-মুখে ছিটিয়ে দিতে দিতে ওয়াটসন বললেন,—থামুন থামুন, শান্ত হোন্‌।

প্রকৃতিস্থ হতে বেশ খানিকটা সময় নিলেন ভদ্রলোক। যখন কোনো ভীষণসংকট অতিক্রান্ত হয়, উত্তেজনার যে অভিব্যক্তি তখন মানুষের চোখে মুখে দেখা দেয়, তাঁর মধ্যেও তেমনি প্রবল উত্তেজনার অভিব্যক্তি দেখা গেল। একটু বাদে ভদ্রলোক যখন শান্ত হলেন, তখন তাকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে লজ্জিত স্বরে ভদ্রলোক বললেন,—আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারি নি—খ্যাপার মতো ব্যবহার করেছি।

ওয়াটসন পানির সঙ্গে একটু ব্র্যান্ডি মিশিয়ে ভদ্রলোককে দিয়ে বললেন, এখন এটা গলায় ঢেলে দিন তো! ভদ্রলোক ওটুকু গ্রহণ করলেন চট্‌পট। তার রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে রক্ত ফিরে এল।

ভদ্রলোক বললেন, এখন একটু ভালো বোধ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। এইবার, ডাক্তার, আপনি অনুগ্রহ করে আমার বুড়ো আঙুলটা—অর্থাৎ হাতের যেখানে চোট ছিল সে জায়গাটা একটু দেখুন তো!

হাতে জড়ানো রুমালটা আস্তে আস্তে খুলে ফেললে, ভিক্টর হ্যাথার্লি, তারপর তার

হাতখানি বাড়িয়ে ধরলেন আমার দিকে। সেখানে তাকিয়েই ওয়াটসনের শক্ত স্নায়ু আর উপশিরাগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠল। ভদ্রলোকের হাতে চারটি আঙুল—বুড়ো আঙুলের জায়গাটা রক্তে লাল। মনে হলো, ক্ষুরধার কোনো তরোয়াল দিয়ে কেই যেন বুড়ো আঙুলটাকে গোড়া থেকে কেটে নিয়েছে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, কী সাংঘাতিক! নিশ্চয়ই খুব রক্তস্রাব হয়েছে?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, রক্ত নেহাৎ কম পড়েনি। আঙুলটা দুখানা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমি কতোক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলাম, তা এখন আর আমার মনে নেই। জ্ঞান আসার পর দেখলাম, তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তখন আমি নিজে পকেট থেকে রুমাল বার করে জায়গাটা বেঁধে নিলাম।

ওয়াটসন ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন। বললাম খুব ভারি আর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। খুন করবার জন্যে আপনাকে আক্রমণ করেচিল নাকি কেউ?

ভদ্রলোক বললেন—ঠিক ধরেছেন।

ওয়াটসন ক্ষতটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন। তারপর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তারপর তাকে শুইয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন লাগছে?

ভদ্রলোক বললেন, খুব ভালো। আপনার ব্র্যাণ্ডি আর ব্যাণ্ডেজের কল্যাণে আমি যেন নোতুন জীবন পেলাম। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বিশ্রাম পাই নি।

ওয়াটসন বললেন, কতা বলবেন না—আপনার নার্ভের ওপর বড় বেশি চাপ পড়ছে।

ভদ্রলোক বললেন, পুলিশের কাছে গিয়ে আমাকে সব কিছু খুলে বলতে হবে। কিন্তু কী জানেন, বুড়ো আঙুলটা যদি গোড়া থেকে কাটা না যেতো তবে লোকে আমার কথা একবারেই বিশ্বাস করতো না—ঘটনাটা এমনই অসাধারণ, আর আমার তরফে প্রমাণ দেওয়ার মতোও কিছু নেই। লোকে যদি আমার কথা বিশ্বাসও করে, তবে তাদের অস্পষ্ট কয়েকটা সূত্রই শুধু দিতে পারব। তাতে ঘটনাটা ঠিকমতো বলা হবে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ওয়াটসন বললেন, তা ব্যাপারটা যদি রহস্যময় কিছু হয় তবে আপনি সরাসরি পুলিশের কাছে যাবার আগে আমার বন্ধু মিস্টার শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

ভদ্রলোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, ওঁর কথা অনেকের মুখে শুনেছি, যদি উনি আমার কাজে হাত দেন তাহলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। অবশ্য তারপরে আমাকে পুলিশে খবর দিতেই হবে। আপনি কি মি. হোমসের কাছে একটা চিঠি লিখে দেবেন?

ওয়াটসন বললেন, তার দরকার নেই, আমি নিজেই আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব। চলুন, এখন গেলে প্রাতরাশটাও ওঁর সঙ্গে সেরে নেওয়া যাবে। আপনি যেতে পারবেন তো এখন?

ভদ্রলোকটি বললেন—পারব। ঘটনাটা খুলে না বলা পর্যন্ত আমি শান্ত হতে পারব না।

শার্লক হোমস বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, পরনে ড্রেসিংগাউন। চোখ হারানো-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের কলমের ওপর। ঠোঁটের ভাঁজে পাইপ। ঘরে তামাকের ধোঁয়া। দেখেই বুঝতে পারা গেল, এখন প্রাতরাশ হয়নি। সাদরে প্রশান্ত ভঙ্গিতে ওয়াটসনদের সবাগত জানালেন হোমস। তারপর তাজা শূকর মাংস আর ডিমের ব্যবস্থা করলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে হ্যাথার্লিকে একটি সোফায় বসতে অনুরোধ করলেন তিনি। ভিক্টর হ্যাথার্লির হেলান দেয়া মাথার নিচে একটা নরম কুশন দেয়া হল। একটি টিপয়ে হ্যাথার্লির হাতের কাছেই এক গেলাস জল আর ব্র্যান্ডি রাখা হলো।

হোম্‌স্ বললেন, মি. হ্যাথার্লি, আপনি সোফায় শুয়ে পড়তে পারেন স্বচ্ছন্দে। কোনোরকম সঙ্কোচ করবেন না। যতোটুকু পারেন বলুন—কিন্তু যখনই ক্লান্তি বোধ করবেন, থেমে পড়বেন। ব্র্যাণ্ডির গেলাস চুমুক দিয়ে শক্তি বজায় রাখুন।

হ্যাথার্লি বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। ড. ওয়াটসন এমন দক্ষ হাতে আমার ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন যে একটুও অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি না। তার ওপর আপনার এখানে প্রাতরাশের পর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি। আপনার মূল্যবান সময় যাতে বেশী নষ্ট

না হয় সেদিকে আমি নজর রাখবো। আমার এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতাটা না বলা পর্যন্ত আমি একটু শান্তি পাচ্ছি না।

বড় ইজি চেয়ারটাতে গা এলিয়ে দিলেন হোম্‌স্। চক্ষু পল্লবের ক্লান্তি ও তন্দ্রালুতা তাঁর স্বভাবের তীক্ষ্নতা ও কৌতূহলকে আড়াল করে রেখেছে।

ভিক্টর হ্যাথার্লি শুরু করলেন। প্রথমেই বললেন যে, বলে রাখা ভালো—আমি একজন অনাথ ও অবিবাহিত। লণ্ডনে ফ্ল্যাট ভাড়া করে একলাই বাস করি। আমি একজন হাইড্রলিক (তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞান) ইঞ্জিনিয়ার। গ্রিনিচের বিখ্যাত ফার্ম ডেনার অ্যাণ্ড ম্যাতিসন-এ সাতবছর শিক্ষানবিশের কাজ করেছিলাম। দু-বছর আগে আমার কাজের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। এমন সময় আমার বাবাও মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুতে কিছু টাকা এলো হাতে। আমি ঠিক করলুম এবার আমি স্বাধীন ব্যবসা করবো। সেইজন্যে ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে কয়েকটা ঘরও ভাড়া নিয়েছিলাম। ব্যবসা করতে গিয়ে প্রথম দিকে অনেকেরই মতো কিছু কষ্ট হয়েছিল আমার। দু-বছরের মধ্যে মাত্র তিনবার 'কল' পেয়েছিলাম, ছোটোখাটো পরামর্শ দেওয়ার জন্যে, আর একবার মাত্র একটা ছোটো কাজ হাতে এসেছিল। সব মিলিয়ে এইসব কাজে আমি পেয়েছিলুম মাত্র সাড়ে সাতাশ পাউণ্ড। প্রত্যেক দিন সকাল নটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত বসে বসে মক্কেলের জন্যে অপেক্ষা করতাম। কিন্তু শেষটায় আমার মন খারাপ হয়ে গেল। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করা যে আমার ভাগ্যে নেই শেষপর্যন্ত এই ধারণাই মনে জেগে উঠতে লাগল। কাল যখন আমি অফিস বন্ধ করে বেরোবার মতলব আঁটছি, আমার সহকারী এসে খবর দিল যে এক ভদ্রলোক ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার সাক্ষাৎ চান। সে একটি কার্ড দিল আমার হাতে—তাতে লেখা কর্নেল লাইসান্ডার স্টার্ক। একটু পরেই কর্নেল আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। এরকম চিম্‌সে চেহারার লোক আমার চোখে খুব কমই পড়েছে। গালের চামড়া টান টান হয়ে হাড়ের ওপর চাপা দেওয়া আছে যেন। কিন্তু তার চোখের উজ্জ্বলতার জ্বলজ্বল করছিল, পদক্ষেপ ছিল ক্ষিপ্র আর চালচলনেও আত্মপ্রত্যয়ের সুদৃঢ় ছাপ। সাদাসিধে পোশাক পরনে, বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বলে মনে হল।

এই চিম্‌সে ভদ্রলোকের রকম সকম দেখে কেন জানি না আমার মনে একসঙ্গে বিতৃষ্ণা আর আশঙ্কার ভাব জেগে উঠল। মক্কেল হারাবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমি আমার অস্থিরতা গোপন করতে পারলাম না। বললাম, আপনার উদ্দেশ্যটা খুলে বললে বাধিত হব। আমার সময়ের কিঞ্চিৎ মূল্য আছে। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, এক রাত্রির জন্যে পঞ্চাশ গিনিতে আপনার পোশাবে? শুধু এক রাত্রির কাজ। আসলে তাও নয়। ঘন্টা খানেকের কাজ বললেই ঠিক হবে। আমি শুধু হাইড্রলিক মেশিন সম্পর্কে আপনার পরামর্শ চাইছি। মেশিনটা হঠাৎ অচল হয়ে গেছে। যদি কোন জায়গাটায় খারাপ হয়েছে তা দেখিয়ে দেন তাহলে আমরা নিজেরাই এটা ঠিক করে নিতে পারব।

আমি বললাম, কাজটা সহজ। এবং সে তুলনায় পারিশ্রমিকটা বেশ মোটারকম বলে মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক বললেন, তাহলে ওই কথাই রইল। আমরা চাই আপনি আজ রাত্রের শেষ গাড়িতেই বার্কশায়ারের আইফোর্ডে আসুন। আইফোর্ড শায়ারের লাগোয়া একটা ছোট্ট জায়গা। রিডিং স্টেশন থেকে সাত মাইল মাত্র। প্যাডিংটন থেকে একটা গাড়ি আছে—সে গাড়িতে গেলে সোয়া এগারোটার মধ্যেই আপনি পৌঁছুতে পারবেন। আমি একটা ঘোড়ার গাড়িব্যবস্থা করে অপেক্ষা করব।

আমি বললাম—ঘোড়ার গাড়ি কেন?

ভদ্রলোক বললেন, জায়গাটা একটা পাড়াগাঁর মধ্যে আর আইফোর্ড স্টেশান থেকে পুরো সাত মাইল।

আমি বললাম—তাহলে মাঝরাত্রির আগে আমরা সেখানে পৌঁছতে পারব না। আর সম্ভবত ফিরে আসার গাড়িও পাওয়া যাবে না। রাতটা কি আমায় তাহলে ওখানেই কাটাতে হবে?

ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন—হ্যাঁ। তবে কাজ চালানো গোছের একটা বিছানার অবিশ্যি আমরা ব্যবস্থা করব।

আমি বললাম, দিনের বেলায় বা অন্য যে-কোনো সময় গেলে হয় না?

ভদ্রলোক বললেন, আমরা ভালো করেই ভেবে দেখেছি যে বেশি রাতে আসাই আপনার পক্ষে ভালো। অসুবিধার ক্ষতিপূরণ হিসেবেই আপনার মতো অজানা লোককে এতো টাকা দিচ্ছি, ঐ টাকায় যে কোনো নিপুণ হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার আমরা নিশ্চয়ই পেতাম। তবে, আপনার যদি পছন্দ না হয়, আপনি কাজটা ছেড়ে দিতে পারেন।

আমার পঞ্চাশ গিনির কথা মনে পড়ে গেল। লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। তাই রাজি হয়ে গেলাম।

ভদ্রলোক বললেন—তাহলে ওই কথাই রইল। তীব্র জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে শেষবারের মতো আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা কথা মনে রাখবেন, এ সম্পর্কে একটি কথাও কাউকে বললেন না কিন্তু!

যাই হোক্ আইফোর্ডে যাওয়ার সর্বশেষ গাড়ি ধরবার উপযুক্ত সময়ে স্টেশানে এসে হাজির হলাম আমি। এগারোটার পরের ক্ষীণ, অস্বচ্ছ আলোয় কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছিল স্টেশানটি। সেখানে আমিই একমাত্র যাত্রী ট্রেন থেকে নামলা। প্ল্যাটফর্মে লণ্ঠন হাতে ঘুম জড়ানো চোখ একটি কুলি ছাড়া আর কেউ ছিল না। কিন্তু যখন আমি স্টেশানের ফটক পেরিয়ে এলাম, দেখলাম সেই ভদ্রলোক স্টেশনের ডান দিকে এক কোণায় অন্ধকারে অপেক্ষা করছেন। একটিও কথা না বলে সেই ভদ্রলোক আমার হাতে চেপে ধরলেন, তাড়াতাড়ি আমাকে গাড়িতে নিয়ে ওঠালেন। গাড়িটার দরোজা খোলা ছিল, ভদ্রলোক দুদিকের জানালা টেনে দিলেন। তারপর গাড়ির মধ্যে পা দিয়ে একটি মৃদু শব্দ করলেন ভদ্রলোক। ঘোড়াটা যেন প্রাণপণে গাড়িটা টেনে নিয়ে ছুটল।

হঠাৎ হোমস জিজ্ঞেস করলেন, একটা ঘোড়া? হ্যাথার্লি বললেন, হ্যাঁ মাত্র একটাই ঘোড়া ছিল। হোম্‌স্ আবার প্রশ্ন করলেন—কী রঙের ঘোড়া ছিল লক্ষ করেছেন কি? তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আচ্ছা, ঘোড়াটাকে কী খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল?

হ্যাথার্লি উত্তর দিলেন, রাস্তার আলোয় দেখেছিলাম ঘোড়ারটার রং ছিল উজ্জ্বল বাদামি। আর, ঘোড়াটা ছিল এক্কেবারে তাজা আর ঝকঝকে।

ধন্যবাদ, হোম্‌স্ বললেন,—আপনাকে কথার মাঝখানে বাধা দেয়ার জন্যে দুঃখিত। বলুন আপনার গল্প—

হ্যাথার্লি পুনরায় দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন—তারপর আমরা চলতে লাগলাম—প্রায় ঘন্টা খানেক হবে। কর্নেল লাইসান্ডার স্টার্ক বলেছিলেন সাত মাইল পথ গাড়িতে যেতে হবে, আমার কিন্তু মনে হয়, যে বেগে ঘোড়া ছুটছিল ও যতোটুকু সময় আমাদের লেগেছিল তাতে নিশ্চয়ই বারো মাইলের মতো পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল আমাদের।

আমার পাশে চুপচাপ বসেছিলেন কর্নেল। একাধিকবার আমি তাঁর দিকে তাকিয়েছিলুম এবং প্রতিবারেই দেখেছিলাম তীক্ষ্ণ চোখে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। রাস্তা বড় এবড়ো খেবড়ো ছিল। ফলে খুব ঝাঁকুনি লাগছিল আমাদের। কোনো কোনো সময় তো গাড়ি প্রায় কাত হয়ে পড়ছিল। যাই হোক আর কিছুক্ষণ বাদেই গাড়ি থামল। কর্নেল লাফ দিয়ে নামলেন আর আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। তখন তিনি সামনের খোলা দরোজা দিয়ে দ্রুত হাতে আমাকে টেনে নিলেন ভিতরে—আমরা যেন সরাসরি গাড়ি থেকে হলঘরে ঢুকলাম আর এক্ষুনি ঘরের দরোজা সশব্দে আমাদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। তারপরেই এলো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ, বুঝতে পারলাম, ঘোড়ার গাড়িটা চলে যাচ্ছে। ঘরের ভিতরটার ঘাঢ় অন্ধকারে কর্নেল বিড়বিড় করতে করতে দেশলাইয়ের জন্যে হাতড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ এমন সময় প্রবেশপথের অন্যদিকের একটা দরোজা খুলে গেল। তারপর একটা লম্বা সোনালি হলদে আলো

এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ক্রমশ আলোটা চওড়া হতে লাগলো। দেখলাম, এক ভদ্রমহিলা বাতিটা মাথার ওপর তুলে ধরলেন। সুন্দরী ভদ্রমহিলাটি উঁকি মেরে আমাদের দেখছিলেন। কর্নেল তার কাছে গিয়ে তার কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বললেন, তারপর ভদ্রমহিলা যে ঘর থেকে এসেছিলেন সেই দিকে তাকে ঠেলে দিলেন। ভদ্রমহিলা প্রস্থান করতেই কর্নেল বাতি হাতে আবার আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর পাশের আরেকটা দরোজা খুলে কর্নেল বললেন, দয়া করে কয়েকমিনিট এ ঘরে অপেক্ষা করুন। ঘরটি ছোট আর নিস্তব্ধ। কর্নেল দরোজার কাছে একটি পিয়ানোর ওপর বাতিটি রাখলেন, তারপর এক্ষুনি আসছি বলে তিনি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আশ্চর্য রকম নিঃশব্দ ঘর। ইতস্তত পায়চারি করতে লাগলাম আমি। হঠাৎ সেই অসহ্য নীরবতার মধ্যে দরোজাটা একটু একটু করে খুলে গেল। দেখলাম ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই ভদ্রমহিলা। তার পেছনে হলঘরের অন্ধকার। তার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম ভদ্রমহিলা এক অজ্ঞাত ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি আমাকে তর্জনী তুলে চুপ করে থাকবার ইঙ্গিত করলেন। তার আঙুল কাঁপছিল। ফিসফিস করে ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে তাড়াতাড়ি কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করলেন ভদ্রমহিলা। কথা বলার সময় তার ভয় পাওয়া ঘোড়ার মতো চোখ দুটো বার বার পেছনের অন্ধকারের দিকে তাকাচ্ছিল। ভদ্রমহিলা বললেন, আপনার জায়গায় আমি হলে পালিয়ে যেতাম। এখানে মেরামত করবার কিছু নেই আপনার। আপনি এই পাশের দরোজা দিয়ে চলে যান, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। আমাকে মৃদু হেসে মাথা নাড়তে দেখে হঠাৎ তিনি এক পা এগিয়ে এসে কানে কানে বললেন, ঈশ্বরের দোহাই, সময় থাকতে এখনো এখান থেকে চলে যান।

আমার স্বভাবটাই একগুঁয়ে বরাবর। যেসব কাজে বাধা বিপত্তি আছে, সেইসব কাজেই ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে কেমন যেন একটা প্রবণতা বরাবরই আমার রক্তে ছিল। তাছাড়া পঞ্চাশ গিনি পারিশ্রমিক, ক্লান্তিকর পথ পর্যটন এবং অবশিষ্ট রাত্রির কথা ভাবলাম আমি। যে কাজের ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছে তা শেষ না করে, প্রাপ্য পারিশ্রমিক না নিয়ে কেন আমি চোরের মতো পালিয়ে যাবো? কে জান ভদ্রমহিলা বাতিকগ্রস্ত কিনা? এই ভদ্রমহিলার কথা শুনে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লেও বাইরের হাবভাবের কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে আমি মাথা নড়লাম, এবং যেখানে ছিলাম সেখানে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। ভদ্রমহিলা আবার তার অনুরোধ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক এমন সময় উপর তলায় একটা দরোজায় জোরে শব্দ হলো এবং সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। একমুহূর্তে ভদ্রমহিলা সেই শব্দ শুনে হতাশাগ্রস্ত হয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে, যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ওরা এসে পড়লেন আমার ঘরে। আগন্তুকদের মধ্যে একজন হলেন কর্নেল লাইসান্ডার, আরেকজনের চিবুকের নিচের মাংস ভাঁজ বেঁটে খাটো, মোটাসোটা, ফার্গুসন নামে এই ভদ্রলোক আমার কাছে পরিচিত হলেন। কর্নেল বললেন, ইনি আমার সেক্রেটারি ও ম্যানেজার। আমার ধারণা ছিল আমি দরোজাটা বন্ধ করে গিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই আপনার ঠাণ্ডা লেগে গেছে!

আমি বললাম—না, না। ঘরের চাপা আবহাওয়ার জন্যে আমি নিজেই দরোজাটা খুলেছি।

সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকালেন কর্নেল। তারপর বললেন, আচ্ছা, এবার তাহলে বরং আমাদের আসল কাজে মন দেয়া উচিত; মি. ফার্গুসন এবং আমি আপনাকে মেশিনটা দেখাবার জন্যে নিয়ে যাব।

সবাই মিলে আমরা উপরতলার দিকে রওনা হলাম, কর্নেল বাতি হাতে আগে আগে চললেন, আমি আর মোটা ম্যানেজার তাঁর অনুসরণ করলাম। এলোমেলো পাক খাওয়া সিঁড়ি—অনেকগুলো বারান্দা, প্যাসেজ, সংকীর্ণ সিঁড়িপথ—এইসব মিলিয়ে গোলক ধাঁধার মতো বাড়িটা। দরোজাগুলো ছোট আর নিচু। এই দরোজাগুলোর নিচের চৌকাঠ বছরের পর বছর অসংখ্য লোকের যাতায়াতে গর্তগর্ত হয়ে গেছে। নিচুতলার ওপরে গালিচা বা আসবাবপত্রের

কোনো চিহ্ন নেই, দেয়ালেরও পলেস্তরা উঠে যেতে চলেছে। স্যাঁতস্যাঁতে শ্যাওলা আর অসংখ্য অস্বাস্থ্যকর দাগে ভরা দেওয়াল। আমি যতদূর সম্ভব নিরুদ্বেগ ও নির্বিকার ভাব দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু মহিলাটির সতর্কবাণী অবহেলা করলেও তা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিই নি। এবং সেই কারণেই সঙ্গী দুজনের ওপর প্রখর দৃষ্টি রেখে চলছিলাম। ...অবশেষে কর্নেল একটা নিচু দরোজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দরোজা খুলতেই দেখতে পেলাম একটা চার চৌকো ঘর। ফার্গুসন বাইরেই রইলেন, আর কর্নেল আমাকে ভিতরে নিয়ে ঢুকলেন। বললেন, আমরা এখন আসলে হাইড্রলিক মেশিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ যদি এখন মেশিনটা চালিয়ে দেয় তাহলে আমাদের অবস্থা দারুণ শোচনীয় হয়ে উঠবে। এই ছোট ঘরটার ছাদ আসলে এই নিম্নগামী চাপদণ্ডের প্রান্তভাগ। বহু টন শক্তি নিয়ে এই চাপ নেমে আসে ধাতব মেঝের ওপর। বাইরের দিকে ছোট ছোট জলের পাইপ আছে। এইগুলো শক্তি গ্রহণ করে যথাস্থানে পৌঁছে দেয়, আর এর চাপ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। আপনি ইঞ্জিনিয়ার মানুষ সুতরাং আপনাকে আর বিশেষ কী বলব। মেশিনটা সহজেই চালু হয়, কিন্তু গতিতে একটুখানি আড়ষ্ট ভাব আছে—আর এই শক্তির কিছু অপচয় ঘটেছে। আশা করি আপনি দয়া করে মেশিনটা পরীক্ষা করবেন, আর আমরা কী করে একে মেরামত করতে পারব তা দেখিয়ে দেবেন।

তার কাছ থেকে বাতিটা নিয়ে মেশিনটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করলাম। বাস্তবিক পক্ষে মেশিনটা খুব বড়, আর তার চাপ দেওয়ার ক্ষমতা সেই অনুপাতে প্রচুর। যে লিভার দুটো একে নিয়ন্ত্রিত করতো বাইরে গিয়ে সেগুলোর ওপর চাপ দিলাম। একটা সোঁ সোঁ করে আওয়াজ হতে লাগল। সেই আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম, সেগুলোতে কোথাও একটু ফুটো আছে, যার জন্যে পাশের সিলিন্ডার দিয়ে জল বাইরে আসে। পরীক্ষায় জানা গেল রবারের বন্ধনীগুলোর মধ্যে একটি—সেটি চালাবার রডের সঙ্গে সামনের দিকে জড়ানো। ওটি সংকুচিত হয়ে গেছে। আর যে গর্তটার ভিতর দিয়ে এটি কাজ করে, তার পক্ষে এটি ছোট হয়ে গেছে। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে শক্তির অপচয়ের এইটিই কারণ। সঙ্গীদের সেকথা বুঝিয়ে দিলাম আমি। তারা গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার মন্তব্য শুনলেন এবং কী করে সেগুলো মেরামত করবেন, সেই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জেনে নিলেন। সব কথা তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার পর আমি মেশিনটার প্রধান অংশ যে ঘরে রাখা হয়েছিল সেখানে ফিরে গেলাম আর কৌতূহল নিবারণের জন্যে ভালো করে আগাপাশতলা দেখতে লাগলাম। একবার দেখেই বুঝতে পালাম যে সাজিমাটির গল্প একেবারে মিথ্যা, কারণ একথা অবিশ্বাস্য যে এতো ছোটো কাজের জন্যে এতো বিরাট একটা মেশিন বসানো হয়েছে। দেয়ালগুলো কাঠের, আর মেঝেটা আসলে লোহার একটা বড় পাত। পরীক্ষা করবার সময় তার সর্বত্র ধাতব দ্রব্যের একটা স্তর দেখতে পেলাম। ঘসে ঘসে পরীক্ষা করছিলাম আমি। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম কর্ণেল বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে মার্জান ভাষায় বিড়বিড় করে বকছেন। চোখাচোখি হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কী করছেন আপনি এখানে?

একটা মিথ্যা গল্প বলে আমাকে এখানে নিয়ে আসবার জন্যে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম আমি। তার কথার জবাবে বললাম—আপনার সাজিমাটির তারিফ করছিলাম! যদি জানতাম আপনার মেশিন যথার্থ কোন উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়, তবে যন্ত্র সম্পর্কে আপনাকে ভালো করে উপদেশ দিতে পারতাম। কথাগুলো বলে ফেলেই কিন্তু নিজের এই হঠকারিতার জন্যে অনুতপ্ত হলাম আমি। দেখলাম, কর্নেলের মুখ কঠিন হয়ে গেছে। তার ধূসর চোখে হিংসার আগুন।

কর্নেল বললেন, বেশ, এক্ষুনিই আপনি মেশিনটা সম্পর্কে সব কিছু জানতে পারবেন। এক-পা পেছনে সরে গিয়ে জোরে ছোট দরোজাটা বন্ধ করে চাবি ঘোরালেন কর্নেল। তক্ষুনি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে দরোজার কাছে ছুটে গেলাম আমি, সজোর হাতল ধরে টানলাম। কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দরোজা, আমার লাথি আর সজোরে ধাক্কা সত্ত্বেও একটুও নড়ল না। চিৎকার করে উঠলাম—হ্যালো! হ্যালো, কর্নেল! আমাকে বাইরে যেতে দিন!

তারপর হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের শব্দ শুনে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। শব্দটা লিভারের শেকল নাড়ার আর ফুটোওয়ালা সিলিণ্ডারের শোঁ শোঁ আওয়াজ। কর্নেল মেশিনটা চালিয়ে দিয়েছেন। লৌহাধারটিকে পরীক্ষা করার সময় বাতিটাকে মেঝের ওপরে যে অবস্থায় রেখেছিলাম, তা তখনো তেমনি অবস্থাতেই ছিল। তার আলোয় দেখা গেল যে কালো ছাদটা ধীরে ধীরে ঝাঁকুনি দিয়ে নেমে আসছে আমার ওপরে। যে ভয়ঙ্কর বেগে নামছে তাতে মুহূর্তের মধ্যে আমার দেহ একেবারে মাংসপিণ্ডে পরিণত হবে।

চিৎকার করে দরোজার ওপর পড়ে তালাটা সজোরে নাড়াতে লাগলুম, বাইরে যেতে দেয়ার জন্যে অনুনয় করতে লাগলাম কর্নেলের কাছে, কিন্তু লিভার চলার নির্দয় শব্দ আমার চিৎকারের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল। ছাদটা তখন আমার মাথার ফুট দু-এক উপরে। হাত উঠিয়ে ছাদের শক্ত ও অমসৃণ স্তর অনুভব করলাম। আমার মৃত্যুযন্ত্রণার পরিমাণ নির্ভর করবে আমার যে অবস্থায় মৃত্যু হবে তার ওপর। যদি উপুড় হয়ে শুই, তবে মেশিনের সমস্ত চাপ এসে পড়বে মেরুদণ্ডের ওপর। সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা ভেবেই শিউরে উঠলাম আমি। চিৎ হয়ে শুলে যন্ত্রণা হয়তো কম হত, কিন্তু তবু সেভাবে শুয়ে থেকে সেই সাংঘাতিক কালো ছায়া আমার ওপর নেমে আসছে—সে দৃশ্য দেখার মতো সচল মন আমার ছিল না। এতোক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ঠিক এমন সময় আমার চোখ এমন একটা জিনিসের ওপর পড়ল, যা দেখে আমার মনে চকিতে আশা জেগে উঠল। যখন চতুর্দিকে শেষবারের জন্যে দ্রুত চোখে তাকালাম তখন দুটি তক্তার মাঝখানে হলদে আলোর একটা ক্ষীণ রেখা চোখে পড়ল। একটা ছোট খোপ পেছন দিকে সরে যেতে যেতে তা ক্রমশ চওড়া হতে লাগল। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, যে সত্যিই সেখানে একটা দরোজা আছে, যা আমাদের মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে। পরমুহূর্তেই আমি এর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আধা চৈতন্য অবস্থায় অন্য পাশে পৌঁছালাম। আমার পেছনের খোপটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু বাতিটা চূর্ণ হওয়ার শব্দ আর তার কিছুক্ষণ পরে দুটি ধাতব পাতের সংঘর্ষের তুমুল শব্দ জানিয়ে দিল কতো অল্পের জন্যে আমার প্রাণরক্ষা হয়েছে। কব্জি ধরে ভীষণ টানাটানির অনুভূতিতে আমার জ্ঞান ফিরল। একটা সরু বারান্দায় পাথরের মেঝের ওপর পড়ে আছি দেখতে পেলাম। এক ভদ্রমহিলা তখন আমার ওপর নত হয়ে তাঁর বাঁ হাত দিয়ে আমাকে টানাটানি করছিলেন। তার ডান হাতে একটা মোমবাতি। বলা বাহুল্য ইনিই সেই সহৃদয়া বান্ধবী যার সতর্কবাণী আমি নির্বোধের মতো অগ্রাহ্য করেছিলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বললেন, আসুন! আসুন! ওরা এক্ষুনি এখানে এসে পড়বে—এক্ষুনি দেখতে পাবে যে, আপনি সেখানে নেই! আঃ মূল্যবান সময় নষ্ট না করে চলে আসুন! এবার আর আমি তাঁর উপদেশ অগ্রাহ্য করি নি। টলতে টলতে কোনোমতে উঠে দাঁড়ালাম। তাঁর সঙ্গে ছুটে ছুটে বারান্দা আর আঁকা বাঁকা সিঁড়ি পেরিয়ে নীচে গেলাম। আর সেখানে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গেই ধাবমান পদক্ষেপের শব্দ আর দু'টি কণ্ঠস্বরের চিৎকার শুনলাম। ভদ্রমহিলা হতভম্বের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় চোখে চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন। তারপর তিনি একটা দরোজা খুলে দিলেন। এর ভিতর দিয়ে শোবার ঘরের দিকে একটা পথ চলে গেছে। সেই ঘরের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছিল উজ্জ্বল চাঁদের আলো। ভদ্রমহিলা বললেন, এই আপনার একমাত্র সুযোগ। উঁচু হলেও এখানে আপনি লাফ দিয়ে উঠতে পারবেন।

হঠাৎ সেই পথটার অপর প্রান্তে একটা আলো দেখা গেল। দেখা গেল কর্নেল এক হাতে লণ্ঠন আর অন্য হাতে কশাই-এর দা-এর মতো একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে দৌড়ে আসছিলেন। শোবার ঘরের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে জানালাটা তাড়াতাড়ি খুললাম। তারপর মুহূর্তে জানলার চৌকাঠের ওপরে উঠে বাগানের দিকে ঝুলে পড়েছি। শুধু জানলার চৌকাঠ ধরে আছে হাত দুটি এমন সময় একটা তীব্র আঘাত পড়ল আমার হাতের ওপর। অসাড় ব্যাথায় শিথিল হয়ে এলো হাত—নিচের বাগানে পড়ে গেলাম আমি। এমনভাবে পড়ে যাওয়ায় ঝাঁকুনি খেয়েছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যবশত আহত হই নি। তাই উঠে দাঁড়িয়ে যতো দ্রুত সম্ভব দৌড়ে ঝোপের ভিতরে গেলাম আমি। বিপদ যে তখনো শেষ হয়নি, তা বুঝতে আমার বাকি ছিল না। দৌড়বার সময়

সাংঘাতিকভাবে ঘুরে উঠল মাথা, যে হাত ব্যাথায় টনটন করছিল সেদিকে তাকিয়ে এই প্রথম দেখতে পেলাম যে আমার বুড়ো আঙুলটা নিশ্চিহ্ন—সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে অঝোরে। রুমাল দিয়ে তা বাঁধতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তখন আমার কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। পরমুহূর্তেই আমি গোলাপের ঝোপের ভিতর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। কতোক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলাম, এখন আমার আর তা মনে নেই। জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। আমার সারা শরীর শিশিরে ভেজা। আহত বুড়ো আঙুল থেকে রক্ত পড়ে পড়ে কোটের হাতা ভিজে গেছে। সাংঘাতিক যন্ত্রণা আমাকে মুহূর্তের মধ্যে এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সব কথা মনে করিয়ে দিল। কর্ণেলের কাছ থেকে এখনো নিরাপদ নই এই ধারণা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বড় রাস্তার পাশে একটা ঝোপের কোণে আমি পড়ে ছিলাম। তার একটু নীচের দিকে একটা লম্বা দালান। কাছে গিয়ে দেখলাম, গত রাতে যে স্টেশনে গাড়ি থেকে নেমেছিলাম, ওটা তা-ই-ই। হাতের ঐ বীভৎস ক্ষত না থাকলে ঐ ভয়াবহ ঘটনাবলিকে একটা দুঃস্বপ্ন গাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। ঘন্টাখানেকের ভিতরেই রিডিং-এর গাড়ি আছে জানা গেল। গত রাতে গাড়ি থেকে নামবার সময় যে মুটেকে দেখেছিলাম তাকেও এখন দেখা গেল। সে কখনো কর্নেল লাইসান্ডার-এর নাম শুনেছে কি না জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, ও নাম সে কোনোদিনই শোনেনি। গতরাতে প্ল্যাটফর্মের বাইরে আমার জন্যে কোনো ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করতে সে দেখেছিল কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে ঘাড় নেড়ে নেতিবাচক জবাব দিল।

আমি তখন ভয়ানক অসুস্থ ও দুর্বল। সেই অবস্থায় আমার পক্ষে অতোদূর যাওয়া সম্ভব ছিল না। শহরে পৌঁছে তারপর আমার কথা পুলিশে জানাবো বলে ঠিক করলাম। ছ'টা বাজবার অল্প একটু পরেই আমি এখানে এসে পৌঁছালাম। আমার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ডা. ওয়াটসন ব্যান্ডেজ কে দিলেন। তারপর তিনিই দয়া করে আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন। মি. হোম্‌স্ মামলাটা আমি আপনার হাতেই দিতে চাই। আপনি যে রকম উপদেশ দেবেন, আমি সেই মতো কাজ করবো।

এই অদ্ভুত কাহিনী শুনে হোমস আর ওয়াটসন দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর শার্লক হোমস তাক থেকে একটা মোটা বই বার করলেন। এই বইটায় খবরের কাগজের কাটিং আর সরকারি নোট টুকে রাখতেন হোম্‌স্।

হোম্‌স্ বললেন, এখানে একটা বিজ্ঞাপন রয়েছে, আপনাদের মন আকৃষ্ট করতে পারে হয়তো। প্রায় বছরখানেক আগে সবগুলো কাগজেই এই বিজ্ঞাপনটা প্রকাশিত হয়েছিল।

এ মাসের নয় তারিখে জেরেমিয়া হেইলিং নামে ছাব্বিশ বছর বয়সের একজন হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার হঠাৎ নিখোঁজ। রাত্রি দশটার পর তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এবং তারপরে তার সম্বন্ধে আর কোনো খবর জানা যায় নি। তার পরনে পোশাক ছিল... ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর হোম্‌স্ ধীর গলায় বললেন হুঁ! আমার ধারণা যে এ হলো গতবার যখন কর্ণেল তার মেশিন মেরামত করতে চেয়েছিল তখনকার ব্যাপার।

বিস্ময়ে ও আতঙ্কে হ্যাথার্লি চিৎকার করে বললেন, আহা! তাহলে ভদ্রমহিলা যা বলেছিলেন, এইটেই তার আসল মানে!

হোমস বললেন, নিঃসন্দেহে। একথা স্পষ্ট যে কর্নেল একজন ঠাণ্ডা মাথার ভয়ানক লোক। তিনি সম্পূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যাতে কেউই তার অভীষ্ট কাজে বাধা জন্মাতে না পারে। যেসব বাঘা বোম্বেটেরা জাহাজের কাউকেই জীবন্ত রাখে না, তার আচরণও তাদের মতো। আচ্ছা, মি. হ্যাথার্লি, যদি আপনার অসুবিধা না থাকে, মানে যদি আপনি সক্ষম হন, তাহলে আইফোর্ড রওনা হওয়ার আগে আমাদের একবার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যেতে হবে।

প্রায় তিন ঘন্টা পর শার্লক হোম্‌স্, ভিক্টর হ্যাথার্লি, ড. ওয়াটসন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর মি. ব্র্যাডস্ট্রিট-এর কাছে পৌঁছুলেন। সব ঘটনা শোনার পর মি. ব্র্যাডস্ট্রিট সামরিক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ঐ এলাকার একটি ম্যাপ আসনের ওপর স্থাপন করে আইফোর্ডকে

কেন্দ্র করে কম্পাস দিয়ে একটি বৃত্ত আঁকার পর বললেন, এই দেখুন, এই বৃত্তটা এই গ্রাম থেকে দশ মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে আঁকা হয়েছে। আমরা যে জায়গাটা খুঁজছি তা এই রেখার কাছাকাছি কোথাও হবে। মিস্টার হ্যাথ্যার্লি, আপনি বোধ হয় দশ মাইল বলেছিলেন। আর আপনি যখন সংজ্ঞাহীন ছিলেন, তখন তারা আপনাকে সারা পথ বয়ে নিয়ে এসেছিল বলেই তো আপনার ধারণা?

হ্যাথার্লি বললেন, তারা বোধ হয় তাই করেছিল। আমাকে যেন তুলে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, এই অবস্থাটা আমার আবছা আবছা মনে পড়ছে।

ড. ওয়াটসন বললেন, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। যখন তারা আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় বাগানে পড়ে থাকতে দেখল, তখন কেন আপনাকে মেরে ফেলেনি? ভদ্রমহিলার কথাতেই কি ঐ শয়তানটার মন নরম হয়েছিল?

হোমস শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় বললেন,—আমার মনে হয় যে, আমি আমার তর্জনী নির্দেশে ম্যাপে জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারি।

ইন্সপেক্টার বললেন, বেশ, বেশ, বলুন তাহলে, তবে আমার মনে হয়—

হোম্স্ থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমি এই বিন্দুটিকে আঙুল রাখলাম—এই বলে বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রস্থলে আঙুল রাখলেন হোম্স্। বললেন, এইখানেই আমরা তাদের দেখতে পাব।

হ্যাথার্লি আঁতকে উঠলেন—কিন্তু গাড়িতে সেই বারো মাইল পথ?

হোম্স্ বললেন, ছয় মাইল দূরে গিয়ে ফের ছ-মাইল পিছিয়ে আসা। এর চেয়ে সহজ আর কিছু হতে পারে না। আপনি নিজেই বলেছেন যে, যখন আপনি গাড়িতে ওঠেন তখন ঘোড়াটা তাজা আর ঝকঝকে ছিল। যদি এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে বারো মাইল ঘোড়াটিকে আসতে হত—তবে তা কী করে সম্ভব?

ইন্সপেক্টর চিন্তিত স্বরে বললেন—সত্যি, এমন চালাকি খুবই সম্ভব। এ যে কিসের দল সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

হোমস বললেন, তা বটে। প্রচুর পরিমাণে জাল টাকা তৈরি করে এরা। পারদ মেশানো যে সব ধাতু রূপোর জায়গা নিয়েছে, তা তৈরি করতেই ওরা মেশিনটা ব্যবহার করছে।

ইন্সপেক্টর বললেন—আমরা বেশ কিছুদিন ধরে খবর পাচ্ছি, হাজার হাজার হাফ ক্রাউন তৈরি হয়ে বাজারে চলে আসছে। আমরা এই দলটিকে রিডিং পর্যন্ত অনুসরণ করেছি, কিন্তু আর এগোতে পারিনি।—কারণ অপরাধীরা তাদের অপরাধের চিহ্নগুলো এমনভাবেই ঢেকেছে যে তারা খুব যে পুরোনো পাপী তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন, এই শুভ যোগাযোগের দরুণ, আমার মনে হয় সত্যি-সত্যিই এবার তাদের ধরতে পেরেছি।

কিন্তু ইন্সপেক্টর ভুল করেছিলেন, কারণ ঐ অপরাধীদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার বরাত ছিল না। হেলে দুলে যখন আমাদের ট্রেন আইফোর্ড স্টেশনে ঢুকল দেখা গেল কাছের গাছপালার আড়াল থেকে ধোঁয়ার মতো একটা অতি প্রকাণ্ড স্তম্ভ আকাশে উঠে অতিকায় এক উটপাখির পালকের মতো মাটির ওপর ঝুলছে।

ট্রেন থেকে নেমে স্টেশান মাস্টারের কাছে জানা গেল যে, সামনের একটা চুনকাম করা বিরাট দালান বাড়িতে আগুন ধরেছিল। ওই বাড়িতে ডক্টর বেচারা থাকেন, আর তার সঙ্গে থাকেন এক ভিনদেশী। তবে তাকে রুগী বলে মনে হয় না। বার্কশায়ারের বুড়ো গোরুর মাংস পর্যন্ত অনায়াসে খেয়ে হজম করে দিতে পারেন।

ওরা সবাই চুনকাম করা দালান বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলেন,—বাড়িটার প্রত্যেকটি জানলা ও ছোট ছোট ফাঁক দিয়ে আগুনের লকলকে শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। তিনটে দমকল আগুন নেভাবার চেষ্টা করছিল।

হ্যাথার্লি অসহ্য উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠে বললেন,—এই তো সেই ছোট ছোট পাথরের ওপর দিয়ে গাড়ি চালানোর রাস্তা। ঐ তো সেই গোলাপের ঝোপ, যেখানে আমি ছিলাম! ঐ যে দ্বিতীয় জানলাটা, ওটা থেকেই আমি লাফ দিয়েছিলাম।

হোম্‌স্ বললেন, বেশ অন্ততঃ আপনি তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছেন। এতে আর সন্দেহ নেই যে আপনার বাতি মেশিনের মধ্যে পিষে গিয়ে কাঠের দেওয়ালগুলোতে আগুন লাগিয়েছিল। এবং এও নিশ্চিত যে তারা আপনার পিছু ধাওয়া করতে এতো উত্তেজিত হয়েছিল যে তখন তা তারা খেয়ালই করেনি। আপনার গত রাতের বন্ধুদের চেনবার জন্যে এখন এই জনতার ওপর সর্তক চোখ রাখুন। তারপর হোম্‌স্ সন্দেহ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, বোধ হয় আমার মনে হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যেই তারা বেশ কয়েকশো মাইল দূরে চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত হোম্‌সের আশঙ্কাই সত্যি হয়েছিল। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত ঐ ভদ্রমহিলা, ওই জার্মান আর ওই বিষণ্ণ ইংরেজ কারও সম্বন্ধে কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। গ্রামের লোকেদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল সেদিনই খুব ভোরবেলায় এক চাষী একটি গরুর গাড়ি দেখতে পেয়েছিল। সে গরুর গাড়িতে কয়েকজন লোক আর কয়েকটি ভারী বাক্স ছিল। রিডিং-এর দিকে দ্রুত যাচ্ছিলো গাড়িটা। কিন্তু সেখানে থেকেই পলাতকদের সমস্ত চিহ্ন অদৃশ্য হয়ে যায়। হোম্‌সের রহস্যভেদী সত্যসন্ধানী শক্তি পর্যন্ত তাদের বাসস্থান সম্পর্কে ক্ষীণতম সূত্রও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় নি।

দমকলের লোকেরা ভিতরে যে বন্দোবস্ত দেখতে পেয়েছিল তাতে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তিনতলার জানলার চৌকাঠে তারা একটা টাটকা কাটা বুড়ো আঙুল পেয়ে আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেছিল।

হ্যাথার্লি যেখানে ফেল জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন, এবং কীভাবে বাগান থেকে তাকে স্টেশনে নিয়ে আসা হয়েছিল তা একটা রহস্যের আড়ালেই থেকে যেত, যদি সেখানকার নরম মাটি বিশদভাবে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে না দিত। স্পষ্টই বোঝা গেল যে দুটি লোক তাঁকে বয়ে নিয়ে এসেছিল তাদের একজনের পা খুব ছোট আর অন্যজনের পা অস্বাভাবিক রকমের বড়। হোম্‌স্ সিদ্ধান্ত করলেন যে, সেই নীরব ইংরেজটি ছিল তার সঙ্গীর চেয়ে কম দুঃসাহসী ও কম নির্দয়। সংজ্ঞাহীন মানুষটিকে বিপদের মুখ থেকে সরিয়ে নিতে সে ঐ ভদ্রমহিলাটিকে সাহায্য করেছিলেন।

## বোহেমিয়ার কেলেঙ্কারি

বিয়ে করার পর থেকে ড. ওয়াটসন হোম্‌সের বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে খুব কমই আসেন। সেদিন হাতে কাজ কম থাকায় চেম্বার থেকে ফিরে ওয়াটসন হোম্‌সের কাছে এসে দেখলেন, হোম্‌স গভীর মনোযোগ সহকারে একটা পুরু গোলাপী রঙের কাগজে লেখা চিঠি পড়ছেন। ওয়াটসনের উপস্থিতি দেখে, তিনি খুশি হয়ে চিঠিখানা ওয়াটসনের হাতে দিলেন। বললেন, এ চিঠিটা শেষ ডাকে এসেছে,—চেঁচিয়ে পড়ো।

চিঠিতে তারিখ ছিল না। কারোর স্বাক্ষর অথবা ঠিকানাও ছিল না। শুধু লেখা ছিল—'আজ রাত্রি আটটা বাজতে পনেরো মিনিটের সময়ে একজন ভদ্রলোক আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী। তিনি এক অত্যন্ত জটিল বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে ইচ্ছুক। সম্প্রতি আপনি ইওরোপের কোনো একটি রাজ পরিবারের যে বিষয়ের মীমাংসা করেছেন তার গুরুত্ব অতিরঞ্জনের অপেক্ষা রাখে না। এবং তেমন কাজ দিয়েও আপনার ওপর নিশ্চিন্তে বিশ্বাস রাখা যায়। সর্বত্রই আপনার সম্পর্কে ঐ রকম আস্থা পোষণ করা হয়। অতএব ঐ সময় গৃহে অপেক্ষা করবেন। এবং সাক্ষাৎ প্রার্থী যদি মুখোস পরে যান তাহলে বিচলিত হবেন না।

ওয়াটসন বললেন, ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যজনক। এ বিষয়ে তোমার কী মনে হয়?

হোম্‌স্ বললেন, আপাতত কিছু নয়। কোনো তথ্য পাবার আগে সিদ্ধান্ত করা মস্ত ভুল। তথ্যের সাহায্যে কল্পনাশক্তিকে চালিত না করে কল্পনার দ্বারা তথ্যকে বিকৃত করা মানুষের স্বভাব। এখন চিঠিটা দেখে তোমার কী মনে হয়?

ওয়াটসন তার বন্ধুর পদ্ধতি অনুকরণের চেষ্টা করে বললেন, পত্রলেখক বিত্তবান। আধ ক্রাউনের কমে এরকম চিঠির কাগজ পাওয়া যায় না। কাগজটা অসাধারণ শক্ত আর মজবুত।

হোম্‌স্ বললেন, ঠিক, তুমি ঠিকই ধরেছো ওয়াটসন। এরকম কাগজ ইংল্যান্ডে পাওয়া যায় না। আলোর সামনে ধর।

ওয়াটসন আলোর সামনে কাগজটাকে ধরলেন। দেখলেন একটা বড় হাতের E একটা ছোট হাতে g-এর সঙ্গে রয়েছে। একটা p-ও আছে। তাছাড়া ছোট একটা t-র সঙ্গে বড় হাতের Gও রয়েছে। সবটাই কাগজে নক্সা করা।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন, কী মনে হয়?

কারিগরের নাম কিংবা তার মনোগ্রাম হওয়াই সম্ভব—ওয়াটসন বললেন।

হোম্‌স্ মুচ্‌কি হেসে বললেন, হোলো না, হোলো না! বড় Gএর সঙ্গে ছোট t-এর অর্থ গেসেলশাফ্‌ট। জার্মান ভাষায় ওর মানে—কোম্পানি। p-অবশ্য পেপার। এখন দেখতে হবে Eg মানে কী। একবার কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ারখানা দেখা যাক।

হোম্‌স্ তাকের ওপর থেকে বাদামি রঙের প্রকাণ্ড একখানা বই নামিয়ে আনলেন।

ইগ্লোন, ইগ্লোর্নিৎস, এই যে ইগ্রিয়া। কার্লস্‌বাডের কাছে বোহেমিয়া। এ দেশের ভাষা জার্মান। জায়গাটা ওয়ালেনস্টাইনের মৃত্যুর স্থান। তাছাড়া অনেক কাঁচের কারখানা এবং কাগজের মিলের জন্যে প্রসিদ্ধ। হাঃ হাঃ হাঃ, এ থেকে কী বুঝবো ওয়াটসন! কৌতুকদীপ্ত চোখে হোম্‌স্ একঝলক নীল ধোঁয়া ছাড়লেন।

ওয়াটসন বললেন, কাগজটা বোহেমিয়ার তৈরি।

হোম্‌স্ বললেন, মোটামুটি তাই। পত্রলেখকও একজন জার্মান। বাক্যবিন্যাসের কায়দাটা কেমন অদ্ভুত দেখেছ? কোনো ফরাসি বা রাশিয়ান এভাবে এখনোই লিখতো না। জার্মানরাই শুধু বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদ বসায়। তাহলে এখন জানবার বাকি রইলো, এই বোহেমিয়ান কাগজে চিঠি লিখেছে যে জার্মান তার উদ্দেশ্য কী? এবং আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, সব সন্দেহ দূর করবার জন্যে—ওই যে তিনি আসছেন। হোম্‌সের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল এবং সেই সঙ্গে গাড়ির চাকার শব্দ ভেসে এল। হোম্‌স্ ফিস্‌ফিস্ করে ওয়াটসনকে বললেন, শব্দ শুনে মনে হল জুড়ি গাড়ি।

হোম্‌স্ এবার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, তারপর বললেন, ঠিক। চমৎকার একটি ছোট ব্রুহাম গাড়ি আর একজোড়া সুন্দর ঘোড়া, এক একটার দাম অন্ততপক্ষে দেড়শো গিনি হবে। ওয়াটসন, আর কিছু থাক বা না থাক, এ মামলাটায় টাকা আছে।

ওয়াটসন বললেন, আমি তাহলে কেটে পড়ছি।

উঁহু, সেটি হবে না ডাক্তার। সঙ্গীরূপে একজন জীবনীকার না থাকলে যে সবটাই নষ্ট হবে। তাছাড়া মামলাটা চিত্তাকর্ষক, ফস্‌কালে আফশোষ করতে হবে তোমাকে।

ওয়াটসন বললেন, কিন্তু তোমার মক্কেল—

হোম্‌স্ বললেন, সেজন্যে তুমি ভেবো না। আমার পক্ষে তোমার সহায়তা প্রয়োজন। তারও হয়তো প্রয়োজন হতে পারে তোমাকে। ঐ যে তিনি এসে গেছেন। খুব মন দিয়ে মামলাটা শুনবে।

দরোজায় সজোরে টোকার আওয়াজ শুনে হোম্‌স্ বললেন, ভেতরে আসুন—

ঘরের ভিতরে ঢুকলেন সাড়ে ছ-ফুট উচ্চতার শক্ত সামর্থ্য এক মানুষ। তার পোশাক অত্যন্ত দামী হলেও এতো বেশী চটক্‌দার যে ইংল্যাণ্ডে তা কুরুচিকর বলেই গণ্য হবে। তার ডবল-ব্রেস্ট কোটের হাতায় এবং সামনের কলারে পুরু চওড়া অস্ট্রাখালের পটি দেওয়া, কাঁধের ওপরে ঘোর নীল রং-এর ক্লোক, লাইনিংগুলি আগুন রঙের সিল্কের। কাঁধে একটি ব্রোচ সেগুলিকে আটকে রেখেছে। ব্রোচাটিতে দামি ফিরোজা পাথর ঝক্‌মক্ করছে। পায়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত বুট, তার ডগা বাদামি রঙের ফারে মোড়া। মোটকথা সব মিলিয়ে ঐশ্বর্যের একটা বন্য শোভা প্রকট হয়ে উঠেছে। তাঁর হাতে চওড়া পাড়ওয়ালা একটা হ্যাট্ এবং আধখানা মুখ ঢেকে আছে একটা কালো মুখোস। মনে হল, প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে তিনি মুখোসটি লাগিয়েছেন। মুখের অনাবৃত নিম্নভাগ ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। পুরু দুই ঠোঁট, লম্বা সোজা

চিবুকে দৃঢ়তা ও একগুঁয়েমির ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট।

কর্কশ স্বরে জার্মান উচ্চারণে তিনি বললেন, আমার চিঠি পেয়েছিলেন, আমি যে লিখেছিলাম দেখা করতে আসব? ভদ্রলোক হোম্‌স্ ও ওয়াটসনের উভয়ের দিকে পর্যায়ক্রমে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন, সম্ভবত কাকে লক্ষ্য করে কথা বলবেন তা স্থির করতে পারছিলেন না।

হোমস বললেন, হ্যাঁ, আপনার চিঠি আমি পেয়েছি—অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন। ইনি আমার বন্ধু ও সহকর্মী ডাক্তার ওয়াটসন। বহু ব্যাপারে ইনি আমায় সাহায্য করেছেন। কিন্তু আমার কার সঙ্গে কথা বলবার সৌভাগ্য হচ্ছে?

ভদ্রলোক বললেন, আমায় কাউন্ট ফন ক্র্যাম বলে ডাকতে পারেন। আমি বোহেমিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আশাকরি আপনার এই বন্ধুটিকে কোনো নিতান্ত গুরুতর বিষয়েও বিশ্বাস করা চলে? ইনি নিশ্চয়ই একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি?

ওয়াটসন চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু হোম্‌স্ ওয়াটসনের কব্জি ধরে টেনে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, যা আমাকে বলা চলে তা এঁর সামনেও বলতে পারেন। হয় দুজনেই শুনব, নয়তো কেউই নয়।

কাউন্টার চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, তাহলে আপনারা কথা দিন যে অন্তত দুবছরের জন্যে কথাটা গোপন রাখবেন। তারপরে অবশ্য এর আর কোনো গুরুত্ব থাকবে না। কিন্তু বর্তমানে এর গুরুত্ব এতো বেশি যে, সমস্ত ইওরোপের ইতিহাসের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

হোম্‌স্ কথা দেবার পর কাউন্ট শুরু করলেন,—এবং প্রথমেই বললেন, এই মুখোসের জন্যে কিছু মনে করবেন না। যে সম্মানিত ব্যক্তিটি আমাকে দূতরূপে পাঠিয়েছেন তিনি চান না যে আমার পরিচয় প্রকাশ পাক। স্বীকার করা ভালো যে, আপনাদের কাছে আমার সঠিক পরিচয় দিইনি।

হোম্‌স্ নীরস স্বরে বললেন—আমি তা জানি।

ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন—ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়। যাতে কেলেঙ্কারীটা আদৌ প্রকাশ না পায় এবং একটি রাজপরিবারকে দুর্নামের ভাগী না করে, সেজন্যে সব দিক দিয়ে সতর্ক হতে হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিষয়টা বোহেমিয়ার বংশানুক্রমিক রাজবংশ অর্মস্টাইন পরিবারের সঙ্গে জড়িত।

হোম্‌স্ চেয়ারে গা এলিয়ে নিমীলিত চোখে বললেন, তাও বুঝতে পেরেছি। তারপর ধীরে ধীরে চোখ খুলে একবার বিপুলাকার আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললেন,—যদি মহারাজ, দয়া করে মামলাটার বিবরণ খুলে বলেন তাহলে পরামর্শ দিতে সুবিধা হয়।

এ কথায় আগন্তুক দারুণ উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে কিছুক্ষণ দ্রুত পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর হতাশভাবে মুখোশটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে উচ্চস্বরে বললেন, ঠিক বলেছেন, আমিই হচ্ছি রাজা। হ্যাঁ, সে কথা গোপন করবার চেষ্টা করবো কেন?

হোম্‌স্ মৃদুস্বরে বললেন, সত্যিই তো, কেন করবেন? মহারাজ, কোনো কথা বলার আগেই আমি জানতে পেরেছিলাম যে আমি ভিলএল্‌ম্ গট্‌সরাইখ সিজিসমণ্ড ফন অর্মস্টাইন, ক্যাসল্‌-ফল-স্টাইনের গ্র্যাণ্ড ডিউক এবং বোহেমিয়ার রাজার সঙ্গে কথা বলছি।

মহারাজ শুভ্র প্রশস্ত কপালে হাত বুলিয়ে আবার বসলেন। বললেন, বুঝতে পারছেন তো, আমি স্বয়ং এসব কাজে বিশেষ অভ্যস্ত নই। তবুও ব্যাপারটা এতোই গোপনীয় যে কোনো প্রতিনিদিকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, কারণ তাহলে আমাকে তার খপ্পরে পড়তে হতো। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে আমি তাই ছদ্মবেশ ধারণ করে আসছি।

হোম্‌স্ আবার চোখ বন্ধ করে বললেন, তাহলে অনুগ্রহ করে পরামর্শ শুরু করুন।

মহারাজ বললেন, প্রায় পাঁচ বছর আগে আমি দীর্ঘকাল ভাসাই নগরীতে ছিলাম। তখন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী আইরিন অ্যাড্‌লারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। নামটা নিশ্চয়ই আপনার

অপরিচিত নয়?

হোম্‌স্ চোখ না খুলেই বললেন, ওহে ডাক্তার, নামের তালিকাটা বার করো দেখি।

হোম্‌সের একটা অভ্যাস ছিল উল্লেখযোগ্য মানুষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখে রাখা। ফলে কোনো মানুষ অথবা বস্তুর নাম করে তাঁকে অসুবিধেয় ফেলা কঠিন ছিল। ওয়াটসন একজন ইহুদি অধ্যাপকের ও সামরিক অফিসারের নামের মাঝখানে আইরিন অ্যাডলারের নাম আবিষ্কার করলেন।

হোম্‌স্ বললেন, দেখি। হুম্! ১৮৫৮ সালে নিউ জার্সিতে জন্ম। কন্ট্রেলটো—হুম্! লা স্কালা। ইম্পিরিয়াল ভাসাই রঙ্গমঞ্চের প্রধান গায়িকা—অ্যাঁ। থিয়েটার থেকে অবসর নিয়েছেন—আচ্ছা। লণ্ডনে বাস করছেন—হয়েছে। মহারাজ, আমার মনে হয় আপনি এই ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন—তাঁকে বোধহয় এমন সব পত্র লিখেছিলেন যা এখন ফেরত চান।

মহারাজ বললেন—মোটামুটি তাই। কিন্তু কেমনভাবে তা ফেরত—

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, গোপন বিবাহ? আইনসঙ্গত কোনো দলিল বা সার্টিফিকেট—

মহারাজ বললেন ওসব কিচ্ছু না।

হোম্‌স্ বললেন, তাহলে—আচ্ছা মহারাজ, যদি এই যুবতীটা কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অথবা অর্থলোভে চিঠিগুলি উপস্থিত করেন, তবে সেগুলো যে খাঁটি তা কী করে প্রমাণিত হবে?

মহারাজ বললেন,—আমার হাতের লেখা আছে। আমার প্যাডের কাগজ আছে। আমার সীলমোহর এসব তো অস্বীকার করা যাবে না?

হোম্‌স্ বললেন—জাল হাতের লেখা। চোরাই প্যাডের কাগজ আর নকল সীলমোহর।

মহারাজ বললেন—আমার ফটো?

হোম্‌স্ বললেন, ওসব কিন্‌তে পাওয়া যায়।

মহারাজ ভগ্নস্বরে বললেন,—ছবিতে যে আমরা একসঙ্গে দুজনেই আছি।

হোম্‌স্ বললেন—কী মুশকিল, খুব খারাপ কথা। মহারাজ একেবারেই বিবেচনার পরিচয় দেননি।

মহারাজ মাথা নীচু করে বললেন—তখন আমি আত্মহারা—কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন,—খুব সাংঘাতিক ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন দেখছি।

আমি তখন যুবরাজ। বয়সেও তরুণ। এখন আমার বয়স তিরিশ।

হোম্‌স্ বললেন, ছবিটা উদ্ধার করতে হবে।

মহারাজ বললেন, আমরা চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি।

হোম্‌স্ বললেন—আপনার কিছু টাকা খরচ হবে। ছবিটা কিনতে হবে।

মহারাজ বললেন—ও বিক্রি করবে না।

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে চুরি করা ছাড়া উপায় নেই।

মহারাজ বললেন—পাঁচ পাঁচবার সে চেষ্টা করা হয়েছে। দু-দু-বার দাগী চোর তার বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। একবার দেশভ্রমণের সময় তার মালপত্র সরিয়েছিলাম। দু-বার রাস্তায় ওঁৎ পেতে চেষ্টা করেছি—কিন্তু কোনোবারেই সফল হইনি।

হোম্‌স্ হেসে ফেললেন,—বেশ মজার ব্যাপার বলতে হবে।

মহারাজ অসন্তোষের ভঙ্গিতে বললেন,—কিন্তু আমার পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর।

হোম্‌স্ বললেন, সত্যিই তাই। ছবিটা দিয়ে মহিলাটি কী করতে চান?

মহারাজ বললেন,—আমার সর্বনাশ!

হোম্‌স্ বললেন—কেমন করে?

মহারাজ বললেন—খুব শীঘ্রই আমার বিয়ে। স্ক্যানডিনেভিয়ার রাজার মেজ মেয়ে ক্লটিলডি

লথ্‌ম্যান ফন্ সাক্সি মেনিঞ্জেনের সঙ্গে আমি বাক্‌দত্ত। বোধ হয় তাঁদের বংশের গোঁড়ামীর কথা শুনে থাকবেন। মেয়েটি অত্যন্ত কোমল স্বভাবের। আমার চরিত্র সম্বন্ধে সামান্য ছায়াও বিয়ের ব্যাপারটা ভেঙে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—আইরিন অ্যাডলার কী চান?

মহারাজ ক্রোধের সঙ্গে বললেন,—এ আমায় শাসাচ্ছে ছবিটা তাদের কাছে দেবে। আমি জানি ওর পক্ষে সেটা খুবই সম্ভব। আপনি জানেন না, ওর হৃদয় লোহার মতো কঠিন। ওর মুখ অসাধারণ রূপবতী যুবতীর মতো। আমি আরেকজনকে বিয়ে করছি দেখে ও করতে পারে না এমন কাজ নেই।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ঠিক জানেন যে তিনি এখনো ছবি পাঠান নি?

মহারাজ বললেন—এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সে বলেছে, বাক্‌দান প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হবার দিন সে ছবি পাঠাবে। এবং সেদিনটা হলো আগামী সোমবার।

আচ্ছা। তারপর বললেন, যাক্ ভালোই হলো। আমার হাতে এখন দরকারি দুটো মামলা আছে। আচ্ছা, মহারাজ, আপনি তো এখন লণ্ডনেই থাকবেন?

মহারাজ বললেন—হ্যাঁ, আমাকে ল্যাংহামে কাউন্ট ফন ক্র্যাম নামে পাবেন।

তাহলে আমাদের কাজের অগ্রগতি সব যথাসময়ে আপনাকে গিয়ে জানাব। ঠিক আছে। আচ্ছা, আর্থিক ব্যাপারটা একটু বলুন?

মহারাজ বললেন—আপনার যা ইচ্ছে। আমি ওই ফটোর বিনিময়ে রাজ্যের একটি জেলা দিতে প্রস্তুত।

হোমস বললেন—এখনকার খরচ খরচা?

মহারাজ তাঁর পোশাকের ভেতর থেকে স্যাময় চামড়ায় ভারী ব্যাগ বার করে টেবিলে রাখলেন। তারপর বললেন—এর মধ্যে মোট তিনশো পাউণ্ডের স্বর্ণমুদ্রা আর সাতশো পাউণ্ডের নোট আছে।

হোম্‌স্ নোট বইয়ের পাতা ছিঁড়ে একটি রসিদ লিখে দিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, শ্রীমতীর ঠিকানা জানেন?

মহারাজ বললেন, ব্রায়োনি লজ, সার্পেন্টাইন অ্যাভেনিউ, সেন্ট জন্‌স্ উড।

হোম্‌স্ ঠিকানাটা টুকে নিলেন। তারপর বললেন, আরেকটা কথা জানবার আছে। ফটোটা ক্যাবিনেট সাইজের তো? মহারাজের থেকে নিশ্চিত হয়ে বললেন, তাহলে শুভরাত্রি মহারাজ। আশা করি শীঘ্রই আপনাকে কোনো সুসংবাদ জানাতে পারব না।

পরদিন বেলা ঠিক তিনটার সময় ওয়াটসন হোম্‌সের বাড়িতে এসে অপেক্ষা করছিলেন। হোমস তখনও ফেরেন নি। ঘড়িতে যখন প্রায় চারটে বাজে, হঠাৎ ঘরের দরোজা খুলে গেল। একজন ময়লা পোশাক পরা কুৎসিত চেহারার সহিস প্রবেশ করল। তার মুখ দাড়ি গোঁফে ভরা, টকটকে রাঙা, অনেকটা মাতালের মতো ভাবভঙ্গি। আমার বন্ধুর ছদ্মবেশ ধারণের আশ্চর্য ক্ষমতার সঙ্গে পরিচয় থাকলেও প্রায় তিনবার তাকাবার পর বুঝতে পারলাম যে তিনিই স্বয়ং। মাথা নত করে আমায় অভিবাদন জানিয়ে তিনি শয়নকক্ষে অদৃশ্য হলেন। পাঁচ মিনিট পর যখন বার হয়ে এলেন তখন আগেকার মতো টুইড স্যুটপরা ভদ্রলোক। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে আগুনের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে তাঁর দমবন্ধ হবার জোগাড় হলো। শেষপর্যন্ত চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর নিজেকে সংযত করে বলতে শুরু করলেন,—আজ সকাল আটটার একটু পরে সহিসের সাজ পরে বাড়ি থেকে বার হয়েছি। সহিস আর গাড়োয়ানদের পরস্পরের আশ্চর্য টান আর সহানুভূতি যে কতোখানি তা তুমি ওদের সঙ্গে না মিশলে কিছুতেই জানতে পারবে না। ব্রায়োনি লজ চট্‌পট্ খুঁজে পেয়ে গেলাম। ছোটবাড়ি, পেছনে বাগান আছে।

কিন্তু একেবারে রাস্তার ওপর পর্যন্ত দোতলা। দরোজায় তালা ঝুলছে। ডানদিকে সুসজ্জিত

বৈঠকখানা। বাড়িটার পেছনে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই, শুধু দালানের জানলাটার আস্তাবলের ওপর থেকে চলে যাওয়া। আমি চারদিক থেকে বাড়িটা দেখছি, মনোযোগের সঙ্গে কিছু পরীক্ষা করেছি, কিন্তু চিত্তাকর্ষক কিছু পাইনি। তারপর ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম আমার অনুমান মতো একটা অপরিসর রাস্তা গলির ভেতরে থেকে বাগানের পাঁচিল ঘেঁষে চলে গেছে। সহিসরা সব ঘোড়াদের দলাই-মালাই করতে ব্যস্ত ছিল, আমিও তাদের সঙ্গে হাত লাগালাম। তার বিনিময়ে ওরা আমাকে নগদ দু-পেনি, আধ বোতল মদ, দু-বারের মতো তামাক এবং মিস্ অ্যাডলার সম্বন্ধে দরকারি সব সংবাদ সরবরাহ করলো।

ওয়াটসন কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—আইরিন অ্যাডলার সম্বন্ধে কী সংগ্রহ করলে?

হোম্‌স্ বললেন—ও, তিনি স্থায়ী অধিবাসীদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতো চিত্তহারিনী রমণী ব্রহ্মাণ্ডে নেই। সাপেটাইন মিউজের সবাই এ বিষয়ে একমত। নির্বিবাদে থাকেন, কনসার্টে গান করেন, নিয়ম করে পাঁচটায় বেরিয়ে যান আর ঠিক সাতটায় ডিনারের সময় ফেরেন। তাঁর একটিমাত্র পুরুষ-বন্ধু আছেন, তিনি অবশ্য নিয়মিত যাতায়াত করেন। পুরুষ বন্ধুটি একজন উকিল, নাম গডফ্রেনর্টন। এখন বুঝতে পারছো তো ওয়াটসন, সহিসের বন্ধুত্বের দাম কতো! সহিসভায়াদের কাছ থেকে যা যা জানবার সব কথা জেনে নিয়ে আমি ব্রায়োনি লজের আশেপাশেই রইলাম, এবং মনে মনে ফন্দি আঁটতে লাগলাম মনে হলো গডফ্রে নর্টনের এই ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি একজন আইনজ্ঞ! মিস্ অ্যাড্‌লারের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? তিনি ঘন ঘন আসা যাওয়া করছেন কেন? ভদ্রমহিলা তার মক্কেল না বান্ধবী; না প্রেমিকা? প্রথমটা হলে ফটোগ্রাফটা তার হেফাজতে রয়েছে। শেষের হলে অবশ্য তেমন সম্ভাবনা নেই। এই ব্যাপারটার মধ্যেই নির্ভর করছে, তাঁর অফিসে হানা দেব—না ব্রায়োনি লজেই অনুসন্ধান চালাব। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। একখানা গাড়ি এসে থামল। একজন ভদ্রলোক লাফ দিয়ে নামলেন। তাঁর চেহারা দেখলে অসাধারণ রূপবান মনে হয়। চিৎকার করে গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করতে বলে, যে পরিচারিকা দরোজা খুলে দিল তার গা ঘেঁষে অন্দরে ঢুকলেন, যেন এখানে আসা যাওয়ায় খুবই অভ্যস্ত সে।

ভদ্রলোক আধঘন্টার মতো ভিতরে ছিলেন, বৈঠকখানার জানলা দিয়ে হোম্‌স্ তাকে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি পায়চারি করতে করতে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছিলেন আর হাত নাড়ছিলেন। মেয়েটিকে একেবারেই দেখা যাচ্ছিল না। ভদ্রলোক দ্রুততার সঙ্গে গাড়ির কাছে গিয়ে অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে একটা সোনার ঘড়ি বার করে সময় দেখলেন, তারপর চেঁচিয়ে বললেন, জোরসে চালাও। আগে রিজেন্ট স্ট্রিটে গ্রস অ্যান্ড হ্যাঙ্কির ওখানে, তারপর এজওয়ার রোডে সেন্ট মণিকা গির্জায় যাবে। যদি কুড়ি মিনিটে কাজ সারতে পারো তাহলে আধ গিনি বকশিস্ পাবে।

গাড়িটা চলে যাবার পর হোম্‌স্ ভাবছিলেন অনুসরণ করা ঠিক হবে কিনা। এমন সময় ঝকঝকে একটি ল্যান্ডে সেখানে থামল। কোচ্ম্যানের কোর্তার বোতাম আধখানা লাগানো, গলাবন্ধনী কানের নিচে ঝুলছে, ঘোড়ার সাজের ডগাগুলো বক্‌লস্ থেকে বেরিয়ে এসেছে। গাড়িটা পুরো তামবার আগেই শ্রমতী হলঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চড়ে বসলেন। তাঁর মুখের খানিকটা নজরে এলো। এমন একখানা সুন্দর মুখের জন্যে লোক প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

তিনি চিৎকার করে বললেন—সেন্ট মণিকার গির্জায় চলো জন! যদি বিশ মিনিটে যেতে আরো তাহলে আধ পাউন্ড পাবে।

হোম্‌স্ বললেন—ওয়াটসন! এমন চমৎকার সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। আমি যখন ইতস্তত করছি গাড়িটার পেছনে দৌড় লাগাবো না, ওঁরই গাড়ির পেছনে চড়ে বসবো, এমন সময় একটা গাড়ি রাস্তায় এসে থামলো গাড়োয়ানটা ছেঁড়া কাপড় পরা আরোহীটার দিকে বার দুই তাকিয়ে দেখল, কিন্তু সে আপত্তি করবার আগেই আমি লাফ দিয়ে চড়ে বসলাম। তারপর বললাম, সেন্ট মণিকার গীর্জা বিশ মিনিটে যেতে পারলে আধ পাউণ্ড উপরি পাবে। তখন বারোটা বাজতে

পঁচিশ মিনিট বাকী, সুতরাং ব্যাপারটা যে কী তা পরিষ্কার বোঝা গেল।

ক্যোচম্যান খুব জোরে গাড়ি চালাতে লাগলো। আমি এর চেয়ে তাড়াতাড়ি কখনো চলেছি বলে মনে হয় না, কিন্তু ওরা আরও আগে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি দেখলাম ল্যাণ্ডো আর ক্যাবটা দাঁড়িয়ে, ঘোড়াগুলোর গা দিয়ে যেন আগুন বার হচ্ছে।

কোচম্যানের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দ্রুত গীর্জার ভেতরে প্রবেশ করলাম। যাঁদের অনুসরণ করে এসেছি তাঁরা, আর পাদ্রি ছাড়া সেখানে তখন জনপ্রাণী নেই, পাদ্রির কথায় অভিযোগের ভাব। বেদীর সামনে ত্রিভুজের ভঙ্গীতে তিনজন দাঁড়িয়ে আছেন। হোম্‌স্ বলতে লাগলেন—আমি একজন সাধারণ অলস লোকের মতো পায়চারি করতে লাগলাম। কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে হঠাৎ তিনজনে একসঙ্গে আমার দিকে মুখ ফেরালেন। এবং গডফ্রে নর্টন আমার দিকে দৌড়ে এলেন। চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, জয় ঈশ্বর! তোমাকেই দরকার হে! এসো, এসো!

আমি জানতে চাইলাম, কী ব্যাপার—হোম্‌স্ বললেন।

নর্টন বললেন—এসো, হে এসো! হাতে মাত্র তিন মিনিট সময় আছে। নইলে ব্যাপারটা নিয়মমাফিক হবে না। তিনি আমাকে টানতে টানতে বেদীর কাছে নিয়ে গেলেন, এবং ব্যাপরটা ভালো করে বোধগম্য হবার আগেই দেখলাম আমার কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে মন্ত্র বলা হচ্ছে আর আমিও চিবিয়ে চিবিয়ে তার পুনরাবৃত্তি করছি। এমন সব ব্যাপারে আমি সাক্ষী থাকছি যে বিষয় আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অর্থাৎ আমি অবিবাহিত গডফ্রে নর্টেনের সঙ্গে অনূঢ়া আইরিন অ্যাডলারের বিবাহে সহায়তা করছি। মুহূর্তের মধ্যে কাজটা শেষ হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। পাদ্রী সাহেবও আমার ওপর খুশি হলেন। এমন বেকায়দায় জীবনে আর কখনো পড়িনি, সেই কথা ভেবেই হাসছিলাম। সম্ভবত ওদের বিয়ের লাইসেন্সে কোনো আইনগত ত্রুটি ছিল যার জন্যে পাদ্রিসাহেব সাক্ষী ছাড়া বিয়ে দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু আমার শুভ উপস্থিতি বোধহয় রাস্তায় গিয়ে লোক খোঁজার হাত থেকে গডফ্রেকে বাঁচিয়ে দিল। পাদ্রী আমাকে এক পাউণ্ড পুরস্কার দিয়েছেন, এই ঘটনার স্মৃতি হিসেবে ওটাকে যেন আমি ঘড়ির চেনে বাঁধিয়ে রাখি।

ওয়াটসনের কৌতূহল—তারপর? তারপর কী হলো?

হোম্‌স্ বললেন, আমার ফন্দি-ফিকির সব বানচাল হবার উপক্রম। বুঝতে পারলাম যে নব দম্পতি অবিলম্বে বেটে পড়বে, সুতরাং আমাকে চটপট কাজ হাসিল করতে হবে। যাই হোক, গীর্জার দরোজায় তারা আলাদা হয়ে গেলেন। বর নিজের অফিসে চলে গেলেন আর কনে—নিজের বাড়িতে। যাবার আগে বললেন, রোজকার মতো আজ বিকেলেও আমি গাড়ি করে পার্কে যাব।

এবার ডাক্তার, এবার তোমার সাহায্য চাই।

ওয়াটসন বললেন, আনন্দের সঙ্গে রাজি আছি। আমায় কি করতে হবে বলো?

হোমস বললেন, দুই ঘন্টার মধ্যেই কার্যক্ষেত্রে হাজির হতে হবে।

শ্রীমতী আইরিন, অবশ্য এখন ম্যাডাম বলাই ঠিক—সাতটার মধ্যেই হাওয়া খেয়ে ফিরবেন। যা ঘটবে তার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি। শুধু একটা বিষয়ে আমি জোর খাটাবো। তুমি বুঝতে পারছো তো? সম্ভবত ওখানে আপত্তিকর কিছু ঘটতে পারে। তার মধ্যে যোগ দিও না। আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েই তোমার কাজ শেষ হবে। চার-পাঁচ মিনিট পরে বৈঠকখানার জানলা খুলে যাবে। সেই খোলা জানলার খুব কাছেই তোমায় থাকতে হবে। আমার দিকে লক্ষ্য রাখবে, আমি তোমার নজরের মধ্যেই থাকব, কেমন। যখন আমি এইরকম করে হাত তুলব, তখন এই যে জিনিসটা তোমায় দিয়ে রাখছি সেটা ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আগুন আগুন বলে চেঁচিয়ে উঠবে। বুঝতে পেরেছো?

ওয়াটসন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন, হ্যাঁ, সব বুঝতে পেরেছেন।

হোম্‌স্ তখন পকেট থেকে চুরুটের মতো লম্বা ধরনের জড়ানো একটা জিনিস বার করে

বললেন—মারাত্মক কিছু নয়। এটা সাধারণ প্লাম্বারদের ধোঁয়া-ভরা হাউই, দু-দিকে ক্যাপ লাগানো আছে, আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে। মাত্র এইটুকুই তোমার দায়িত্ব। তুমি আগুন বলে চিৎকার করলেই অনেক লোক জড়ো হয়ে যাবে। দশ মিনিটের মধ্যে আমিও গিয়ে তোমার সঙ্গে যোগ দেবো। আশা করি ব্যাপারটা তোমায় বোঝাতে পেরেছি।

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ঠিকমতোই করবো। তুমি আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

হোম্‌স্ শয়নকক্ষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁকে একজন সরল প্রকৃতির অমায়িক, সাধাসিধে পাদ্রী সাহেবের মতো দেখাচ্ছিল। তাঁর চওড়া কালো টুপী, ঢিলে প্যান্ট, সাদা গলাবন্ধনী, সহানুভূতিপূর্ণ চোখের দৃষ্টি ও বন্ধুভাবাপন্ন কৌতূহলী হাসি এমন চমৎকার খাপ খেয়ে গেছিল যা একমাত্র জন হেয়ারের পক্ষেই সমান ভাবে ফোটানো সম্ভব। হোম্‌স্ যে শুধু বেশ পরিবর্তন করেছিলেন তা নয়। তাঁর অভিব্যক্তি, চলাফেরা, এমন কি অন্তঃকরণও যেন ছদ্মবেশের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।

হোম্‌স্‌রা বেকার স্ট্রিটের বাড়ি যখন ছাড়লেন তকন সন্ধ্যা সওয়া ছয়টা। সার্পেন্টাইন এ্যাভিনিউতে যখন ওঁরা পৌঁছুলেন তখন সাতটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ব্রায়োনি লজের সামনে গৃহস্বামিনীর ফেরার অপেক্ষায় ওরা পায়চারি করছিলেন ততোক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। এবং রাস্তার ল্যাম্প পোষ্টের আলো জ্বলে উঠেছে। বাড়ির সামনে আর একটু অগ্রসর হয়ে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন, দেখো, এই বিয়ের ফলে বিষয়টা সহজ হয়ে উঠেছে। ফোটোগ্রাফটা এখন দোফলা ছুরির মতো দু-দিকে কাটবে। ওটা যাতে মিস্টার গডফ্রে নর্টনের নজরে না পড়ে সেদিকে যেমন তিনি লক্ষ্য রাখবেন, তেমনই আমাদের মক্কেল চাইবেন না রাজকুমারীর কাছে ওটা আসে। প্রশ্ন ছবিটা কোথায় লুকানো আছে?

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

হোম্‌স্ বললেন,—ওটা নিশ্চয়ই তিনি সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছে না। মেয়েদের পোশাকের ভেতরে ক্যাবিনেট সাইজের ছবি লুকানো শক্ত। তাছাড়া তিনি জানেন যে, রাজা তাঁকে বন্দি করে দেহ তল্লাস করতে পারেন। এরকম চেষ্টা আগে বার দুই হয়েওছে। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি তিনি ওটা বয়ে বেড়াচ্ছেন না। ওটা ব্যাঙ্কার কিংবা উকিল দু-জনের কাছেই থাকতে পারে। কিন্তু আমি ও দুটোর কোনোটাই ভাবছি না। মেয়েরা স্বভাবত একটু গোপন প্রিয় হয়, আর গোপন করবার ভারটা নিজেরাই গ্রহণ করে। তিনি অন্য কাউকে ছবিটা রাখতে দেবেন কেন? নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর তিনি বিশ্বাস রাখেন, তাছাড়া যার সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ আছে এমন কোনো পেশাদার লোককে তিনি কিছু বলতে পারেন না। মনে রেখো, ছবিটা তিনি কয়েকদিনের মধ্যে কাজে লাগাবেন বলে স্থির করছেন। যেখানে ছবিটা থাকলে সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যায়, সেখানেই ছবিটা রয়েছে। সেটা তাঁর বাড়ি ছাড়া আর কোথাও নয়।

ওয়াটসন বললেন, কী করে ছবিটা খুঁজবে তুমি?

হোম্‌স্ উত্তর দিলেন, যাতে উনি ছবিটা দেখাতে বাধ্য হন সেই ব্যবস্থাই করবো। চুপ, চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে! শ্রীমতী আসছেন। এবার অক্ষরে অক্ষরে আমার নির্দেশ পালন করার জন্যে প্রস্তুত হও।

হোম্‌সের কথা শেষ হতেই রাস্তার বাঁকে এক ঝলক আলো দেখা গেল। ব্রায়োনি লজের সামনে ল্যাণ্ডো এসে দাঁড়ালো। গাড়িটা থামবার সঙ্গে সঙ্গে জটলা থেকে নিম্নশ্রেণীর একজন লোক দৌড়ে এলো দরোজা খুলে কিছু রোজগারের আশায়। কিন্তু সেই একই অভিপ্রায়ে আসা আরেকজন লোক তাকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে সরিয়ে দিল। বেধে গেল ভীষণ ঝগড়া। ঘুঁসো ঘুঁসি চললো। ভদ্রমহিলা গাড়ি থেকে নামতেই উত্তেজিত একদল লোক তাকে ঘিরে ধরলো, তারপর লাঠি আর ঘুসির হিংস্র যুদ্ধ।

তুমুল ধস্তাধস্তি শুরু হল। ভদ্র মহিলাকে রক্ষা করবার জন্যে হোম্‌স্ বিদ্যুৎবেগে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু কাছাকাছি এসেই তিনি কাতর আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন, তার

মুখ বেয়ে রক্তের ধারা ঝরতে লাগলো। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী দু-জন একদিকে সরে পড়লো। শ্রীমতী এই ফাঁকে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছিলেন। তিনি ওপরে উঠে আবার নিচের দিকে একবার তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—বেচারার কি বেশি চোট লেগেছে?

এর উত্তরে অনেকে সমস্বরে বললেন, খতম হয়ে গেছেন। অসৎ একজন চেঁচিয়ে বললেন, এখনও প্রাণ আছে বটে, তবে হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই শেষ হয়ে যাবে।

শ্রীমতীর একজন পরিচারিকা বলে উঠলেন, খুব সাহসী ভদ্রলোক। ইনি না থাকলে এতোক্ষণে দিদির ব্যাগ আর ঘড়ি হাওয়া হয়ে যেতো।

শ্রীমতী হুকুম দিলেন ওকে বৈঠকখানায় নিয়ে এসো। ভিতরে একটা নরম সোফা আছে। একে রাস্তায় রাখা চলে না।

ধীরে ধীরে হোমসকে ব্রায়োনি লজের ঘরটায় নিয়ে যাওয়া হলো। বড় জানলার বাইরে থেকে ওয়াটসন সব লক্ষ্য করছিলেন। ঘরে আলো জ্বললো। কিন্তু জানলার পর্দাটা টেনে দেওয়া হলো না; ফলে শুয়ে থাকা হোম্‌স্‌কে দেখতে কোনো অসুবিধা হলো না। রূপবতী তরুণী অত্যন্ত দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গে হোম্‌সের সেবা করতে লাগলেন।

ওয়াটসন অলেস্টারের পকেট থেকে ধোঁয়ার হাউইটা বার করলেন।

এদিকে হোম্‌স্‌ সোফার ওপর উঠে বসেছেন। মনে হল হাওয়ার অভাবে তার কষ্ট হচ্ছে। একটি পরিচারিকা তাড়াতাড়ি গিয়ে জানলাটা খুলে দিল। সেই মুহূর্তে দেখলাম যে হোম্‌স্‌ হাত উঁচু করে তুলেছেন। সংকেত পাওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করে হাউইটা ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে দিয়ে 'আগুন' 'আগুন' বলে চিৎকার করে উঠলেন ওয়াটসন। ওয়াটসনের মুখ থেকে চিৎকার শোনা যেতেই পথের ইতর, ভদ্র, সহিস, পরিচারিকা একযোগে 'আগুন' 'আগুন' বলে চিৎকার করতে লাগল। ঘরের মেঝে থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী জানলা দিয়ে হু হু করে বেরিয়ে আসতে লাগলো। দেখা গেল কয়েকজন পালাচ্ছে। তারপর হোম্‌সের আশ্বাসবাণী শোনা গেল যে অনর্থক ভয় দেখানো ছাড়া ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। মানুষের ভীড় এড়িয়ে একটা নির্দিষ্ট কোণে ওয়াটসন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দশ মিনিটের মধ্যেই হোম্‌স্‌ এসে ওয়াটসনের হাত ধরে বললেন, চলো আর একমুহূর্ত এখানে নয়। হোম্‌স্‌ জোরে পা চালিয়ে দিলেন। ওয়াটসনও তার অনুসরণ করে এজওয়ার রোডে এসে পৌঁছুলেন।

হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন, চমৎকার হয়েছে ডাক্তার, তুমি সব ঠিক ঠিক করেছো!

ওয়াটসন জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি ফটোগ্রাফটা পেয়েছ?

হোম্‌স্‌ বললেন,—না তবে কোথায় আছে সেটা জানতে পেরেছি।

হোম্‌স বললেন, আগুনের চিৎকারটা তোমার দারুন হয়েছিল, ওইরকম আওয়াজ আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী লৌহকঠিন স্নায়ুকেও কাঁপিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ভদ্রমহিলার ওপরে এর প্রতিক্রিয়া খুব ভালোই হলো। ঘন্টার দড়ির ঠিক ওপরে একটা আলগা তক্তার পেছনের একটা ছোটো খাঁজে ছিল ফটোগ্রাফটা, তিনি গিয়ে আধখানা ফ্রেম টেনে সেটা বার করলেন। আমি একনজরে সেটা দেখতে পেলাম। যখন আমি বললাম যে ওটা মিথ্যা চিৎকার, উনি সেটা রেখে দিলেন, তারপর হাউইটার দিকে চেয়ে দ্রুতপদে সেই যে ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন, আর আমি তাঁকে দেখিনি। এরপর আমি নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়লাম। একটু ধন্দের মধ্যে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম তখনই ছবিটা হাত সাফাই করবো কিনা। কিন্তু কোচম্যানটা ভিতরে ঢুকে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগল যে অপেক্ষা করাটাই নিরাপদ মনে করলাম। বেশী ব্যস্ততা দেখালে সব নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর?

হোম্‌স্‌ বললেন,—আমাদের অনুসন্ধান পর্ব শেষ হয়েছে। আগামী কাল মহারাজকে নিয়ে আসবো। ইচ্ছে করলে তুমিই আসতে পারো। সম্ভবতঃ আমাদের বৈঠকখানা ঘরে অপেক্ষা করতে হবে। শ্রীমতী এসে দেখবেন আমরা নেই, ফটোগ্রাফটাও নেই। নিজের হাতে ছবিটা উদ্ধার করতে পারলে মহারাজ নিশ্চয়ই পুলকিত হবেন।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন কখন আসবো তাহলে?

হোম্‌স্ বললেন,—সকাল আটটার সময়। শ্রীমতী অতো ভোরে নিশ্চয়ই শয্যা ত্যাগ করবেন না, বিনা বাধায় কাজ হাসিল করবার সুযোগ মিলবে। অবশ্য কুব চট্‌পট্ কাজ সারতে হবে। বিবাহের পর শ্রীমতীর অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটতে পারে। আমি আর দেরী না করে রাজাকে লিখে জানাচ্ছি।

বেকার স্ট্রীটের বাড়ির দরোজার সামনে এসে দাঁড়াতেই হোম্‌স্ চাবি বার করে জন্যে পকেটে হাত দিলেন। হঠাৎ পাশ থেকে শোনা গেল—শুভরাত্রি মিস্টার শার্লক হোম্‌স। সে সময়ে ফুটপাথ লোকজনে ভর্তি ছিল। কিন্তু মনে হলো অলেষ্টারধারী একজন রোগা ছোকরার কাছ থেকেই এই অভিবাদন এলো। অত্যন্ত দ্রুতপদে সে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। অল্প আলোকিত রাজপথের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—পরিচিত কণ্ঠস্বর! কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি যে লোকটা কে হতে পারে?

সে রাতটা ওয়াটসন হোম্‌সের বাড়িতে বেকার স্ট্রীটে কাটালেন। পরদিন ভোরবেলায় যখন টোস্ট আর কফি নিয়ে বসেছেন হোম্‌স্‌রা, এমন সময়ে বোহেমিয়ার রাজা বেগে প্রবেশ করলেন। বললেন, ওটা পাওয়া গেছে?

এখনো পাইনি, তবে পাবার আশা আছে—হোম্‌স্ বললেন। চলুন বেরিয়ে পড়ি। গাড়ি ব্রায়োনি লজের দিকে রওনা হলো। যেতে যেতে হোম্‌স্ বললেন—আইরিন অ্যাডলারের বিয়ে হয়ে গেছে।

মহারাজ যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন,—বিয়ে? কবে?

হোম্‌সের সংক্ষিপ্ত উত্তর—গতকাল।

পাত্রটি কে? মহারাজের কৌতুহল!

হোম্‌স্ বললেন,—তার নাম নর্টন—ব্রিটিশ আদালতের উকিল।

মহারাজ দৃঢ়স্বরে বললেন—কিন্তু আইরিন তো তাকে ভালোবাসতে পারে না।

হোম্‌স বললেন—আশা করি তিনি ভালোবাসেন।

মহারাজ বললেন—এমন আশা করার কারণ?

কারণ এই যে, হোম্‌সের যুক্তির—মহারাজ, এর ফলে আপনি অনেক আশঙ্কার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। আইরিনের পক্ষে স্বামীকে ভালোবাসার অর্থ হলো মহারাজাকে ভালো না বাসা। আর যাঁকে তিনি ভালোবাসেন না, তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবার আগ্রহও নিশ্চয়ই তাঁর আর থাকবে না।

মহারাজ মন্তব্য করলেন, সত্যি, আপনি ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু তবু, আহা! যদি তার আমার সমান বংশমর্যাদা থাকতো তাহলে রানী হিসেবে কী চমৎকারই না তাকে মানাতো।

সার্পেন্টাইন এ্যাবিনিউতে গাড়ি থামার আগে পর্যন্ত মহারাজ আর একটি কথাও বললেন না। মনে হলো এক বিষণ্ণ মৌন আবেগ তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছে।

ব্রায়োনি লজের খোলা দরোজার সামনে এক বৃদ্ধা দাসী দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের গাড়ি থেকে নামতে দেখে তার মুখে অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি বোধ হয় মি. শার্লক হোম্‌স্?

হোম্‌স্ চমকে উঠে তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ, আমিই মি. হোম্‌স্।

বৃদ্ধা দাসীটি বলল—গিন্নিমা বলছিলেন, যে আপনি আজ সকালে আসবেন। আজ ভোর সওয়া পাঁচটায় সময় চেয়ারিং ক্রস ষ্টেশন থেকে তিনি ইওরোপের দিকে রওনা হয়েছেন। সঙ্গে তাঁর স্বামী আছেন।

বিস্ময় ও নিরাশার ধাক্কায় হোম্‌স্ ফ্যাকাশে হয়ে পেছনে হেলে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বলতে চাও যে তিনিই ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে গেছেন?

বৃদ্ধাটি বললো—এবং আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না।

মহারাজ ভাঙা গলায় প্রশ্ন করলেন, আর কাগজপত্রগুলো? হায়, হায় সব খোয়া গিয়েছে!

হোম্‌স্ সেই বৃদ্ধা পরিচারিকাকে ধাক্কা দিয়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করলেন। ওয়াটসন আর মহারাজ হোম্‌স্‌কে অনুসরণ করলেন। ঘরের আসবাবপত্র এলোমেলো, সমস্ত তাক ফাঁকা। দেরাজগুলো। খোলা পড়ে রয়েছে। মনে হল ভদ্রমহিলা চম্পট দেবার আগে সব তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছিলেন। ঘন্টার দড়ির কাছে গিয়ে হোম্‌স্ একটা আল্‌গা তক্তা ভেঙে ফেললেন। তারপর সেখানে হাত গলিয়ে একটা ফটোগ্রাফ এবং একটি পত্র বার করে আনলেন। ফোটোগ্রাফটি সান্ধ্য বেশভূষায় সজ্জিতা আইরিন অ্যাডলারের নিজের। আর পত্রের শিরোনামায় লেখা—

শ্রীযুক্ত শার্লক হোম্‌স্ সমীপেষু, তিনি না আসা পর্যন্ত রেখে দেওয়া হবে।

শার্লক হোম্‌স্ খামখানা ছিঁড়ে ফেললেন, তিনজনেই একসঙ্গে চিঠিটা পড়া শুরু করলেন। চিঠিতে সময়—গত রাত্রি বারোটা।—

প্রিয় মি. মার্লক হোম্‌স্,

আপনার কার্যপদ্ধতি সত্যিই চমৎকার। আমাকে আপনি সম্পূর্ণ প্রতারিত করেছিলেন। আগেই শুনেছিলাম, রাজা হয়ত আপনার সহায়তা নিতে পারে। তাই আগুনের ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারলাম তখন আমি আমার গাড়ির গাড়োয়ানকে আপনার ওপরে নজর রাখতে বলে আমি বাড়ির ভেতরে গিয়েছিলাম। পরে পুরুষের ছদ্মবেশে আপনাদের অনুসরণ করি। আপনার বাড়ির সামনে গিয়ে আমার সন্দেহ দূর হয়। আমার উপস্থিতি জানার জন্যে আপনাকে শুভসন্ধ্যা জানাই। তারপর আমি আমার স্বামীর সঙ্গে দখা করার জন্যে টেম্পলে রওনা হই।

আমরা দু'জনে অনেক চিন্তা ভাবনা করে স্থির করি যে এখানে থেকে আপনার সঙ্গে পাঞ্জা কষা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই ইওরোপের পথে পাড়ি দিচ্ছি। আপনার মক্কেলকে বলবেন, তিনি যেন অযথা দুশ্চিন্তা না করেন। কেননা, তার জীবনের কাঁটা হ'বার আমার কোনো ইচ্ছে নেই। তবে আমাদের যৌথ ফটোটা আমার কাছে রাখলাম কেবলমাত্র নিজের নিরাপত্তার জন্যে। তা না হলে, রাজার তরফ থেকে আমার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকতে রে। তবে অবশ্য রাজা যদি ইচ্ছে করেন, তবে আমার রেখে যাওয়া ফটোটা তিনি নিজের কাছে রাখতে পারেন।

চিঠি পড়া শেষ হলে মহারাজ আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলেন। বললেন, প্রথমেই বলেছিলাম না, মেয়ে হিসেবে সে অতুলনীয়া। রানী হবার যোগ্যা! বংশ মর্যাদা না থাকায় আজকে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে হলো।

শার্লক হোম্‌স্ রাজার মতো আনন্দিত হতে পারেন নি। তিনি বললেন, মামলাটার পরিণতি আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল।

মহারাজ শার্লক হোম্‌স্‌কে থামিয়ে দেন। বলেন, আইরিন এ্যাডলারকে আমি চিনি। ওর কথা কোনো নড়চড় হয় না। ও যে কথা দিয়েছে তা শেষ জীবন পর্যন্ত রক্ষা করবে।

## কপার বিচেস

বেকার স্ট্রিটের ঘরে বসে হোম্‌স্ ও ওয়াটসন এক বসন্তের সকালে আড্ডা দিচ্ছিলেন। জীবনের কতো অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই না হোম্‌সের আর তা লিপিবদ্ধ করছেন ড. ওয়াটসন। এইসব নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে। আজকে ভায়েলেট হান্টার নামে এক তরুণীর চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপারে লেখা চিঠি নিয়ে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বলছিলেন। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই দরোজা খুলে এক অল্পবয়সী তরুণী ঘরে ঢুকলো। সাদাসিধে, পরিপাঠি, পরিচ্ছন্ন। বুদ্ধিদীপ্ত সজীব চোখে মুখে তৎপরতার ছাপ। তিতিরের ডিমের মতো মেচেতায় মুখ চিত্রিত। চট্‌পট চলার ধরনে মনে হয় জগতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই ঈশ্বর একে সৃষ্টি করেছেন।

তরুণীটিকে অভ্যর্থনা করার জন্যে হোম্‌স্ উঠে দাঁড়ালেন। তরুণীটি বলল, আপনাকে কষ্ট

দেয়ার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু কী জানেন, আমি সম্প্রতি এক খুব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার মা-বাপ নেই, এমন কোনো আত্মীয় নেই যার কাছে এ বিপদে পরামর্শ পেতে পারি। ভাবলাম আপনি হয়তো দয়া করে আমায় সৎ উপদেশ দিতে পারবেন।

হোম্‌স্‌ বললেন, আগে বোসো তো, তোমাকে সাহায্য করব, তুমি নিশ্চিন্ত হও। বলো তোমার সমস্যা?

হোমস চোখ বুঁজিয়ে আরাম করে বসে চুরুট টানতে টানতে তরুণীটির কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হলেন।

তরুণীটি বলতে শুরু করল—গত পাঁচ বছর ধরে আমি কর্নেল স্পেনস মনরোর বাড়িতে গৃহশিক্ষয়িত্রীর কাজ করে আসছি। মাত্র মাস দুই আগে তিনি নোভাস্কোশিয়া হ্যালিফ্যাক্স-এ কাজ নিয়েছেন। ছেলে-মেয়েদেরকেও তাঁর সঙ্গে আমেরিকায় নিয়ে গেছেন। ফলে আমারও চাকরি খতম। নিরুপায় হয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে লাগলাম আর নানা বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ছাড়তে লাগলাম। কিন্তু ফল বিশেষ হল না। অবশেষে আমার সঞ্চিত অর্থও ফুরিয়ে এল। কী করব না করব বেবে বড় মুস্কিলে পড়লাম।

ওয়েস্টএণ্ড-এ ওয়েস্টাওয়েজ নামে এক নামকরা শিক্ষয়িত্রীর সংগ্রাহক সংস্থা আছে। আমার পছন্দ মতো কোনো কাজ জোটাতে পারি কি না, এই খোঁজ নেবার জন্যে আমি সপ্তাহে একদিন করে সেখানে যেতাম। গত সপ্তায় ওই সংস্থায় ম্যানেজার মিস্‌ স্টোপারের ঘরে ঢুকতেই, বসে থাকা এক দৈত্যকায় ভদ্রলোক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মিস্‌ স্টোপারের দিকে তাকিয়ে বললেন,—খাসা! চমৎকার! একে দিয়েই হবে। এর চেয়ে ভালো আর কিছু আশা করি না। তিনি উৎসাহের চোটে ডগমগ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি তো চাকরি খুঁজছো, কী বলো? কীরকম মাইনে আশা করো। আমি বললাম, কর্ণেল স্পেনস্‌ মনরোর কাছে মাসে চার পাউণ্ড করে পেতাম।

ভদ্রলোক যেন আঁৎকে উঠলেন। বললেন ছিঃ ছিঃ এতো কম মাইনে কেউ দেয়। শোনো এই নাও অগ্রিম টাকা। আমি তোমাকে একশো পাউণ্ড দেবো। তোমাকে আমার হ্যাম্পশায়ারের বাড়িতে আমার একমাত্র ছেলে, মানে দুরন্ত ছ-বছরের ছেলেকে পড়াশুনা শেখাতে হবে। আর হ্যাঁ, উইঞ্চেস্টার থেকে মাইল পাঁচেক ওধারে চমৎকার গ্রাম্য পরিবেশে আমার বাড়ি। বাড়ির নাম 'কপার বীচেস'। মনে রেখো ছ-বছরের ছেলে হলে কি হবে, খুব দুরন্ত—চটি দিয়ে চটাপট আরশোলা মারে! আমি বললাম, আমার একমাত্র কাজ হলো ঐ বাচ্চাটাকে সামলানো? তিনি বলে উঠলেন, না, না, এটাই কেবল নয়। বুঝতেই তো পারছো, আমার স্ত্রী যদি কোনো ফাইফরমাস করেন, আত্মসম্মান বজায় রেখে সেগুলো করতে হবে। অবশ্য এতে তো কোনো আপত্তি নেই তোমার? কী বলো?

আমি বললাম, আপনারা যাতে খুশি হন সব সময়েই তা করতে হবে বৈকি!

ভদ্রলোক বললেন—তা তো বটেই। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার চুলগুলো ছোটো করে ছেঁটে ফেলতে হবে। এটা আমার স্ত্রীর আবদার। আর আমরা যে পোশাক দেবো তাইই তোমাকে পরতে হবে।

আমি বললাম, পোশাকের ব্যাপারে আমার আপত্তি নেই, তবে চুল আমি ছাঁটতে পারবো না।

ভদ্রলোক তখন মিস স্টোপারকে বললেন, তাহলে কিছু করার নেই আমার। দুঃখের কথা আমাকে অন্য কাউকে ভাবতে হচ্ছে। মিস্‌ স্টোপার, আপনি অন্য কাউকে ডাকুন তো দেখি!

মিস্‌ স্টোপার-এর চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠলো। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এমন সুযোগটা হারালে? তোমার নাম আর আমাদের খাতাপত্রে থাকার কি প্রয়োজন? এরপরও কী তুমি আশা করো যে আমরা তোমার জন্যে চেষ্টা চরিত্র করে একটা ভালো কাজ খুঁজবো। ঘন্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ছোকরা এসে আমায় বাইরে বার করে দিল।

তারপর মি. হোম্‌স্‌ আমি বাসায় ফিরে দেখলাম, ভাঁড়ার প্রায় খালি, আর টেবিলের ওপর

দু-তিনখানা বিলও জমে আছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবছিলাম, বড় বোকামি করলাম কাজটা ছেড়ে দিয়ে! ভদ্রলোক অদ্ভুত ধরনের খেয়ালী বটে! আমি হয়তো ভুলই করেছি। আমি প্রায় মনস্থ করলাম যে মানের গোড়ায় ছাইচাপা দিয়ে আবার গিয়ে খোঁজ নেবো মিস্ স্টোপারের আড্ডায়। এমন সময় সেই ভদ্রলোকের চিঠি পেলাম। চিঠিটা সঙ্গেড়ই আছে, পড়ি, শুনুন।

প্রিয় মিস্ হান্টার,

মিস্ স্টোপারের দয়ায় তোমার ঠিকানা পেয়েছি। তুমি তোমার সিদ্ধান্তটা আর একবার ভেবে দেখেছো কিনা জানতে চাই। আমার মুখে তোমার কথা শুনে আমার স্ত্রীর তোমাকে খুবই পছন্দ হয়েছে। তিনি চান যে তুমি এখানে আসো। আমাদের খেয়ালের খেসারত হিসেবে বছরে তোমাকে একশো কুড়ি পাউণ্ড দিতে রাজি আছি। আর, আমাদের খেয়ালীপনার দৌরাত্ম খুব অন্যায় কিছু নয়। একটা হাল্কা ধরনের নীল রং আমার স্ত্রীর খুব পছন্দ। তাঁর ইচ্ছা ঐ রং-এর পোশাক—তোমার কিছু খরচ করতে হবে না, কেননা, আমাদের আদুরে অ্যালিস তো, এখন ফিলাডেলফিয়ায়, তার একটা ঐ রং-এর জামা আছে। আর, আমার মনে হয় সেটা তোমাকে মানাবেও চমৎকার। তোমার চুলের সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যে আমি মুগ্ধ, কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো, ওগুলো তোমায় ছেঁটে ফেলতেই হবে। তা না করে উপায়ই নেই। কিন্তু আশা করি তোমার বর্ধিত পারিশ্রমিক এই ক্ষতি আংশিক পূরণ করবে। ছেলে সম্বন্ধে তোমার করণীয় সামান্যই। আসতে অবশ্যই চেষ্টা করো, উইঞ্চেস্টারে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে থাকবো। কোন্ ট্রেনে আসছো জানিও।

ইতি
তোমার বিশ্বস্ত
জেফ্রো রুক্যাসল্

মিস্ হান্টার বললেন,—মি. হোম্স্, এই চিঠিটা আমি এইমাত্র পেলাম। আর মনে মনে ঠিক করেছি যে চাকরিটা নিয়েই ফেলবো। যাই হোক্, তবুও চূড়ান্তভাবে কোনো কিছু করার আছে আপনাকে জানিয়ে রাখা ভালো বলে মনে করলাম।

মৃদু হেসে হোম্স্ বললেন, মিস্ হান্টার, মন যদি ঠিকই করে থাকো তাহলে তো ব্যাপারটা চুকেই গেল।

হান্টার বললো—তাহলে কি আপনি চান আমি চাকরিটা ছেড়ে দিই?

হোম্স্ বললেন, আমার বোন এ কাজের জন্যে চেষ্টা করলে আমি না বলতাম।

মিস্ হান্টার বললো—কিন্তু ব্যাপারটা কী, মি. হোম্স্?

হোম্স্ বললেন,—আগে তোমার ধারণাটা শুনি?

আমার মনে হয়, ওঁর স্ত্রী উন্মাদ নন তো? আর ওঁর পাগলামি বৃদ্ধির ভয়ে ইনি তার খেয়ালগুলো মিটিয়ে চলেছেন? হান্টার একটু দম নিয়ে পুনরায় বললো—মি. হোম্স্, টাকার অঙ্কটা তো ভেবে দেখবেন।

হোম্স্ বললেন,—হ্যাঁ, মাইনেটা তোমাকে খুব বেশী দিচ্ছে বলবো। আর সেই জন্যেই অস্বস্তি বোধ করছি। চল্লিশ পাউণ্ডে যখন ভালো গৃহশিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায় তখন একশো কুড়ি পাউণ্ড খরচ করছে কেন? এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে। তোমার সমস্যাটা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। এ সমস্যায় কতোকগুলো ব্যাপার খুবই অভিনব। বিপদটা ঠিক কোথায় তা এখনই আমি বুঝতে পারছি না। তবে মনে রেখো, দিনে রাতে যে কোনো সময়েই হোক তোমার টেলিগ্রাম পেলেই আমি তোমার পাশে দাঁড়াবো।

মিস্ হান্টার বললো—তাহলে আমি এখন নিশ্চিন্ত মনে হ্যাম্পশায়ারে যেতে পারবো? আপনি আমায় দুশ্চিন্তামুক্ত করলেন। এক্ষুনি আমি মি. রুক্যাস্লকে চিঠি লিখে সম্মতি জানাচ্ছি। তারপর রাতে চুলগুলো ছেঁটে ফেলবো, আর কালকেই উইঞ্চেস্টার রওনা হবো। এই বলে মিস্ হান্টার অল্প দু-চার কথায় হোম্স্কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আমাদের নমস্কার করে ব্যস্ত সমস্তভাবে

চলে গেল।

হোম্‌স্ খুব গম্ভীরভাবে ওয়াটসনকে বললেন,—দেখবে খুব শীগ্‌গিরই ওর কাছ থেকে খবর আসবে, কোনো ভুল নেই তাতে।

হোম্‌সের কতাই ঠিক হলো। দিনকুড়ি বাদে একদিন গভীর রাতে এল প্রত্যাশিত টেলিগ্রাম। হোম্‌স্ হলদে খামটা খুলে খবরটা দেখে নিয়েই ওয়াটসনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,—ব্রাড-শ'তে দেখো তো ক'টায় ট্রেন! টেলিগ্রামটায় লেখা ছিল—অনুগ্রহ করে কাল দুপুরের দিকে উইঞ্চেস্টার ব্ল্যাক সোয়ান হোটেলে অবশ্যই আসবেন। আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি।

হোম্‌স্ ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমিও যাবে নাকি?

ওয়াটসনের সংক্ষিপ্ত উত্তর, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এবং ব্রাডশ খুলে বললেন—সাড়ে নটায় একটা গাড়ি আছে। সেটা সাড়ে এগারোটায় উইঞ্চেস্টার পৌঁছবে।

যথাসময়ে হোম্‌স্‌রা ব্ল্যাক সোয়ান' নামক হোটেলে হাজির হলেন। মিস্ হান্টার হোম্‌স্‌দের জন্যে ব্যবস্থা করে খাবার সাজিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

আপনারা কষ্ট করে যে এসেছেন, তাতে আমার প্রাণে জল এল। কিন্তু আমি যে কী করবো তা বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার উপদেশ এক্ষেত্রে অপরিহার্য।

হোম্‌স্ বললেন—সব ঘটনা খুলে বলো।

মি. হান্টার তাড়াতাড়ি হড়বড় করে বলতে শুরু করলো কারণ সে মি. রুক্যাস্‌লকে কথা দিয়ে এসেছে যে তিনটের মধ্যে ফিরবে।

হোম্‌স্ তাঁর লম্বা লম্বা রোগা পা দুটো আগুনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শোনবার জন্যে অস্থির হয়ে বললেন—যেমন যেমন ঘটেছে তা সব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলবে।

মিস্ হান্টার বলতে শুরু করলো—মি. রুক্যাসলকে নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি আসার পর তিনি সন্ধ্যের সময় তাঁর স্ত্রী আর বাচ্চার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মিসেস রুক্যাসল পাগল নন। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। শান্ত, চুপচাপ, মুখের চেহারা একটু ফ্যাকাশে ধরনের। তাঁদের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম, বিপত্নীকে ভদ্রলোক মাত্র বছর সাতেক হলো আবার বিয়ে করেছেন। প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান, একটি কন্যা। সে ফিলাডেলফিয়ায় চলে গেছে। এবং বিমাতার ওপর বিরূপতার জন্যেই উনিশ বছরের মেয়েটিকে বাবা বাইরে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন। মিসেস রুক্যাসলকে দেহে প্রাণে নিষ্প্রাণ বলেই মনে হলো। স্বামী পুত্রকে যে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন তা পরিষ্কার বোঝা যায়। আর মি. রুক্যাস্‌ল রূঢ় কর্কশ স্বভাবের হলেও তার স্ত্রীর প্রতি সদয় ছিলেন। মোটের ওপর এক নজরে তাদেরকে সুখী দম্পতি বলে মনে হয়। তবু মনে হয় ভদ্রমহিলার মনে কোথাও যেন কোনো দুঃখ ছিল। প্রায়ই তিনি গালে হাত দিয়ে বসে আকাশ পাতাল ভাবতেন। একাধিকবার আমি তাঁকে কাঁদতে দেখেছি গোপনে। কখনও কখনও মনে হয়েছে তাঁর বাচ্চার জন্যেই বোধ হয় দুশ্চিন্তা! এমন আদুরে বাঁদর ছেলে আমি আর দু'টি দেখিনি। বয়সের তুলনায় বেঁটে আর মাথাটা অসঙ্গত রকমের বড়। তার জীবনে যেন পালা করে দু'টো জিনিস করার আছে—হয় দুর্দান্ত নৃশংসতা, আর নয়তো মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকা। মনে হয় কোনো দুর্বল প্রাণীকে কষ্ট দেওয়াই বুঝি তার কাছে একমাত্র মজার ব্যাপার। আর ইঁদুর, ছোটো খাটো পাখি বা পোকামাকড় ধরার অভিনব ফন্দি আবিষ্কার করতে সে ওস্তাদ। যাইহোক বাচ্চাটার সম্বন্ধে বলে সময় নষ্ট না করে বলি—বাড়ির ঝি-চাকরের হাবভাব আর চালচলন প্রথম থেকেই আমার অস্বস্তিকর বলে মনে হয়েছিল। 'কপার বীচেস'-এ এসে দিন দুই বেশ শান্তিতে ছিলাম। তিন দিনের দিন প্রাতরাশ খাবার পর মিসেস রুক্যাস্‌ল এসে তাঁর স্বামীর কাছে কি যেন বললেন।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—ও হ্যাঁ, মিস্ হান্টার তুমি যে আমাদের খেয়ালমতো চুল ছেঁটে ফেলেছো, এরজন্যে আমরা কৃতার্থ। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এর জন্যে তোমার সৌন্দর্যের বিন্দুমাত্র হানি হয়নি। এখন সেই হালকা নীল রং-এর পোষাকটায় তোমাকে কেমন মানায় দেখতে হবে। তোমার বিছানায় ওপরেই পোশাকটা রাখা আছে। সেটা

যদি পরে আসো, আমরা অত্যন্ত বাধিত হবো।

আমি ঘরে গিয়ে এক অদ্ভুত নীল রং-এর পোশাক দেখতে পেলাম। চমৎকার দামী কাপড়ে তৈরী। তবে, আগে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। গায়ে পরে দেখলাম আমার মাপ নিয়ে তৈরী করলেও বোধ হয় এতো মানানসই হতো না। ওঁরা স্বামী স্ত্রী দু-জনেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বাড়ির সামনের অংশের সমস্তটা জুড়ে ওঁদের বসবার ঘর। তার একেবারে মেঝে পর্যন্ত নেমেছে। তিন তিনটে বড় বড় জানলা। সেই ঘরে তারা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। মাঝখানের জানলার দিকে পেছন করে একটা চেয়ার পাতা। আমাকে এই চেয়ারটায় বসতে বলা হলো, আর মি. রুক্যাসল্ ঘরের অন্য দিকটায় পায়চারি করতে করতে মজার মজার গল্প বলতে লাগলেন। এমন সব মজার গল্প জীবনে কখনো শুনিনি। হাসতে হাসতে আমার পেটের নাড়ি ভুঁড়ি ছিঁড়ে যাবার জোগাড় হলো। মিসেস্ রুক্যাসল্ কিন্তু একবারও হাসলেন না। হাত কোলে করে চুপটি করে বসে রইলেন, চোখে মুখে তাঁর উদ্বেগের ছায়া। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে মি. রুক্যাসল্ আমায় পোশাক বদলে শিশু-সদনে গিয়ে এডওয়ার্ডের দেখাশোনা করতে বললেন।

দুই দিন পরে ওই পোশাক ওরকমভাবে আমাকে চেয়ারে বসতে হল। আর মি. রুক্যাসল্ আগের দিনের মতোই হাসির গল্প বলতে লাগলেন। মি. হোমস আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন যে এই অদ্ভুত আচরণের মানে কী হতে পারে তা বোঝবার জন্যেই আমি খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। আমি লক্ষ করেছিলাম যে আমার মুখ যাতে জানলার দিকে ফেরানো না থাকে এ বিষয়ে তাঁরা সব সময়েই সচেতন ছিলেন। কাজে কাজেই আমার পেছন দিকে কী ঘটছে তা জানবার আগ্রহ আমার প্রবল হয়ে উঠল। প্রথম কাজটা অসম্ভবই বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু শিগগিরই একটা উপায় বার করে ফেললাম। আমার ছোট্ট হাত আয়নাটা ভেঙে ফেলেছিলাম।

তাই তারই একটা টুকরো রুমালের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। পরের বার হাসির মাঝখানেই আমি রুমালটা চোখের কাছে ধরলাম, আর একটু কায়দা করে ধরতেই পিছনে কী ঘটছে পরিষ্কার দেখতে পেলাম। স্বীকার করছি যে আমায় নিরাশ হতে হলো। প্রথমে তো মনে হলো, কিছুই কোথাও নেই। যাই হোক দ্বিতীয়বার নজর করতেই দেখলাম, সাদাম্পটন রোডে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ছাই রং-এর পোশাক পরা ছোট্ট মানুষটি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে মনে হল। রাস্তাটা জনবহুল, সব সময়েই একজন না একজন থাকত ও রাস্তায়। লোকটি কিন্তু আমাদের জমির ওধারের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আগ্রহভাবে এদিকে তাকিয়ে ছিল। আমি রুমাল নামিয়ে মিসেস রুক্যাসলের দিকে তাকালাম। দেখলাম, তিনি তীক্ষ্ণ, সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে এক নজরে চেয়ে আছেন। তিনি কিছু বললেন না, কিন্তু আমার স্থির মনে হলো, আমার হাতে যে আয়না আছে, আর আমার পেছনে যা ঘটছে তা যে আমি দেখে ফেলেছি এটা তিনি বুঝতে পেরে গেছেন। কারণ তখন তিনি উঠে পড়লেন হঠাৎ।

তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন,—জেফ্রো, দেখোতো, রাস্তার ধারে একজন ভদ্রলোক, মিস্ হান্টারের হাঁ করে তাকিয়ে আছেন।

মি. রুক্যাসল বললেন—মিস্ হান্টার, উনি তোমার কোনো বন্ধু নন তো?

আমি বললাম, আজ্ঞে না, এ অঞ্চলের আমি কাউকে চিনি না।

তাইতো! কতোখানি ধৃষ্টতা! মি. রুক্যাসল্ বললেন, ওকে ইসারা করে চলে যেতে বলো তো!

আমি বললাম—কিন্তু এটাতে ধর্তব্যের মধ্যে না আনাই ভালো।

রুক্যাসল বললেন, সেকি! না—না, তাহলে অনবরতই এদিকে ঘুরঘুর করে বেড়াবে। তুমি ওকে ইশারা করে চলে যেতে বলো।

আমি কথামতো তাই করলাম। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ রুক্যাসল্ জানলার পর্দা টেনে দিলেন।

এটা হলো এক হপ্তা আগের ব্যাপার। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, তারপর থেকে সে নীল পোশাকে আমাকে জানলাতেও বসতে বলা হয়নি, আর সেই লোকটিকেও আর রাস্তায় দেখা যায়নি।

হোম্‌স্ বললেন, বলে যাও; কাহিনীটি খুবই চিত্তাকর্ষক বলে মনে হচ্ছে। আমার ভাবনা হচ্ছে আপনি হয়তো এটা অসংবদ্ধ বলে মনে করবেন। যেমন যেমন ঘটনা ঘটেছে তাদের মধ্যে যোগসূত্র হয়তো সামান্যই। প্রথম যেদিন কপার বীচেস-এ গেছিলাম, মি. রুক্যাসল্ আমাকে বার-বাড়িতে রান্নাঘরের পাশের এক ছোট্ট ঘরের কাছে নিয়ে গেলেন। সেদিকে যেতে যেতে শিকলের ঝন্‌ঝনানি কানে এলো। কোনো একটা বড় জন্তু যেন চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে বলে মনে হলো। দেখলাম, দু-টুকরো তক্তার মাঝখানে একটা ফাঁক আছে। তাকে চোখ রেখে মি. রুক্যাসল্ বললেন,—দেখো দেখি, কী চমৎকার, না?

সেই ফাঁক দিয়ে আমি দুটো জ্বলন্ত চোখ দেখতে পেলাম। আমি চম্‌কে উঠেছিলাম। আমার মনিব হেসে বললেন, ভয় পেয়ো না, ওটা আমার ডালকুত্তা, কার্লো। ওকে একবেলা অল্প করেই খেতে দেওয়া হয়, ফলে ও সব সময়ই ক্ষুধার্ত থাকে। রাতের বেলায় ওকে ছেড়ে দেওয়া হয় আর তখন যদি ওর সামনে অপরিচিত কেউ পড়ে, ঈশ্বর জানেন তার কী হবে! কক্ষনো রাতের বেলায় দরোজার বাইরে বেরিয়ো না।

আমার এর পরবর্তী অভিজ্ঞতা আরও আশ্চর্য। আপনাকে বলেছি যে লণ্ডনে থাকতেই আমি আমার চুল ছেঁটে ফেলি। সেটাকে জড়িয়ে বাণ্ডিল করে আমার তোরঙের একেবারে তলায় রেখে দিয়েছিলাম একদিন সন্ধ্যেবেলা বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি ঘরের কোণায় একটা দেরাজ আলমারিতে জামাকাপড়গুলো গোছানোয় মন দিলাম। আলমারিটার ওপরের দুটো দেরাজ ছিল খালি আর খোলা। কিন্তু নিচের দেরাজটায় চাবি লাগানো ছিল। ওপরের দুটো আমার জামাকাপড়ে ভর্তি হয়ে যাওয়ায়, আরও কিছু জামাকাপড় আর টুকিটাকি কিছু বাইরে রয়ে গেল। তাই আমি আমার চাবির গোছা নিয়ে একটার পর একটা চাবি ঘুরিয়ে অবশেষে দেরাজটা খুললাম। চমকে উঠলাম। দেরাজটার ভেতরে আমারই কাটা চুলের বাণ্ডিল! অবিকল এক! চুলের রঙ এবং গুছির মাপ একই। আমি তাড়াতাড়ি কম্পিত হস্তে আমা টিনের বাক্স খুলে জিনিসপত্র টেনে ফেলে দিয়ে তলা থেকে আমার চুলের বাণ্ডিলটা বার করলাম। দুটো বেণী পাশাপাশি রেখে দেখলাম, বিশ্বাস করুন মি. হোম্‌স্ হুবহু এক! আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। সেই নোতুন চুলের বাণ্ডিলটা যথাস্থানে রেখে দিলাম।

কৌতূহল মনে মনে চেপে রাখলাম। পরদিন বাচ্চাকে নিয়ে বেড়াবার সময় ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির ওপাশে এমন একটা জায়গায় গেলাম যেখান থেকে ঐ দিকের জানলাগুলো দেখা যায়। সারি সারি চারটে জানলা, তবে তিনটে ধুলো বালিতে একেবারে ভর্তি অন্যটার কেবল খড়খড়ি তোলা। সব ঘরগুলিই খালি এবং রহস্যজনক বলে মনে হলো। পরদিন এব্যাপারে মি. রুক্যাসল্‌কে বলতেই তিনি বিস্মিত হলেন। চম্‌কে উঠলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, ছবি তোলাটাও আমার শখ। ওদিকটায় ডার্করুম করেছি।

তারপর মি. হোম্‌স্, যে মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম যে, ঐ ঘরগুলোর মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমার জানবার কথা নয়। তখন থেকেই আমার মনে অদম্য ইচ্ছে জাগলো ঘরগুলো দেখার। মন আমার বলতে লাগল যে আমার অনুসন্ধানে একটা কিছু সুফল ফলবেই। গতকাল একটা সুযোগ এলো। আপনাকে বলা দরকার মি. হোম্‌স্, মি. রুক্যাসল্ ছাড়াও ওই শূন্য ঘরগুলোতে, বাড়ির চাকর টলার আর তার স্ত্রীরও যাতায়াত আছে। টলারকে একবার মস্ত বড় একটা কালো কাপড়ের থলি নিয়ে নিচের ওই দরোজা পার হতে দেখেছি। সম্প্রতি কদিন সে খুব বেশিরকম মদ খাচ্ছে। কাল তো একেবারে নেশায় চুর হয়েছিল। দোতলায় এসে দেখলাম দরোজায় চাবি ঝুলছে, ওটা নিঃসন্দেহে টলার ফেলে গেছে। মি. এবং মিসেস রুক্যাসল্ তখন নিচে, বাচ্চাটাও তাঁদের কাছে। এ সুবর্ণ সুযোগে আমি আস্তে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভিতরে

ঢুকলাম। দেখলাম মাঝখানেরটা আর দুটো ঘরেই ধূলোভরা অন্ধকার। হুড়কো লাগানো দরোজাটা বাইরের দিকের খড়খড়ি খোলা জানালার একেবারে সরাসরি, তবু দরোজার তালা দিয়ে যেটুকু আলো দেখা যাচ্ছিলো, তাতে মনে হলো, ঘরটা অন্ধকার নয়। সম্ভবত স্ক্যাই লাইট দিয়ে আলো ভিতরে আসছে। গলিপথে সেই অল্পক্ষণে দরোজাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, কী রহস্যই না লুকোনো আছে এই ঘরে! হঠাৎ ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। দরোজার তলা দিয়ে যে সামান্য একফালি আলো আসছিল তাতে দেখলাম, একজন লোকের চলাচলের ছায়া পড়েছে। চরম উত্তেজনার মাঝে হঠাৎ যেন আমার সমস্ত শক্তি লোপ পেয়ে গেল। গলিপথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে দরোজা পার হয়ে একেবারে বাইরে এসে মি. রুক্যাসল-এর কোলের মধ্যে ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

তিনি হেসে বললেন, ঠিক আন্দাজ করেছি। দরোজা খোলা দেখেই ভেবেছিলাম—তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। তারপর দাঁত কিড়মিড় করে বললেন—ফের যদি কখনো ও চৌকাঠ মাড়াও, তাহলে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো। পৈশাচিক দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

শিগ্গিরই মন ঠিক করে ফেললাম। বাড়ি থেকে আধমাইল দূরে গিয়ে টেলিগ্রাম করলাম আপনাকে।

সব শোনবার পর হোম্স্ নিবিষ্টচিত্তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাহিনী শোনবার পর পকেটে হাত ঢুকিয়ে গম্ভীর মুখে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারী করতে লাগলেন। তারপর বললেন—

মিস্ হান্টার, বরাবরই লক্ষ্য করছি, তুমি অত্যন্ত সাহস আর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এসেছো। আর একটা কটির কাজ করতে পারবে কি? মন দিয়ে শোনো, আমরা দুজনে মানে আমি আর আমার বন্ধু ওয়াটসন সাতটার সময় 'কপার' বীচেস'-এ উপস্থিত হবো। আর তোমার কাছ থেকে যখন জানলাম রুক্যাসলরা থাকবেন না, আর মনে হয় টলারও তখন মদে চুর হয়ে থাকবে। শুধু তোমাকে টলারের স্ত্রীকে যে কোনো আছিলায় মদের ভাঁড়ারে পাঠিয়ে চাবি বন্ধ করতে পারলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে। এটা তুমি নিশ্চয়ই পারবে। তখন আমরা সমস্ত ব্যাপারটা তন্ন তন্ন করে দেখবো। মনে হচ্ছে, তোমাকে এখানে কারো ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যেই আনা হয়েছে। আসল লোক ঐ ঘরে বন্দী। আর ঐ বন্দিনী যে ওঁর সেই মেয়ে অ্যালিস রুক্যাসল, এ বিষয়েও আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। এখন আমার কাছে নিঃসন্দেহ যে, আরো প্রকারে এমন কি চুলের রঙে পর্যন্ত তার সঙ্গে মিল থাকাতেই তোমায় নির্বাচন করা হয়। তার চুল কেটে ফেলা হয়েছে, ফলে তোমাকেও চুল বিসর্জন দিতে হলো। রাস্তার সেই লোকটি নিঃসন্দেহে তার কোনো বন্ধু। বাক্দত্তাও হতে পারে। তোমাকে দেখতে অ্যালিসের মতো, তোমার গায়েও তার পোশাক। তোমায় দেখে, তোমায় হাসতে দেখে এবং পরে তোমার ইশারা পেয়ে লোকটির মনে হয়েছে যে, অ্যালিস সুখেই আছে এবং ওর দিক থেকে খোঁজ খবর নেবার বিশেষ দরকার নেই। রাতের বেলা যাতে কোনোরকম যোগাযোগড় ঘটাতে না পারে সেইজন্যে কুকুরটাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার। তবে আমাদের প্রতিপক্ষ খুব ধূর্ত। তবে রহস্যভেদ করতে আর বেশি দেরি হবে না। চলি,—সাতটার সময় দেখা হবে।

হোম্স্রা যথাসময়ে ঘোড়ার গাড়িটাকে পথের ধারে এক সরাইখানায় রেখে 'কপার-বিচেস'-এ হাজির হলেন। নিচের দিকে একটা দুমদাম আওয়াজ হতেই মিস্ হান্টার বলল—ও কিছু না টলারের বৌ ও ঘরে বন্দি। আর ওর স্বামীটা রান্নাঘরে কম্বলের ওপর পড়ে মদে চুর হয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

সবাই সিঁড়ি ভেঙে উঠে হান্টারের হাত থেকে চাবি নিয়ে হোম্স্ দরোজার তালা খুললেন। তারপর গলিপথ দিয়ে তার পেছন পেছন গিয়ে অবশেষে হান্টার বর্ণিত অবরুদ্ধ দরজার সামনে হাজির হলেন, হোম্স্ দড়িটা কেটে সরালেন। তারপর বিভিন্ন চাবি লাগিয়েও তালা খুলতে পারলেন না। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে হোম্সের মুখ অন্ধকার হয়ে এল।

হোম্‌স্‌ বললেন, আমার বিশ্বাস আমাদের খুব দেরি হয় নি। মনে হয়, মিস্‌ হান্টার, তোমাকে ছেড়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এসো ওয়াটসন, দুজনে মিলে কাঁধ লাগিয়ে দেখি ঢুকে পড়তে পারা যায় কিনা। দরোজাটা ছিল জরাজীর্ণ আমাদের সম্মিলিত চাপে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ল। কিন্তু ঘর জনশূন্য। ছোট একটা খড়ের গদিওয়ালা খাটে ভেঙে পড়ল। কিন্তু ঘর জনশূন্য। ছোট একটা খড়ের গদিওয়ালা খাটে একটা ছোট্ট টেবিল, আর একবাক্স জামাকাপড় ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই। স্কাইলাইটটা খোলা। বন্দিনী উধাও।

হোম্‌স্‌ বললেন, একটা কিছু ঘটে গেছে। মিস্‌ হান্টারের উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরেই বোধহয় বন্দিনীকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

আমি বললাম, কিন্তু পালাল কেমন করে?

হোম্‌স্‌ বললেন,—ঐ স্কাইলাইট দিয়ে। কিভাবে কী করল তা এখনই বোঝা যাবে। বলেই তিনি এক ঝোঁকে ছাদে গিয়ে উঠলেন। এই দেখ একটা দড়ির হালকা সিঁড়ি ঝুলছে। এরই সাহায্যে পালিয়েছে। সিঁড়িতে যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি—হোম্‌স্‌ কান খাড়া করে শুনে বললেন,—শব্দটা সম্ভবত রুক্যাসেলের পায়ের—আমার মনে হয়, ওয়াটসন, পিস্তলটা বাগিয়ে রাখাই ভালো হবে।

হোম্‌সের কথা শেষ হতে না হতেই দোরগোড়ায় এক মোটাসোটা, লম্বা চওড়া পুরুষকে দেখা গেল। তার হাতে একটা ভারী লাঠি। তাকে দেখতে পেয়েই মিস্‌ হান্টার চিৎকার করে দেওয়ালের গায়ে গিয়ে লেপটে দাঁড়াল। হোম্‌স্‌ কিন্তু একলাফে এগিয়ে গিয়ে তার সামনে রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, শয়তান, বল্‌ তোর মেয়ে কোথায়?

রুক্যাসল্‌ একবার চারিদিক দেখে নিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, ওরে চোর, গোয়েন্দার দল! আমি তোদের ধরে ফেলেছি! তোরা এখন সম্পূর্ণ আমার মুঠোর মধ্যে! দাঁড়া তোদের মজা দেখাচ্ছি! বলে সে হৈ হৈ করে দ্রুত পায়ে নীচে নেমে গেল।

মিস্‌ হান্টার বললো—নিশ্চয় ও কুকুর আনতে এলো।

ওয়াটসন বললেন, ভয় নেই আমার হাতেও রিভলভার আছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে হলঘরে পৌঁছুতেই ডালকুত্তার গর্জন কানে এলো। আর পরক্ষণেই উদ্বেগজনক আওয়াজ মেশানো এক ভয়াবহ আর্ত চিৎকার শুনতে পাওয়া গেল।

হোম্‌স্‌ আর ওয়াটসন বাড়িটার মোড় ঘুরে দৌড়ে গিয়ে দেখলেন,—মি. রুক্যাসল্‌ মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে আর মোচড় খাচ্ছে। আর ক্ষুধার্ত পশুটা তার গলা কামড়ে ধরেছে। ওয়াসটন দৌড়ে গিয়ে গুলি মেরে কুকুরটার মাথার ঘিলু উড়িয়ে দিলেন। বহু কষ্টে জন্তুটার কামড় ছাড়িয়ে রুক্যাসলকে টেনে বার করে ভিতরে আনা হলো। গলাটা তার ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

এমন সময় টলারের স্ত্রী ছাড়া পেয়ে সেখানে এসে বললো, সব পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছি। ছাড়া থাকলে অনেক আগেই সব বলতে পারতাম। পুলিশ হাঙ্গামা হলে জেনে রাখবেন আমি আপনাদের বন্ধুর পক্ষেই আছি, আর মিস্‌ অ্যালিসেরও বন্ধু ছিলাম আমি। কিন্তু সে এতো ধীর স্থির আর শান্ত যে, কক্ষনো কিছু মুখে বলতো না। বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করায় সে মনে মনে খুব আঘাত পেয়েছিল।

মি. রুক্যাসল্‌ জানতেন, অ্যালিসের দিক থেকে আর সম্পত্তি ব্যাপারে ভয়ের কোনো কারণ নেই। কিন্তু যখন তার স্বামী হবার সম্ভাবনা দেখা দিল, সুতরাং যে কোনো সময়েই সে আইন অনুযায়ী সব কিছুই দাবী করতে পারে। তখনই তার বাবা এ ব্যাপারে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। তিনি ওকে দিয়ে একটা কাগজ সই করিয়ে নিতে চাইলেন যার ফলে ও বিয়ে করুক আর নাই করুক তিনি ইচ্ছেমতো ওর টাকাকড়ি খরচ করবার অধিকার পেতে পারতেন। ও কিছুতেই রাজি হলো না। উনি কিন্তু ওকে এতো জ্বালাতন করতে লাগলেন যে অ্যালিসের খুবই মাথার যন্ত্রণা হতে থাকলো। জ্বরী হলো। দেড় মাস দরে যমের মানুষে টানাটানি। ক্রমে সে সুস্থ হয়ে উঠল বটে কিন্তু একেবারে অস্থিকঙ্কালসার হয়ে গেল। ওর চমৎকার চুলের গোছাও

কেটে ফেলতে হলো।

হোম্‌স্ বললেন, বাকিটা আমি বলে দিচ্ছি। এর পরেই মি. রুক্যাসল্ এমনিভাবে তাকে বন্দী করলেন?

টলারের স্ত্রী বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর নাছোড়বান্দা মি. ফাউলারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে মিস্ হান্টারকে আমদানী করা হলো। কিন্তু মি. ফাউলার হাল ছাড়লেন না। আমার স্বামীর মদের জন্যে ঢালাও পয়সা দিতেন। আর আমিই অ্যালিসকে দড়ি মই জুগিয়ে পালাতে সাহায্য করেছি।

হোম্‌স্ বললেন—মিসেস্ টলার তোমার কথায় সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তোমাকে ধন্যবাদ।

চলো ওয়াটসন, মিস্ হান্টারকে নিয়ে আমরা উইঞ্চেস্টারে ফিরে যাই।

# কমলালেবুর পাঁচটা বিচি

সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিক। প্রাকৃতিক তাণ্ডবলীলা দিনরাত্রি অবিরামভাবে চলেছে। জনজীবন বিপর্যস্ত। যতো সন্ধ্যা এগিয়ে এল, ঝড় আরো জোরে গর্জন করে এল।

চুল্লির একধারে বসেছিলেন শার্লক হোম্‌স্। মেজাজটা তার খিচড়ে রয়েছে। ওয়াটসনের স্ত্রী তার মায়ের কাছে বেড়াতে যাওয়ায়, ওয়াটসন কয়েকদিন দরেই বেকার স্ট্রিটে হোম্‌সের কাছে থাকছেন।

হঠাৎ শার্লক হোম্‌সের ফ্ল্যাটের দরোজায় কলিং বেলের শব্দ—ওয়াটসন ও শার্লক হোম্‌স্ দুজনেই অবাক। এই দুর্যোগের রাতে কে আবার এল।

একটু পরেই বছর বাইশ বয়েসের এক যুবক। শার্লক হোম্‌সের বসবার ঘরে ঢুকল। দেহের বর্ষাতি ও হাতের ছাতা জলে ভিজে জল ঝরছে। তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে। সাংঘাতিক বিপদগ্রস্ত না হলে এই বিপদ নিয়ে কেউ বাড়ির বাইরে বার হয় না।

যুবকটি সসঙ্কোচে বলে—অসময়ে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি। হোম্‌স্ সে কথায় কর্ণপাত না করে, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং যুবকটির ভিজে ছাতা ও বর্ষাতি ঘরের হ্যাঙারে টাঙ্গিয়ে দেয়। শুধু হোম্‌স্, যুবকটিকে একটিই প্রশ্ন করেন—আপনি নিশ্চয়ই দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে আসছেন?

যুবকটি সসঙ্কোচে জবাব দেয়, আজ্ঞে হ্যাঁ, হর্সহ্যাম থেকে আসছি। হোম্‌স্ বললেন আপনার জুতোর ডগায় যেভাবে খড়ি ও মাটি মিশে আছে তাতে আপনার আগমনের জায়গা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবার বলুন—আচ্ছা, একটু আগুনের দিকে এগিয়ে বসুন—হ্যাঁ, এবার বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?

যুবকটি নিজের নাম জন ওপেন-শ বলে পরিচয় দেয়। তার এখানে আসার কারণ জানাবার আগে নিজেদের পরিবারের পরিচয় দিতে শুরু করলো—জন ওপনে-শ-এর ঠাকুদার দুই ছেলে ছিল। জোসেফ হলো জন ওপেন-শ-এর বাবা। এলিয়াস হলো তার কাকা। ঠাকুর্দার কভেনট্রিতে একটা কারখান ছিল। সে কারখানা বাবার হাতে পড়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে। তাতে বিস্তর লাভ হ'তে থাকে।

এ অবস্থায় মোটা টাকায় কারখানাটা বিক্রি করে বাবা ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করে।

আমার কাকা এলিয়াসম অল্প বয়সে আমেরিকার ফ্লোরিডার চলে গেছিলেন। সেখানে কৃষিকাজ করে বেশ পয়সা করেছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি জ্যাকসনের বাহিনীতে যোগদান করেন। পরে হুড়ের অধীনেও লড়াই করেন এবং শেষ পর্যন্ত কর্নেল-এর পদ পেয়েছিলেন। ১৮৬৯ কি ৭০ সালে তিনি যুদ্ধের পর ফিরে হর্সহ্যামের কাছে সাসেক্সে ছোটোখাটো বেশ কিছু জমি কেনেন। চাষবাস করে ভালো পয়সা উপার্জন করেন। কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই অদ্ভুত প্রকৃতির। যেমন ছিলেন হিংস্র, তেমনি ছিলেন রগচটা। একবার রেগে গেলে যাকে তাকে যা খুশি বলে দিতেন। তিনি অসামাজিকও ছিলেন। কারও সাথে মিশতেন না। এমনকি,

শহরে পর্যন্ত যেতেন না। একটা বিরাট বাগানের মধ্যে তার বাড়ি ছিল। বাগানের চারিদিকে ছিল ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠে তিনি বেড়াতেন আর ব্যায়াম করতেন প্রচুর পরিমাণে ব্রাণ্ডি ও ধূমপান করতেন। লোকজন, এমনকি নিজের দাদা বা আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গেও দেখা করতো না।

আমার ভাগ্য ভালো, তাই তিনি আমাকে বেশ পছন্দ করতেন এবং আমাকে তার কাছে রেখেছিলেন। ষোল বছর বয়সেই সংসারের দায়িত্ব আর ব্যবসা পত্তরের দায়িত্ব আমাকে দিয়ে কাকা নিশ্চিন্ত ছিলেন। তার শান্তি ব্যাঘাত না করে আমার যেখানে খুশি যাবার অধিকার ছিল। ছিল না শুধু ছাদের ওপর একটা চিলে কোঠায় যাবার। সে ঘরটা সবসময় তালা দেওয়া থাকতো। কারও সেখানে ঢোকার অধিকার ছিল না।

১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের হঠাৎ একদিন একটা এনভেলাপ কাকার নামে আসে। ডাকঘরের ছাপ দেখে দেখি, চিঠিটা ভারতবর্ষের পণ্ডিচেরী থেকে এসেছে। কাকা তো কারও সঙ্গে মেশেন না। যার যা পাওনা গণ্ডা তা নগদ টাকায় শোধ করে দেন। তাকে এতোদূর থেকে কেইই বা চিঠি লিখতে পারে!

নানারকম কৌতূহল মনে চেপে রেখে এানভেলাপটা কাকাকে দিই। কাকা চিঠিটা পেয়ে যে খুশি হয়নি তা তার মুখ দেখে বুঝতে পারলাম। চিঠিটায় ডাকঘরের ছাপ দেখে কাকার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। এনভেলাপটা ছিঁড়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এন্ভেলাপটার ভেতর থেকে পাঁচটা কমলালেবুর বিচি টেবিলের ওপর সশব্দে পড়ে। এনভেলাপের ভেতরে কোনো চিঠি নেই। শুধুমাত্র যেখানে আঠা লাগাবার জায়গা সেখানের কিছু নিচে লাল কালি দিয়ে তিন বার লেখা—K.K.K। অস্ফুট স্বরে তার গলা থেকে শোনা গেল হায় ঈশ্বর! এবার আমার সমস্ত দুষ্কর্ম আমাকে গ্রাস করতে আসছে!

কিছু বুঝতে না পেরে, ব্যাপারটা জানার জন্যে কাকাকে প্রশ্ন করলে কাকা বললেন—বিপদ তার বাড়ির দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছে। কথা বলতে বলতে কাকা টলতে টলতে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েন। কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমনসময় দেখি কাকা একটা মরচে ধরা পুরোনো তালার চাবি ও একটা ছোট পেতলের বাক্স নিয়ে চিলে কোঠা থেকে নেমে আসছেন।

আমাকে সামনে দেখে কাকা আপন মনে বলে ওঠেন, ওরা যা খুশি করুক, আমি বাজিমাৎ করবোই। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কাকা বললো,—মেরিকে বলো, আজকে আমার ঘরে আগুন জ্বালাতে হবে। আর হর্সহ্যামের উকিল ফোর্ড হ্যামের কাছে লোক পাঠাও। তার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে।

কাকার সব আদেশই আমি পালন করি। তাই এ আদেশও পালন করলাম। যথাসময়েই উকিলবাবু এলেন। কাকা আমাকে ডাকলেন সে সময়। ঘরে গিয়ে দেখি, ঘরে ফায়ার প্লেসের আগুনে কিছু কাগজ পোড়ানো হয়েছে। ফায়ার প্লেসের পাশে কাকার হাতে দেখা সেই পেতলের ছোট বাক্সটা পড়ে আছে দেখলাম।

আমাকে দেখে কাকা আমাকে তার কাছে নিয়ে বসে বলে—আমি চাই আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তোমার বাবার নামে উইল করে দিতে। অবশ্য তোমার বাবার অবর্তমানে সেই সম্পত্তি তুমিই পাবে। তবে এখন তোমার কাজ হলো, তুমি এই উইলের সাক্ষী হবে।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই যে, এ সম্পত্তি ভোগ দখল করাকালীন যদি কোনো ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হও, সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার যদি কোনো পথ না থাকে, তাহলে নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যে বিষয়-আশয় শত্রুদের দিয়ে দিও। অযথা জীবনের ঝুঁকি নিও না। অবশ্য ও জ্ঞাতীয় সম্পত্তির অংশীদার করতে আমারও খারাপ লাগছে। তবে আমি নিরুপায়। আর শোনো উকিলবাবুর করা উইলে যেখানে যেখানে সই করার প্রয়োজন আছে, সেখানে সেখানে উকিলবাবুর কথামতো তুমি সই করে দাও।

এরপর নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন মি. হোম্স্ যে আমার মনের অবস্থাটা কিরকম?

অনেক চিন্তা ভাবনা করেও কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এই বিপদ থেকে কাকাকে কিভাবে মুক্ত করবো? সেদিনের পর থেকে কাকা আরও বেশি করে মানুষজনের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখেন। অধিকাংশ সময় নিজের ঘরের ভেতরে তালা চাবি লাগিয়ে শুয়ে বসে থাকেন মাত্রা ছাড়া মদে চুর হয়ে।

এক একদিন দেখেছি, নেশা কিংবা মানসিক যন্ত্রণার বশে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে, হাতে খোলা রিভালভার নিয়ে বাগানে ছুটে বেড়াতে। বিড়বিড় করে বলতে, আমি কাউকে কেয়ার করি না। কেউ যদি ভেবে থাকে আমি ভয় পেয়েছি, তাহলে সে ভুল করবে। আমি খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ থাকার মানুষ নই। স্বয়ং শয়তানও আমাকে কায়দা করতে পারবে না। উত্তেজনা প্রশমিত হলে, সে আগের মতো ছুটে নিজের ঘরে ঢুকত। ভেতর থেকে ঘরের দরোজা বন্ধ করতো। কোনো সাড়াশব্দ ঘরের ভেতর থেকে বেরুত না।

এরপরের ঘটনা অতিসংক্ষেপ। একদিন রাতে কাকা মত্ত অবস্থায় উত্তেজনা বশে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে বাগানের দিকে যায়। আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বাড়ির চাকর-বাকরদের নিয়ে কাকাকে খুঁজতে বাগানে যাই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাত্র দু-ফুট গভীর একটা ছোটো ডোবার মধ্যে কাকাকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখি। দেহে কোনো আঘাত বা ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন ছিল না। বিচারে যদিও বিচারপতি কাকার অদ্ভুত আচরণের ব্যাপারটা আত্মহত্যা বলে রায় দিলেন, তবু আমি মনে-প্রাণে ব্যাপারটা আত্মহত্যা বলে রায় দিলেন, তবু আমি মনে-প্রাণে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারলাম না।

উইলের বয়ান অনুযায়ী আমার বাবা বিষয় সম্পত্তি পায়। এবার মি. হোম্‌স্ একটু নড়ে চড়ে বসলেন, বললেন—আচ্ছা মি. শ' কতোদিনের পর আপনার কাকা মারা যান?

শ' বললো, চিঠিটা এসেছিল ১৮৮৩ সালের ১০ই মার্চ। আর ঠিক সাত সপ্তাহ পরে ২রা মে রাতে ঘটনা ঘটে।

বেশ, তারপর কী হল? হোম্‌স্ বেশ মনোযোগ দিয়ে প্রশ্ন করেন।

শ' আবার শুরু করলো। তারপরের ঘটনা হলো, বাবা সম্পত্তির মালিক হবার পর আমারই অনুরোধে কাকার সেই চিলেকোঠার দরোজা খোলা হল। ঘরে সেই আগের পেতলের বাক্সটা পাওয়া গেল। কিন্তু তার ভেতরে কোনো কাগজপত্তর পাওয়া যায়নি। বাক্সটার ডালায় শুধু তিনবার 'K' লেখা আছে। আমার মনে হয় কাকা জীবিত অবস্থায় বাক্সের কাগজগুলো নিশ্চয়ই ফায়ার প্লেসে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। পেতেলের বাক্স ছাড়া আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি চিলেকোঠায়। আর যা পাওয়া গেছে, তা হলো, কাকার যুদ্ধে থাকাকালীন ডায়েরি ও ছেঁড়া কাগজপত্র।

১৮৮৫ সালের ৪ জানুয়ারির পর একদিন বাবার হাতে আগের মতো একটা এনভেলাপ আসে তার ভেতরে আগের মতোই পাঁচটা কমলালেবুর বিচি খাম খুলতেই মেঝেয় ছিট্‌কে পড়ে। এনভেলাপের আঠা লাগানো জায়গায় নিচে তিনবার K.K.K. শব্দ লাল কালি দিয়ে লেখা। কাকার ঘটনাটা বাবা বিশ্বাস করে। কাজেই ব্যাপারটা বুজরুকি ও নেহাৎ ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে নি।

এনভেলাপের মধ্যে লাল কালি দিয়ে লেখা তিনবার K দেখে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। K লেখার নিচেই দেখতে পাই, লেখা আছে, কাগজপত্র সূর্য ঘড়ির ওপর রেখে দিও।

সূর্য ঘড়ি ও কাকার পুড়িয়ে ফেলা কাগজপত্রের কথা সবিস্তারে বাবাকে বলি। বাবা এবার মনে মনে সাহস পায়। বাবা ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলো না।

আমি কিন্তু বাবার মতো ব্যাপারটাকে লঘু করে দেখতে পারি না। পুলিশের সাহায্যের কথা বলি। বাবা রাজি হয় না।

চিঠি পাবার দিন তিনেক পরে বাবা তার বন্ধু মেজর ফ্রিবডির সঙ্গে পোর্টডাউন হিলের দুর্গে দেখা করতে রওনা হয়। আমি মনে মনে শান্তি পাই, কারণ এরকম পরিস্থিতিতে বাবা

যতোই এখান থেকে দূরে থাকে ততোই মঙ্গল।

আমার অনুমান কিন্তু ঠিক হল না। বাবা পোর্টডাউন হিলের দুর্গে রওনা হবার দ্বিতীয় দিন পরেই মেজর ফ্রিবডি আমাকে টেলিগ্রাম পাঠায়। টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্র আমি যেন পোর্টডাউন হিলের দুর্গে পৌঁছোই! সেখানে পৌঁছে জানতে পারি যে, পোর্টডাউন হিলের এলোমেলো কোনো একটা পাথরের ফাঁদে পড়ে বাবার মাথাটা থেঁৎলে গেছে। এখনও তার শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে, কখন কী হয় বলা যায়না। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না এইসব গটনার প্রবৃত তথ্য। বাবা মারা গেলেন। ফলে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হ'লাম আমি।

বাবার মৃত্যুর পর দু-বছর কেটে গেছে। সেরকম কোনো বিপদের আভাস আর পাই নি। ভাবলাম, আমাদের বংশের দুজনের প্রাণ নিয়ে বোধ হয় আমাদের বংশের কালিমা ঘুচে গেছে। আর কোনো বিপদ আসার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু গতকাল আমার নামে ঠিক সেরকমই একটা এনভেলাপ এসেছে।

ওপেন-শ' পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে এবং এনভেলাপের ভেতর থেকে কমলালেবুর পাঁচটা বিচি হোম্‌স্-এর টেবিলের ওপর রাখে।

খামের ভেতরে তিনবার K লেখাটার নিচে লেখা 'কাগজগুলো সূর্যঘড়ির ওপর রেখে দিও'। শ' লেখাটা হোম্‌স্‌কে দেখিয়ে বলে, কাকা ও বাবার মতো আমার জীবনও শেষ হয়ে এসেছে। কি যে করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ভীষণ অসহায় বোধ করছি। পুলিশের কাছে গেছিলাম। পুলিশ ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিল। পুলিশ মন্তব্য করলো কাকা ও বাবার মৃত্যু আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই মৃত্যুর সঙ্গে এ জাতীয় হাস্যকর চিঠির কোনো সম্বন্ধ নেই।

পুলিশের মন্তব্য শুনে শার্লক হোম্‌স্ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলেন—পুলিশের কাছেই যখন গেছেন, তখন আমার কাছে কেন? এতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। অনেক আগেই আমাদের কাজ শুরু করা উচিত ছিল। আচ্ছা, মি. শ', এমন কোনো সামান্য খুঁটিনাটি প্রমাণ আছে যার সূত্রে আমরা এগোতে পারি?

জন ওপেন-শ নিজে পকেট হাতড়ে একটা নীল রং-এর কাগজ বের করে হোমসের টেবিলে রেখে বলে, কাকা যেসব কাগজ পুড়িয়ে ছিল, সেগুলোর ভেতর থেকে প্রায় অক্ষত অবস্থায় এ কাগজটা আমি পেয়েছিলাম। অবশ্য কাগজের লেখাটা আমার কাকার বলে আমার ধারণা।

জন ওপেন-শ'র হাত থেকে নীল কাগজটা হোম্‌স্ নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলেন। তাতে লেখা আছে, ৪ মার্চ হাডসন এসেছিল। সেই একই মত। ৭ ম্যাকাউলি, প্যারামোর আর সেন্ট আগাস্টিনের সোয়েন বিচি পাঠানো হলো। ৯ই ম্যাকাউলি সরে গেছে। ১০ জুন সোয়েন সরে গেছে। ১২ই প্যারামোরকে দেখতে গেছিলাম, সব ঠিক আছে।

ধন্যবাদ। হোমস কাগজটা ভাঁজ করে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, কিছুতেই আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করব না। আপনি আমাকে যা যা বললেন, তা আলোচনা করার সময়টুকুও পর্যন্ত আমাদের হাতে নেই। এক্ষুনি আপনাকে বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজে লাগতে হবে। বাড়িতে ফিরে সেই পেতলের বাক্সটার ভেতরে এই কাগজটা রাখতে হবে। সঙ্গে একটা চিঠি লিখবেন যে, এ কাগজটা ছাড়া বাকি কাগজ আপনার কাকা পুড়িয়ে ফেলেছে। অবশ্য কথাগুলো এমন কায়দা করে লিখবেন যে, যাকে লিখছেন তিনি যেন বিশ্বাস করনে। তারপর পেতলের বাক্সটা সূর্যঘড়ির ওপরে রেখে আসতে হবে।

জন ওপেন শ' হোম্‌সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রচণ্ড জলঝড়ের মধ্যে রাস্তায় নেমে পড়ে।

আর শার্লক হোম্‌স্ বইয়ের তাক থেকে 'K' শব্দ বিশিষ্ট বইটি নিয়ে আপন মনে বলতে থাকে, প্রথম চিঠি এসেছিল ভারতের পণ্ডিচেরী থেকে। দ্বিতীয় চিঠি ডাণ্ডি থেকে। তৃতীয় চিঠি এল, পূর্ব লণ্ডন থেকে। তা হলে দেখা যাচ্ছে। তারাই বিভিন্ন জায়গায় দলের পরিকল্পনা মতো

কাজ করে বেড়াচ্ছে।

কথা বলতে বলতে হোম্‌স্ হঠাৎ চুপ্ হয়ে গেলেন। বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করে কিছুক্ষণ বাদে, ওয়াটসনকে বললেন—আচ্ছা ওয়াটসন, তুমি কি কখনও 'কু-ক্লু-ক্ল-ক্ল্যান্'-এর নাম শোনোনি?

ওয়াটসন বললেন, কই না তো!

শার্লক হোম্‌স্ বইয়ের পাতায় দৃষ্টি স্থির রেখে বলে, বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই সংস্থার নাম রাখা হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গৃহযুদ্ধের পর। এর মধ্যে অধিকাংশ সদস্যই হলো প্রাক্তন সৈনিক। ক্রমে এদের শাখা টেনেসি, লুই সিয়ানা, উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনা, জর্জিয়া ও ফ্লোরিডা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। এদের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক মতাবলম্বী মানুষদের আশা চরিতার্থ করা। এদের মতের বিরুদ্ধে যারা যেতো তাদের একমাত্র শাস্তি হতো মৃত্যু। অবশ্য কঠিন শাস্তি দেবার আগে এরা অদ্ভুতভাবে চিহ্নিত ব্যক্তিকে সজাগ করে দিতো। কখনও তারা পাঁচটি কমলালেবু পাঠাতো, কখনো বা ওক গাছের পাতা পাঠাতো। তা না হলে গোটা কয়েক তরমুজের বিচি পাঠাতো।

এদের দ্বারা চিহ্নিত ব্যক্তি যদি চতুর হতো, তাহলে সে দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও আত্মগোপন করে জীবন বাঁচাতো। যারা গোঁয়ার প্রকৃতির, তারা কিছুতেই এদের হাত থেকে রেহাই পেতো না। অবশ্য ১৮৬৯ সালে হঠাৎ এ দলটা ভেঙে যায়। এবার লক্ষ্য করার বিষয় হলো, যে সময় জন ওপেন শ'এর কাকা আমেরিকা ছেড়ে আসে, ঠিক সে সময়েই এই দলটা ভেঙে যায়। আর কিছু সংস্থার মূল্যবান কাগজপত্র জন ওপেন শ-এর কাকার পক্ষে সরিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়। সে কারণেই এদের বংশের ওপরে কালো ছায়া নেমে এসেছে।

পরের দিন সকালে ওয়াটসনের আগেই হোম্‌স্ প্রাতঃরাশ সারতে সারতে বললেন—আজ সারাদিন জন ওপেন শ-এর কেসটা নিয়ে দৌড় ঝাঁপ করতে হবে, কাজেই একটু বেশী আর খেয়েই নিচ্ছি। শার্লক হোম্‌স্ যখন কফিতে শেষ চুমুক দিচ্ছিলেন তখন ওয়াটসন খবরের কাগজটা হোম্‌সের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন,—জন ওপেন-শ' আর ইহজগতে নেই। হোম্‌স্ একটানে কাগজটা নিয়ে বেশ জোরে জোরে পড়তে থাকে—'গতকাল রাত ৯টা থেকে দশটার মধ্যে এইচ ডিভিশনের পুলিশ কনস্টেবল কুক ওয়াটারলু ব্রিজের কাছে পাহারা থাকাকালীন হঠাৎ একটা আর্তনাদ ও জলে কিছু পড়ার শব্দ শুনতে পায়। প্রচণ্ড ঝোড়া আবহাওয়া ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের জন্যে প্রথমে সঠিকভাবে কিছু বুঝতে পারে না পুলিশটি। তবে রাস্তার জনা কয়েক পথচারীকে নিয়ে জলে পড়ে যাওয়া বিপদসূচক ঘন্টা বাজায়। পরে জলপুলিশ নদী থেকে একটি যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। তার পকেট থেকে একটা কার্ডে তার নাম জন ওপেন শ' বলে জানা যায়। নদীর পাড় দিয়ে তাড়াহুড়ো করে ট্রেন ধরতে যাবার সময় হয়তো সে পা হড়কে জলে পড়ে যায়। ফলে, তার মৃত্যু হয়।

কাগজের সংবাদটুকু পড়া শেষ করে হোম্‌স্ অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। অস্থিরভাবে পায়চারী করে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে, একটি অসহায় যুবককে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার বদ্লা আমি নেবই। কিছুতেই ওরা আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে হোম্‌স্ নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে প্রায় ছুটে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যায়।

ওয়াটসন সারাদিন ডাক্তারি করা শেষ করে সন্ধ্যেবেলা হোম্‌সের বেকার স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে আসেন। তখনও পর্যন্ত হোম্‌স্ ফেরেনি। তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ওয়াটসন।

রাত প্রায় দশটা নাগাদ বিবর্ণ ও বিধ্বস্ত অবস্থায় সে ফিরে আসে। কোনো কথা না বলে প্রথমে আলমারি খুলে একটা রুটি ভালো করে জলে ভিজিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দেয়। গোগ্রাসে গিলতে থাকে।

ওয়াটসনের কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে হোম্‌সের খেয়াল হয়, তিনি বলেন, সকালে খাবার পর

সারাদিন আর পেটে কিছু পড়েনি। সমস্ত দিন পায়ে চাকা বেঁধে ঘুরতে হয়েছে।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন,—কতোটা এগোল?

হোম্‌স্ বললেন—শয়তানগুলো প্রায় সকলেই হাতের মুঠোয় এসেছে, এবার আস্তে আস্তে অসহায় জন ওপেন শ-এর হত্যার প্রতিশোধ নেবো। কথা বলতে বলতো হোম্‌স্ আলমারি থেকে একটা গোটা কমলালেবু বার করে। সেই কমলালেবুটা ছাড়িয়ে তার ভেতর থেকে বিচিগুলো বার করে ফেলে। আর ঐ বিচিগুলোর মধ্যে থেকে হৃষ্টপুষ্ট পাঁচটা বিচি একটা খামে রাখে। খামের ভেতরের ভাঁজে "তে, কা-কে, শা, হো" শব্দকয়টি লিখে আঠা দিয়ে খামটা বন্ধ করে দেয়। খামের ওপরে ঠিকানা হিসেবে লেখে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ কালহাউন, লোনস্টার জাহাজ, স্যাভানা, জর্জিয়া।

খামটা ঠিকঠাক করে হোম্‌স্ একটু মুচকি হেসে বলেন এ চিঠিটা নাটের গুরুর হাতে পড়লে জন ওপেন শ'র মতো তারও রাতের ঘুম ছুটে যাবে। তারপর ও আসবে হাতের মুঠোয়। আর তারপরের লোকগুলোকে হাত করতে সময় লাগবে না।

এরপর শার্লক হোম্‌স্ জাহাজ ঘাটায় খবর নিতে ব্যস্ত থাকেন। এ্যালবার্ট ডাক থেকে খবর আসে সকালে জোয়ারের সময় "লোন স্টার" জাহাজ স্যাভানায় চলে গেছে। গ্রেভসেন্ড থেকে খবর আসে যে, অল্প সময় আগে "লোন স্টার" জাহাজ বন্দর ছেড়ে গেছে... তারপরই 'লোন স্টারে'র আর কোনো খবর বন্দর থেকে পাওয়া যায় না। কারণ নিরক্ষরেখার ওপরে এমন ঝড়ের প্রকোপ বাড়ে যে অনেক জাহাজই হারিয়ে যায়। বেশ কিছুদিন পরে অতলান্তিক মহাসাগরের কিছু দূরে একটা ভাঙাচোরা জাহাজের হালের কাঠামো জলের ওপরে ভাসতে দেখা যায়। সেই হালের কাঠের ওপরে 'এল এস' অর্থাৎ 'লোন স্টার' নাম খোদাই করা ছিল।

এর চেয়ে বেশি আর কোনো সংবাদ শার্লক হোমস শেষপর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেন নি।

## রক্তকেশ সঙ্ঘ

ওয়াটসন ঘরে ঢুকতেই, হোম্‌স্ যে ভদ্রলোকের কথা এতোক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছিলেন, তা থামিয়ে দিয়ে রক্তকেশী ভদ্রলোককে অনুরোধ করলেন—মি. জাবেজ উইলসন, দয়া করে আপনার কাহিনী আবার প্রথম থেকে বলা শুরু করুন। আমার বন্ধু ড. ওয়াটসন গোড়ার দিকটা শোনেননি বলেই যে একথা বলছি তা নয়, কাহিনীটা এতোই আশ্চর্য যে আপনার কাছ থেকে এর প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত শোনার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে পড়েছি। আর আমার বন্ধু ড. ওয়াটসন-এর সাহায্য ও সহযোগিতায় আমি অনেক মামলায় যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেছি। আপনার এই ব্যাপারেও নিশ্চয়ই ইনি আমায় প্রচুর সাহায্য করতে পারবেন।

মি. উইলসন তখন কোটের ভিতরের পকেট থেকে একটা নোংরা কোঁকড়ানো খবরের কাগজ বার করলেন। কাগজটা হাঁটুর ওপর সমান করে ফেলে মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি বিজ্ঞাপনের স্তম্ভগুলো দেখতে লাগলেন, আর এই সুযোগে ওয়াটসন ভদ্রলোককে লক্ষ্য করলেন এবং বন্ধুর ধরনে তাঁর পোশাক ও আকৃতি থেকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করতে চেষ্টা করছিলেন।

হোম্‌সের চঞ্চল দৃষ্টিও ওয়াটসনের মতো বিশ্লেষণের ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠল। ওয়াটসনের সপ্রশ্ন দৃষ্টি লক্ষ্য করে একটু হেসে তিনি মাথা নেড়ে বললেন,—ভদ্রলোক কিছুকাল জনমজুরের কাজ করেছেন, নস্যি নেন, রাজমিস্ত্রির কাজ করেছেন, চীনে ছিলেন, এবং বর্তমানে প্রচুর লেখালেখির কাজ করছেন।

চমকে উঠলেন, মি. উইলসন। তর্জনী কাগজটায়, কিন্তু তাঁর চোক তখন হোম্‌সের ওপর নিবদ্ধ। বললেন, কী করে আপনি এতো সব কথা জানতে পারলেন হোম্‌স্?

হোম্‌স্ মৃদু হেসে বললেন, আপনার হাতই সব বলে দিচ্ছে। আপনার ডানহাতটা বাঁহাতের চেয়ে এক সাইজের বড়। এ হাতে আপনি বেশী কাজ করেছেন বলেই এ হাতের মাংসপেশীগুলো বেশী পুষ্ট। আপনার নস্যি নেওয়া বা রাজমিস্ত্রির কাজের কথা বলে আপনাকে

লজ্জা দিতে চাই না। বিশেষ এই কারণে যে, আপনার সমিতির কড়া নিষেধ সত্ত্বেও আপনি ঐ ধরনের ব্রেস্ট-পিন ব্যবহার করে থাকেন।

মি. উইলসন বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম বটে, আচ্ছা, আ লেখালেখির ব্যাপারটা?

হোম্‌স্ বললেন,—আপনার জামার ডান হাতাটার নীচের দিকের পাঁচ ইঞ্চি অতো চকচকে আর বাঁ হাতটার কনুইয়ের কাছটা যেটা ডেস্কের ওপর ভর করে থাকে সেখানকার ঐ কালো দাগ!

মি. উইলসন আশ্চর্য হয়ে বললেন,—আর চীন দেশ?

মি. হোমস্ বললেন, আপনার ডান কব্জির ঠিক ওপরে যে মাছের টাট্টু আঁকা একমাত্র চীন দেশেই তা সম্ভব। মাছের আঁশে ঐ নরম গোলাপী রঙের কাজ চীনের বৈশিষ্ট্য। তার ওপরে আপনার ঘড়ির চেনের ঐ চীনে মুদ্রাটা ব্যাপারটা আরও সহজ করে দিয়েছে।

হো হো করে জোরে হেসে উঠলেন মি. জাবেজ উইলসন। বললেন, ওঃ এমনটি কখনো ভাবতেই পারিনি।

মি. উইলসন? হোমস্ বললেন,—বিজ্ঞাপনটা খুঁজে পাচ্ছেন না। হ্যাঁ, পেলাম, বলে তিনি তার মোট লাল আঙুল দিয়ে স্তম্ভটার মাঝামাঝি একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন—এই নিন। এই থেকেই সমস্ত ব্যাপারটার সূত্রপাত। আপনি নিজেই পড় ন ড. ওয়াটসন। ওয়াটসন কাগজটা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন—

রক্তকেশ—সঙ্ঘের প্রতি,

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার লেবানন নিবাসী ˚ এজেকিয়া হপকিন্সের উইল অনুযায়ী এখন আর একটা পদ খালি হলো। এর ফলে উক্ত সঙ্ঘের এক সদস্যকে নামমাত্র কাজের জন্যে সপ্তাহে চার পাউণ্ড বেতনে বহাল করা হবে। একুশ বৎসরের অধিক সুস্থ দেহ-মনের অধিকারী যে কোনো রক্তকেশ ব্যক্তি এজন্যে আবেদন জানাতে পারেন। ৭নং পোপ্‌স্ কোর্ট, ফ্লীট স্ট্রীট্—এই ঠিকানায় লীগের অফিসে সোমবার বেলা এগারোটার সময় ডানকান রসের সঙ্গে স-শরীরে সাক্ষাৎ করুন।

মুচকি হেসে হোম্‌স চেয়ারের মধ্যে দুলে দুলে উঠলেন—বললেন, ব্যাপারটাকে নিতান্ত গতানুগতিক বলা চলে কি? মি. উইলসন। এবার একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করুন। আপনার কথা, আপনার পরিবারের কথা বলুন, আর বলুন এই বিজ্ঞাপনের ফলে আপনার আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা। ওয়াটসন, তুমি, কাগজটার নাম আর তারিখটা আগে নোট করে নাও তো?

ওয়াটসন লিখে নিলেন—২৭ এপ্রিল, ১৮৯০ তারিখের মর্নিং ক্রনিক্‌ল। ঠিক দু-মাস আগের তারিখের।

হোম্‌স্ বললেন—বেশ, তারপর কি হলো মি. উইলসন?

উইলসন পুনরায় শুরু করলেন—ঐ তো যা বলছিলাম আরকি—শহরের কাছাকাছি আমার একটা বন্ধকী তেজারতি দোকান আছে। বড়সড় ব্যাপার নয় কিছু এবং আজকাল এ থেকে খরচ কুলিয়ে কিছুই বাঁচাতে পারি না। আগে দুজন কর্মচারী রাখতাম। কিন্তু এখন একজনের বেশী আর রাখতে পারি না। আর সেই একজনকে রাখাও আমার পক্ষে কঠিন হতো যদি এ লোকটা কাজ শেখার জন্যে অর্ধেক মাইনেতে রাজী না হতো। ছেলেটির নাম ভিনসেট স্পলডিং, আর খুব যে অল্প বয়স্ক তাও নয়। ছেলেটি খুব চালাক চতুর না হওয়ায় আমার পক্ষে ভালোই হয়েছে, কারণ আমি জানি আমি ওকে যা দিই তার দ্বিগুণ মাইনের কাজ ও জোগাড় করতে পারে। কিন্তু ও যখন সন্তুষ্ট, আর আপত্তি যখন করছে না, তখন শুধু শুধু কেন খুঁচিয়ে ঘা করবো? আর হ্যাঁ, ওর ফটো তোলার নেশা আছে। আর মাটির নীচের অন্ধকার ঘরে সেই ছবি ডেভালপ করে। এছাড়া কোনো বদ নেশা নেই। সে আর বছর চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে নিয়ে বিপত্নীক ও নিঃসন্তান আমি শান্তিতেই দিন কাটাই। মেয়েটি রান্না বান্না করে ঝাড়পোঁছের কাজ

করে। মোটামুটি সম্মানের সঙ্গেই কাটাচ্ছিলাম আমি। আজ থেকে ঠিক দু-মাস আগের সমস্যা শুরু হলো ঐ বিজ্ঞাপনটা থেকে। এই যে কাগজটা এটা নিয়ে স্পলডিং অফিসে এলো। বললো, মি. উইলসন, আহা আমার চুলটা যদি লাল হতো? এইতো দেখুন না বিজ্ঞাপনটা, রীতিমতো লাভের চাকরি, আর আমার ধারণা, যতো লোখ ওদের দরকার ততো দরখাস্ত ওরা পাচ্ছে না। চুলের রং যদি পাল্টাতে পারতাম তাহলে দিব্যি চাকরিটা বাগাতে পারতাম।

আমি অবাক হতেই, সে বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—শোনেন নি কখনো রক্তকেশ সঙ্ঘের কথা?

আমি বললাম,—কই না তো!

কী আশ্চর্য স্পলডিং বললো,—আপনি নিজেই যে এক কাজের একজন উপযুক্ত প্রার্থী। বছরে দুশো পাউণ্ডের মতো দেবে। কিন্তু আজ অতি সামান্য, আর এতে করে অন্য কাজেরও অসুবিধা হবে না। যতদূর শুনেছি, এজেকিয়া হপকিন্স। তিনি ছিলেন নিজে লালচুলের আর লালচুলের মানুষের প্রতি তার দারুণ সহানুভূতি। নির্দেশ দিয়ে গেছিলেন, ঐ সম্পত্তির সুদ থেকে লালচুলো মানুষদের যেন সাহায্য করা হয়। শুনেছি মাইনে যেমন চমৎকার আর কাজও তেমনই যৎ সামান্য।

মি. উইলসন বলেছিলেন, কোটি কোটি লালচুলো মানুষরা তো দরখাস্ত করবে?

স্পলডিং বললো—আপনি যতো ভাবছেন, আসলে কিন্তু ততো দরখাস্ত আসছে না। কারণ দরখাস্ত যে করবে তাকে হতে হবে বয়স্ক আর লণ্ডনবাসী। লণ্ডনেই তিনি ব্যবসা করে টাকা করেছিলেন বলেই তাঁর এই লণ্ডনবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আরও শুনেছি,—চুল হালকা লাল, ঘোর লাল বা অন্য কোনো রং-এর হলে চলবে না। একেবারে জ্বলজ্বলে আগুনের মতো রং-এর হওয়া চাই। আপনি যদি দরখাস্ত করেন তাহলে অবশ্যই চাকরিটা পেয়ে যাবেন। মি. উইলসন বললেন, মি. হোম্‌স্ দেখছেনই তো, আমার মাথার চুল খুব উজ্জ্বল লাল বর্ণের। তাই স্পলডিংকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঘটনাস্থলে হাজির হলাম। গিয়ে দেখি, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম শহরের সব অঞ্চল থেকে যতো মানুষের মাথার চুলে লালের আভাস আছে সবাই বিজ্ঞাপন দেখে এসেছে। সমস্ত ফ্লীট স্ট্রীট লালচুলো মানুষে টাসা। সারা পোপ্‌স্ কোর্ট মনে হচ্ছে যেন একটা কমলালেবুর দোকান! স্পলডিং আমাকে ঠেলে ঠুলে ভিড়ের অফিস ঘরে নিয়ে এলো। গোড়া দুই কাঠের চেয়ার আর একটা টেবিল, এ ছাড়া আর কিছুই সে অফিসে নেই। সেই টেবিলের পেছনে রক্তকেশ ছোটোখাটো একটি মানুষ রসে বসে সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল। আমার পালা আসতেই আর আমাকে দেখেই মনে হলো আমাকে যেন তার একটু বেশী পছন্দ হয়েছে।

স্পলডিং আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো—উনি হলেন, মি. জাবেজ উইলসন, ইনি লীগের কাজ নিতে রাজি আছেন।

ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, হ্যাঁ, যা চাইছিলাম তা ঠিক ঠিক ওঁর মধ্যেই রয়েছে। তিনি চেয়ার থেকে উঠে একপা পিছিয়ে গিয়ে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে এমনভাবে আমার চুলের দিকে তাকালেন যে আমার বেশ লজ্জা হচ্ছিল তখন। তারপর হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়লেন, সজোরে আমরা হাত চেপে ধরে আমার সফলতার জন্যে আমায় অভিনন্দন জানালেন। তারপর আমার চুল টেনে আর রগড়ে পটচুল বা রং করা চুল কিনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নীচে চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন, আমাদের লোক নেওয়া হয়ে গেছে! নীচ থেকে কতোগুলি হতাশার স্বর শোনা গেল। সবাই যে যার মতা চলে গেল।

ভদ্রলোক তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললো—আমার নাম ডানকান্ রস্। মহান হিতৈষী মার্কিন ভদ্রলোকের পেনশনভুকদের একজন। আপনি কি বিবাহিত মি. উইলসন? মানে সংসার আছে আপনার?

আমি বললাম—না।

কথাটা বলতেই মি. রস্ যেন একটু দমে গেলেন। গম্ভীরভাবে বললেন, তাহলে তো মুস্কিল

হলো দেখছি। গচ্ছিত টাকাটা শুধু লালচুলো মানুষের সাহায্য ও উন্নতির জন্যে নয়, তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যেও বটে! অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আপনি অবিবাহিত!

এই কথায় মি. হোম্‌স্‌, আমার মুখটা ঝুলে পড়লো মনে হলো, আমার চাকরীটা তাহলে হলো না। কিন্তু কয়েক মিনিট চিন্তার পর তিনি জানালেন, যে আমাকে দিয়ে চলবে। অন্য কারুর বেলায় এটা মারাত্মক বাধা হয়ে দাঁড়াতো, কিন্তু আপনার মাথার চুলের যা রং তাতে আমাদের এ ব্যাপারটা নিয়ে অতো কড়াকাড়ি না করলেনও চলবে। কবে থেকে আপনি এই নোতুন কাজে যোগ দিতে পারবেন? ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, চাকরীর প্রধান শর্ত হলো দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত অফিসে থাকতে হবে। উইলের শর্ত অনুযায়ী—তা না যদি পারেন, আপনার চাকরি থাকবে না। দিনে তো মাত্র চার ঘন্টার চাকরী। আর আপনার তেজারতির ব্যবসা তো সন্ধ্যেবেলায়। তাই বোধহয় আপনার কাজ হলো এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নকল করা। ওর প্রথম খণ্ডটা ঐ ছাপাখানায় ছাপা হচ্ছে। কালি, কলম, ব্লটিং পেপার সব আপনি আনবেন, আমরা শুধু দেব এই টেবিল আর এই চেয়ারটা। পারবেন কাল থেকে আসতে?

আমি ছোট করে বকললাম—পারব। নমস্কার করে ঘর থেকে আমি আর আমার কর্মচারী স্পলডিং বেরিয়ে এলাম।

পরদিন এক পেনির একবোতল কালি, একটা পালকের কলম আর সাত দিস্তা ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিয়ে পোপস্‌ কোর্টে হাজির হলাম। মি. ডাকান রস্‌ আমাকে 'A' অক্ষর থেকে কাজে লাগিয়ে চলে গেলেন, আর কিছুক্ষণ পর পরই ফিরে এসে আমার কাজ দেখতে লাগলেন। দুটো বাজতে তিনি আমায় বিদায় দিলেন, এবং যেটুকু কাজ করেছি তার প্রশংসা করলেন। আমি বেরিয়ে যেতে অফিস ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। আমি বেরিয়ে যেতে অফিস ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। মি. হোম্‌স্‌ দিনের পর দিন এরকম ভাবেই চললো। আর শনিবার চার পাউণ্ড করে পেতে লাগলাম। আট সপ্তাহ এভাবেই কেটে গেল। ইতিমধ্যে আমার লেখা এগিয়েছে Archery, Armour আর Attica পর্যন্ত। এবং আমার মনে হয় খেটে গেলে অচিরেই 'A' শেষ করে B-তে পড়তে পারবো খুব শীঘ্রই। প্রায় একটা শেল্‌ফ আমার লেখায় ভরে উঠেছে।

হঠাৎ আজ কাজ করতে গিয়ে দেখি অফিসের সামনের দরোজাটা বন্ধ আর তালা লাগানো। আর দরোজার মাঝখানে এই চৌকো পিস্‌বোর্ডটা লাগানো। এই যে সেটা, নিজেই দেখুন পড়ে।

রক্তকেশ সঙ্ঘ
উঠিয়ে দেওয়া হলো
৯ অক্টোবর ১৮৯০

সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটা পড়তে পড়তে আর তার পেছনের দুঃখিত মানুষটিকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে হোম্‌স্‌ আর ওয়াটসন হো হো করে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লেন।

মি. উইলসন করুণ কণ্ঠে বললেন, ব্যাপারটা মজার কিনা—না আমাকে নিয়ে মজা করা ছাড়া আর যদি কিছু আপনাদের করার না থাকে তো চললাম অন্য কোথাও।

না—না, তা নয়, এই বলে হোম্‌স্‌ ভদ্রলোককে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন—আপনার এ মামলা আমি নিলাম। একটা নোতুন ধরনের মামলা এটা। আর কিছু যদি মনে না করেন, তাহলে বলি, খানিকটা হাসির খোরাক আছেই এর মধ্যে। আচ্ছা, পীসবোর্ডটা পেয়ে তখন কি করলেন আপনি?

আমি তো ভয়ানক চমকে গেলাম। তখন আমি বাড়িওয়ালা, আশেপাশের অফিসগুলোয়, এবং কয়েকজন লোককে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, রক্তকেশ সঙ্ঘ সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না, নামও শোনেনি—আর ডানকান রস্‌ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে সকলে একই কথা বললেন,—ও নামও তারা এই প্রথম শুনছেন! আর ঐ চার নম্বরের ভদ্রলোকটি, মানে অলিসিটর উইলিয়ম মরিস—এরও কোনো পাত্তা পেলাম না। যিনি নিজের ঘর যতোদিন গুছোনো না হয়

ততোদিনের জন্যে তিনি আমার ঘরটা ব্যবহার করছিলেন। কাল থেকে তারও দেখা নেই। তার নোতুন অফিসের যে ঠিকানা তিনি দিয়েছিলেন, ১৭নং কিং এডওয়ার্ড ষ্ট্রীট—সেখানে গিয়ে দেখলাম সেটা একটা কৃত্রিম নী-ক্যাপের কারখানা। উইলিয়ম মরিস বা ডানকান্ রস্ বলে নাম সেখানের কেউ শোনেনি। তখন নিরুপায় হয়ে বাড়ি ফিরে এসে আমার কর্মচারী স্পলডিংকে সব কথা বললাম। সে কিছু বলতে পারল না, শুধু বললো, অপেক্ষা করলে হয়তো ডাক মারফৎ কিছু জানতে পারি। কিন্তু তাতে আর কি লাভ হবে বলুন? তাই কোনো কিছু বুঝে না পেলে যখন শুনলাম, গরিব মানুষদের আপনি বিপদে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করে থাকেন, তাই সোজা আপনার কাছে চলে এলাম।

হোম্‌স্ বললেন—খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। আপনার এ মামলা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং খুমি মনেই আমি তা গ্রহণ করছি। আচ্ছা, প্রথমে বলুন তো, স্পলডিং আপনার ওখানে কতোদিন কাজ করেছে? ওর সম্বন্ধে যা জানেন বলুন তো।

মি. উইলসন বললেন—বিজ্ঞাপন দেখে—প্রায় একমাস হলো ও আমার কাছে আছে। অনেকেই চাকরির জন্যে এসেছিল। কাজের লোক বলে মনে হওয়ায় ওকেই দশ বারোজনের মধ্যে বেছে নিয়েছিলাম, তাছাড়া অমন শস্তায় মানে প্রায় অর্ধেক বেতনে লোক পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার। আর ও খুব চটপটে। বেঁটে, মজবুত গড়নের। মুখে দাড়ি গোঁফ কিছুই নেই, যদিও তার বয়স হবে অন্ততঃ ত্রিশ। কপালে অ্যাসিডে পোড়া সাদা দাগ।

উত্তেজিত হয়ে হোম্‌স্ চেয়ারের ওপর উঠে বসলেন। বললেন, সেইরকমই আন্দাজ করছিলাম! আচ্ছা, তার কান কী দুল পরবার জন্যে বেঁধানো লক্ষ্য করেছেন?

উইলসন বললো—হ্যাঁ, ও বলে, সে যেন ছেলেমানুষ, একজন বেদে তার কান বিঁধিয়ে দিয়েছিল।

হুম্! গভীর চিন্তায় ডুবে চেয়ারে বসে পড়ে হোম্‌স্ বললেন—এখনো সে আপনার ওখানে কাজ করছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো তাকে রেখে আসছি।

হোম্‌স বললেন—আজ শনিবার, সোমবারের মধ্যেই আশা করি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারবো। আগন্তুক চলে যেতে হোম্‌স্ বললেন, কী বুঝলে ওয়াটসন? ওয়াটসন বললেন, কিছু না, অত্যন্ত রহস্যগণ ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে!

হঠাৎ হোম্‌স্ কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে যাবার পর লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে। মনে হলো তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন। বললেন, আজ বিকেলে সারাসেট—এর বাজনা আছে—সেন্ট জেমস্ হলে। যাবে আমার সঙ্গে? ওয়াটসন বললেন, আজ আমার বিশেষ কাজ নেই।

হোম্‌স্ বললেন,—তাহলে এসো, টুপি পরো, বেরিয়ে পড়ি। প্রথমে একটু শহরে যাবো। পথে লাঞ্চ সেরে নেওয়া যাবে কেমন।

পাতাল রেলে চড়ে হোম্‌স্‌রা অলডার্সগেট পর্যন্ত গেলেন। সেখান থেকে খানিকটা হেঁটে পৌঁছলেন এই অদ্ভুত ঘটনার কেন্দ্র স্যাক্স কোবার্গ স্কোয়ারে। কিছুক্ষণ হেঁটে একটা কোণের বাড়িতে গিল্টি করা বল আর একটা তামাকে বোর্ডে সাদা অক্ষরে লেখা 'জাবেজ—উইলসন' কথাটা থেকে চিনলাম রক্তকেশ মক্কেলটির ব্যবসায়ের জায়গাটা। সেটার সামনে হোম্‌স্ মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে খুব ভালো করে দেখলেন। তাঁর দুইচোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। তারপর ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এলেন খানিকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাড়িগুলো লক্ষ্য করতে করতে। তারপর পুনরায় ফিরে এসে থামলেন। তারপর বাঁধানো রাস্তার ওপর বার দুই-তিন খুব জোরে লাঠি ঠুকে তিনি দরোজার কাছে গিয়ে শব্দ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেড় দাড়ি গোঁফ কামানো এক অল্পবয়স্ক মানুষ এসে দরোজা খুলে দিল। চেহারায় বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট! বললো সে—ভিতরে আসুন!

ধন্যবাদ! হোম্‌স্ বললেন,—আমি শুধু জানতে চাইছিলাম এখানে থেকে স্ট্রাণ্ডে কিভাবে যাওয়া যায়?

ছেলেটি চট্‌পট্ উত্তর দিল—ডানদিকে তিনটি মোড়, বাঁদিকে চার। হোম্‌স্ ওয়াটসনকে

বললেন, ওর প্যান্টের হাঁটুতে যা দেখবো আশা করেছিলাম ঠিক তাইই দেখলাম। চলো এবার পেছন দিকের রাস্তাগুলো একটু ঘুরে ফিরে দেখি। স্যাক্স-কোবার্গ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে মোড় ফিরতেই রাস্তার বাড়ি ঘরের দিকে তাকিয়ে হোম্স্ এই রাস্তার বাড়িগুলো কোনটার পর কোনটার তার একটা হিসেব নিলেন। মনে মনে বললেন, ঐ হলো মর্টিমারের তামাকের দোকান, ঐ ছোট্ট খবর কাগজের দোকান, ঐ সিটি অ্যাণ্ড সাবার্বান ব্যাঙ্কের কোবার্গ শাখা, ঐ হলো নিরামিষ খাওয়ার হোটেল, আর ঐ হলো ম্যাকফারলেনের গাড়ি তৈরী ডিপো। তারপরেই আমরা পরে ব্লকটায় গিয়ে পড়েছি। আমাদের কাজ শেষ, হোম্স্ বললেন, এবার চলো সেন্ট জেম্স হলে বাজনা শুনতে।

সেই অপরাহ্নে তাঁকে সেন্ট জেম্স্ হলে সঙ্গীতের মধ্যে ওভাবে ডুবে থাকতে দেখে ওয়াটসনের মনে হলো তাঁর বন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর হয়তো কোনো অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে। কারণ এরকমটা তাঁকে বহুবার যখন দেখা দেছে পরক্ষণেই তিনি শত্রু শিকারে মেতে উঠেছেন।

সেন্ট জেম্স হল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তিনি বললেন, ডাক্তার, তুমি তো এখন বাড়ি যাবে তাই না?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ, গেলে মন্দ হয় না।

হোম্স্ বললেন—আমার এখন একটা কাজ আছে, কয়েক ঘন্টা সময় তাতে লাগবে। জানো, কোবার্গ স্কোয়ারের এ ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক মস্ত অপরাধের ষড়যন্ত্র চলেছে, এবং আমার ধারণা সময় থাকতে আমরা তাকে বাধা দিতে পারবো। কিন্তু আজ শনিবার হয়েই ব্যাপারটা একটু ঘোরালো হয়ে উঠলো। আজ রাতে তোমার সাহায্য চাই।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, ক'টার সময়?

হোম্স্ বললেন, তুমি অবশ্যই রাত দশটার মধ্যে বেকার স্ট্রীটে চলে আসবে। আর শোনো, এ কাজে হয়তো বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাই সঙ্গে তোমার মিলিটারি রিভালভারটাও এনো।

প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ ওয়াটসন বেকার স্ট্রীটের হোম্সের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন বন্ধুবর দু'জন লোকের সঙ্গে সোৎসাহে কথা বলছেন। তাদের একজন ওয়াটসনের চেনা—পিটার জোন্স—পুলিশের কর্মচারী। অপর ব্যক্তিটির মুখ লম্বা, সরু, বিষাদ মাখা,—খুব ঝকঝকে মাথায় টুপি, আর বেজায় আভিজাত্য মাখা ফ্রক-কোট।

বাঃ, এই তো দল পুরো হলো'—পী জ্যাকেটটায় বোতাম লাগাতে লাগাতে আর ভারী শিকারের চাবুকটা তাক থেকে তুলে নিতে নিতে হোম্স্ বললেন, ওয়াটসন, স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের জোন্সক নিশ্চয় তুমি চেন। মি. মেরিওয়েদারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, আজ রাতের অভিযানে তিনিও আমাদের সঙ্গী হচ্ছেন।

রাত দশটা বেজে গেল। এবার আমাদের বেরিয়ে পড়া দরকার। প্রথম গাড়িটায় মি. জোন্স ও মি. মেরিওয়েদার উঠুন। ২য় গাড়িটায় ওয়াটসন ও হোম্স্ উঠলেন। এই লম্বা পথ পাড়ি দেওয়ার সময় শার্লক হোম্স্ বিশেষ কথাবার্তা বললেন না। হেলান দিয়ে বসে বিকেলে শোনা বাজনার সুরে গুন্ গুন্ করে চললেন। গ্যাসের আলো জ্বালা অসংখ্য আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে হোম্স্দের গাড়ি চললো, শেষ পর্যন্ত ফ্যারিংটন স্ট্রীটে গিয়ে সকলে পৌঁছালেন। এসে পড়েছি বললেন হোম্স্—এই মেরিওয়েদার ভদ্রলোক হলেন এক ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর, এ ব্যাপারে ওঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। আর ভেবে দেখলাম জোন্সকেও সঙ্গে নেওয়া ভালো, কাজের বেলায় একেবারে অপদার্থ হলেও লোক হিসেবে খারাপ নয়। আর একটা মস্ত গুণ ওর, সেটা হলো এই যে, বুলডগের মতোই ওর সাহস, আর একবার কাউকে নাগালের মধ্যে পেলে ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকবে। এই যে এসে পড়লাম, ওঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

সকালবেলায় যে ভীড়ের জায়গায় ওয়াটসন ও হোম্স্ এসেছিলেন—সেখানেই এখন হাজির সকলে। গাড়ি দুটো ছেড়ে দেওয়া হলো। মি. মেরিওয়েদারের নেতৃত্বে একটা সংকীর্ণ

পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে পাশের একটা দরোজা দিয়ে সকলে প্রবেশ করলেন। দরোজাটা খুলেছিলেন মি. মেরিওয়েদার। ভিতরে একটা ছোট করিডোর। সেই করিডোরের শেষে খুব ভারি একটা লোহার গেট। এই দরোজাটা খোলা হলে দেখা গেল, একসারি পাথরের সিঁড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে নিচে নেমে গেছে। এই সিঁড়ির শেষে একটা মজবুত গেট। মি. মেরিওয়েদার থেমে দাঁড়িয়ে একটা লণ্ঠন জ্বালালেন, তারপর তাঁর সঙ্গে একটা অন্ধকার সোঁদা-গন্ধ পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর আবার একটা দরোজা। তার ভেতর দিয়ে যেখানে গিয়ে পৌঁছোনো গেল, সেটা একটা প্রকাণ্ড ভল্ট বা মাটির নীচের ঘর। সেই ঘরভর্তি কেবল বিরাট বিরাট বাক্স আর ক্রেট।

উপর দিক থেকে এখানে আপনাদের বিশেষ ভয় নেই—লণ্ঠনটা তুলে ধরে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে হোম্‌স্ বললেন। আর মি. মেরিওয়েদারকে একটু চুপ্ করে শান্ত হয়ে বসতে বললেন। তারপর মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে লণ্ঠন আর আতস কাঁচ দিয়ে পাথরের জোগগুলো খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উঠলেন তিনি, আতস কাঁচটা পকেটে রেখে দিলেন। বললেন, অন্ততঃ এক ঘন্টা সময় এখনো আমাদের আছে, কারণ মি. উইলসন ভালোভাবে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওরা কিছু করতে পারবে না। তারপর কিন্তু আর ওরা একটুও সময় নষ্ট করবে না, কারণ যতো তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে পারবে ততো বেশী পালাবার সময় পাওয়া যাবে। ডাক্তার, তুমি নিশ্চয়ই এতোক্ষণে আন্দাজ করতে পেরেছো যে আমরা এখন লণ্ডনের এক প্রধান ব্যাঙ্কের ভল্টের মধ্যে। মি. মেরিওয়েদার হচ্ছেন এই ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টারদের সভাপতি। তিনি বলতে পারবেন কেন লণ্ডনের সবচেয়ে দুঃসাহসী অপরাধীরা এই ভল্টের ব্যাপারে এতো উৎসাহ প্রকাশ করছে।

ডাইরেক্টার ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, এ হলো ফরাসী সোনা—এর ওপর হামলা হতে পারে। অনেক বার আমাদের এ বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, কয়েক মাস আগে আমাদের আর্থিক অবস্থা মজবুত করার প্রয়োজন হওয়ায় আমরা ৩০,০০০ নেপোলিয়ান ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স থেকে ধার নিই। পরে একথা প্রকাশ হয়ে পড়ে যে সে, টাকার বাণ্ডিল আমাদের খোলবার প্রয়োজন হয়নি। এবং এখনও তা আমাদের ভল্টেই রয়ে গেছে। যে ক্রেটটার ওপর আমি বসে, তার ভিতরে শিসের পাতে খাঁজে খাঁজে ২,০০০ নেপোলিয়ান বাণ্ডিল করা আছে। কোনো ব্যাঙ্কের একটি শাখায় যতো সোনা মজুত রাখা রেওয়াজ, আমাদের এখানে আছে তার অনেক বেশী। তাই এ বিষয়ে খানিকটা দুর্ভাবনা আছে।

হোম্‌স্ বললেন,—এ দুর্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। বেশ, এবার আমাদের ব্যবস্থাটা করতে হয়। আমরা মনে হচ্ছে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই কিছু একটা ঘরে যাবে। মি. মেরিওয়েদার, ইতিমধ্যে আমরা ঐ কালচে লণ্ঠনটার ওপর স্লাইড চাপা দেবো। আমরা অন্ধকারে বসে থাকবো। এক প্যাকেট তাস আমি পকেটে করে এনেছি, কারণ আমি ভেবেছিলাম যে আমরা তো চারজন আছি, হয়তো আপনার একহাত তাস খেলার সুযোগ জুটে যেতেও পারে। কিন্তু শত্রুর প্রস্তুতির যেরকম অগ্রগতি হয়েছে দেখছি তাতে আর আলো জ্বালাতে সাহস হচ্ছে না। প্রথমে ঠিক করে নিই আমরা সে কোথায় থাকব। অত্যন্ত দুঃসাহসী ওরা এবং যদিও এক্ষেত্রে আমাদের খানিকটা সুবিধা আছে, তাহলেও সাবধান না হলে হয়তো ওরা কিছু অনিষ্ট করে বসেত পারে। আমি এই ক্রেটের পেছনে দাঁড়াচ্ছি। আপনারা সকলে যে যার ক্রেটের পেছনে লুকিয়ে পড় ন। যখনই ওগুলোর ওপর আলো ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে সবাই কাছে চলে আসবেন। ওরা যদি গুলি ছোঁড়ে, তুমিও গুলি ছুঁড়তে ইতস্তত কোরো না ওয়াটসন।

রিভালভারটা বাগিয়ে ধরে ওয়াটসন কাঠের বাক্সটার পেছনে গুঁড়ি মেরে রইলেন। হোম্‌স্ লণ্ঠনের সামনে স্লাইডটা লাগিয়ে দিতেই চারদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। হোম্‌স্ ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলেন—পালাবার পথ ওদের একটাই, স্যাক্স—কোবার্গ স্কোয়ারের সেই বাড়িটা দিয়ে। যা বলেছি তা করেছো তো জোন্স?

জোন্স বললো—সামনে দরোজায় একজন ইন্সপেক্টার আর দু'জন সশস্ত্র পুলিশ তাদের অপেক্ষায় রয়েছে।

হোম্‌স্ ফিস্ ফিস্ করে বললেন, তাহলে দুটো পথই বন্ধ হল। এবার আমাদের চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে।

প্রায় সওয়া একঘন্টা কেটে গেল। হঠাৎ একটা পড়ল। মেঝের ওপর প্রথমে শুধু একটা ফ্যাকাশে আভা দেখা গেল। ক্রমে সেটা লম্বা হতে হতে একটা হলদে আলোর রেখার মতো হয়ে উঠল আর তারপরেই কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে বা শব্দ তুলে একটা গর্ত যেন ফুটে উঠল, আর একটা হাত দেখা দিল। সাদা একটি হাত, কতোকটা মেয়েদের হাতের মতো। এক মিনিটের কিছু বেশি সময় ধরে হাতটা মেঝের ওপর উঁচু হয়ে রইল, আঙুলগুলো নড়তে থাকলো। তারপর যেমন আচমকা দেখা দিয়েছিল তেমনি আবার হাতটা সরে গেল। আবার সব তেমনি অন্ধকার—ফাটলের ভিতর দিয়ে যেটুকু আলোর রেখা দেখা দিচ্ছিল সেটুকু ছাড়া। হঠাৎ প্রচুর শব্দ করে একটা বড় সাদা পাথর উল্টে গেল, একটা চৌকো গর্ত দেখা দিল। একটা লণ্ঠনের আলো সেখান দিয়ে ওপরে উঠে আসছে। তারপর ঐ গর্তের একধারে একটা পরিষ্কার, ছেলেমানুষের মতো মুখ উঁকি দিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারদিকে তাকালো। তারপর গর্তের দুদিকে দুহাতের ভর দিয়ে কাঁধ থেকে—কোমর পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত সে একটা হাঁটুও গর্তের ওপর রাখল। এবং পরমুহূর্তেই সে গর্তের ওপরে উঠে দাঁড়ালো আর তার মতো আরেকজন হালকা মানুষকে টেনে তুললো। লোকটার মুখ ফ্যাকাশে, মাথায় খুব লাল রং-এর চুল।

ফিস্ ফিস্ করে সে বলল—বেলটা আর থলিগুলো এনেছো তো... কী সর্বনাশ। লাফাও আর্চি, পালাও, পালাও! আমি ঠিক ব্যবস্থা করবো। ততোক্ষণে একলাফে এগিয়ে এসে শার্লক হোম্‌স্ লোকটার জামার কলার চেপে ধরেছিলেন। দ্বিতীয় লোকটা গর্তটা দিয়ে ডুব মারল। জোন্স লোকটার জামা ধরে টানতে জামা ছেঁড়ার শব্দ কানে এলো। একটা রিভলভারের নলের ওপর আলোটা ঝলসে উঠতেই— হোম্‌সের চাবুকের এক ঘা তার কব্জিতে পড়তেই রিভালভারটা সশব্দে পাথরের মেঝের ওপর পড়ে গেল।

বৃথা চেষ্টা জন ক্লে—শান্ত স্বরে হোম্‌স্ বললেন—আর তোমার কোনো আশাই নেই।

তাই দেখছি। অদ্ভুত ধীরভাবে সে বললো—তবে, আমার সঙ্গী নিশ্চয় ঠিক আছে, যদিও দেখছি তার পোশাকের খানিকটা অংশ তোমার হাতে রয়েছে।

তিনজন লোক তার জন্যে দরোজা বাইরে অপেক্ষা করছে হোম্‌স্ শান্ত স্বরে বললেন।

তাই নাকি? ক্লে বললো—কাজটা তাহলে বেশ নিখুঁত ভাবেই করেছো বলে মনে হচ্ছে। তোমাকে অভিনন্দন জানানো উচিত!

আমরাও তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। লালচুলের ভাবনাটা যেমন অভিনব তেমনি কার্যকরী হয়েছিল।

জোন্স বললেন, শিগ্‌গির তোমার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হবে। গর্ত দিয়ে নেমে যাবার ব্যাপারে দেখছি সে তোমার চেয়ে বেশি চটপটে!

ক্লে বলল—তোমার ওই নোংরা হাতে তুমি আমায় স্পর্শ কোরো না। হাতকড়াটা তার হাতে ঝন্ ঝন্ করে উঠতে বন্দি বলে উঠল, তুমি হয়তো জানো না, আমার শিরায় রাজরক্ত প্রবাহিত। আর, আমার সঙ্গে কথা কইতে হলে সব সময়েই 'হুজুর' 'আজ্ঞে' বলে কথা বলতে হয়।

আচ্ছা, তাই হবে। ওর দিকে থাকিয়ে চাপার হাসি হাসলেন জোন্স! বললেন, হুজুর কি দয়া করে এখন ওপরে উঠবেন—যাতে আমরা হুজুরকে দয়া করে থানায় নিয়ে যেতে পারি?

হ্যাঁ, এই ঠিক। খুব গম্ভীর ভাবে বললো জন ক্লে। তিনজনকে এক সঙ্গে বন্দী করে সে হোম্‌সের তত্ত্বাবধানে চললো চুপচাপ।

ওদের পিছু পিছু ভল্ট থকে বেরিয়ে আসতে আসতে মি. মেরিওয়েদার বললেন,—সত্যি মি. হোম্‌স্, ব্যাঙ্ক যে আপনাকে কী ধন্যবাদ দেবে বা পুরস্কার দেবে বলতে পারি না। আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে যতো ব্যাঙ্ক লুটের চেষ্টা হয়েছে তারমধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে সুপরিকল্পিত

এটা। আপনি সঠিক আন্দাজ করেছিলেন, এবং ওদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে বানচাল করে দিয়েছেন!

হোম্‌স্‌ বললেন,—জন ক্লে-র ওপর আমার নিজেরও দু-একটা ছোটখাটো ব্যাপারে প্রতিশোধ নেওয়ার ছিল। এ ব্যাপারে আমার সামান্য যা খরচ হয়েছে আশা করি সেটা আমি ব্যাঙ্কের তরফ থেকে পাবো, আর তার ওপর যা পাওয়ার তার পক্ষে এই অসাধারণ মামলা, আর তাই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাহিনীই যথেষ্ট।

সকাল বেলা বেকার স্ট্রিটের ঘরে এক গ্লাস হুইস্কি আর সোডা নিয়ে বসে হোম্‌স্‌ ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করা শুরু করলেন—

দেখো ওয়াটসন, গোড়া থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো যে লীগের এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন আর এনসাইক্লো—পিডিয়া ব্রিটানিকা নকল করার ব্যাপারটার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এই বোকা-বোকা বন্ধকী কারবারীকে দিনের মধ্যে কয়েক ঘন্টা করে দূরে রাখা। যে পন্থা ওরা অবলম্বন করলো তা অদ্ভুত সন্দেহ নেই, কিন্তু এর চেয়ে ভালো আর কী উপায়ই বা ছিল? আর সহকর্মীর মাথার চুলের রং দেখেই কুশলী ক্লে-র মাথায় এই মতলবটা এসেছিল। চার পাউণ্ডের টোপটা উইলসনকে লুব্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ওরা যারা হাজার পাউণ্ডের ব্যাপারে নেমেছে, এ টাকাটা তাদের কাছে তুচ্ছ! বিজ্ঞাপনটা কাগজে দিল। একটা শয়তান ক'দিনের জন্যে অফিস খুলে বসল, আর অপর জন তাকে চাকরি নেবার জন্য উৎসাহিত করতে লাগলো। এভাবে দু-জনে মিলে প্রতিদিন কিছুক্ষণ করে উইলসনকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করলো। যখনই শুনলাম সে অর্ধেক-মাইনের কাজে এসেছে, তখনই আমার আন্দাজ করতে অসুবিধা হলো না যে, চাকরি পাবার ব্যাপারে তার কোনো উদ্দেশ্য আছে। স্পলডিং-এর ফটোগ্রাফার নেশার কথা আর থেকে থেকে মাটির নিচের ঘরে অদৃশ্য হয়ে যাবার ব্যাপারটা শোনাবার পর মনে হলো—মাটির নিচের ঘরে একটা কিছু ব্যাপার চলছে! এমন কিছু চলছে যাতে মাসের পর মাস দিনে বেশ কয়েক ঘন্টা করে সময় লাগে। নিশ্চয়ই অন্য কোনো বাড়ির সঙ্গে সুড়ঙ্গ পথ খুঁড়ছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছোবার আগে পর্যন্ত আমি ঐ অবধি অগ্রসর হয়েছিলাম। বাঁধানো মেঝেতে আমাকে লাঠি ঠুকতে দেখে তুমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলে, তাই না ওয়াটসন! আমার উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা করে দেখা,—সুড়ঙ্গটা পেছন দিক দিয়ে গেছে,—না, সামনের দিক দিয়ে গেছে। দেখলাম, সামনের দিক দিয়ে নয়। তখন আমি ঘন্টা বাজালাম। আর, যেমনটি আশা করেছিলাম, কর্মচারীটি এসে দরোজা খুলল। আমাদের মধ্যে আগেও দু-এক হাত হয়ে গিয়েছিল, বটে, কিন্তু তাহলেও কেউ কাউকে চাক্ষুষ দেখিনি। ওর মুখের দিকে বিশেষ তাকাই নি আমি, আমার লক্ষ্য ছিল ওর হাঁটু। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে কতো লট-খাওয়া আর পুরোনো হয়ে যাওয়া আর নোংরা ওর প্যান্টের হাঁটু! ঘন্টার পর ঘন্টা মাটি খোঁড়ার উদ্দেশ্য কি? মোড় পর্যন্ত ঘুরে গিয়ে যখন দেখলাম সিটি অ্যাণ্ড সাবার্বান ব্যাঙ্ক এই বাড়ির লাগোয়া তখন আর আমার কোনো সমস্যাই রইল না। বাজনা শুনে তুমি বাড়ি গেলে, আমি গেলাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আর ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে। তারপরের ব্যাপারতো তুমি নিজে চোখেই দেখলে।

ওয়াটসন প্রশ্ন করলেন—তুমি কী করে জানলে যে আজই ওরা হানা দেবে?

হোম্‌স্‌ বললেন—যখন ওরা লিগের অফিস বন্ধ করেছে তখনই বুঝতে হবে যে, মি. জাবেজ উইলসনের উপস্থিতির ব্যাপারে আর ওদের মাথা ব্যথা নেই, অর্থাৎ ওদের সুড়ঙ্গ তৈরী শেষ হয়েছে। এদিকে কাজটাও তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। কারণ, না হলে জানাজানি হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া সোনাটাও সরিয়ে ফেলতে পারে। আর শনিবারই যে কোনো দিনের চেয়ে সুবিধা। কারণ পালাবার জন্যে সময় পাওয়া যাবে পুরো—দু-দিন। এইসব ভেবেই আমি আজ রাত্রে ওদের আশা করেছিলাম।

ওয়াটসন বললেন,—চমৎকার যুক্তি হে তোমার! প্রাণখোলা প্রশংসায় উচ্ছ্বাসের সঙ্গে

ওয়াটসন বললেন,—অনেকেগুলো ঘটনা নিয়েই এই শৃঙ্খল কিন্তু শৃঙ্খলেন প্রতিটি টুকরোই সত্য প্রমাণিত হলো।

## রত্নমুকুট

'আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে পাগল ভাবছেন তাই না?'

হোম্‌স্‌ শান্তস্বরে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললেন—না, আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি একটা খুব বড় বিপদে পড়েছেন।

আগন্তুক বললো—ঈশ্বর জানেন কী ঘোরতর বিপদেই না আমি পড়েছি। কী করে যে এখনও আমার মাথা ঠিক আছে, তাই ভাবছি এখন। আমার চরিত্র সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু আজ আমার সবার সামনে হেয় হবার দিন এসেছে। এতো গেল বাইরের কথা। মানসিক যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না আমি! এ যে শুধু আমার একার বিপদ তাই নয়, যদি এর কোনো বিহিত না করা যায় তাহলে আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকেও বিশেষ সমস্যায় পড়তে হবে।

হোম্‌স্‌ বললেন—দয়া করে স্থির হোন্‌; তারপর আপনার পরিচয় দিন এবং ঘটনাটা খুলে বলুন।

আগন্তুকটি বললো—আমার নামের সঙ্গে আপনারা হয়তো পরিচিত। আমি খেওনীডল স্ট্রিটের হোল্ডার স্টিভেনসন নামক ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের অংশীদার। ভদ্রলোক নিজেকে সংযত কোরে, দম নিয়ে তার কাহিনী শুরু করলেন—আমি জানি এক্ষেত্রে দেরি করা চলে না। তাই পুলিশ ইন্সপেক্টর আপনার নাম করা মাত্রই আমি আর দেরি না করে আপনাদের এখানে আসার জন্যে রওনা হয়ে গেলাম। পাতাল রেলে করে বেকার স্ট্রিটে এসে সোজা সেখান থেকে হেঁটে আসছি। হেঁটে আসার কারণ আমি জানি যে, তুষারের ওপর দিয়ে গাড়ি অত্যন্ত আস্তে চলে। যাই হোক শুনুন—আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় লাভজনক শর্তে লগ্নি করা যেমন দরকার তেমনি দরকার আমানতকারীদের সংখ্যা বাড়ানো। টাকা খাটানোর একটা বিশেষ লাভজনক উপায় হলো খুব নিরাপদে জামানত রেখে টাকা ধার দেওয়া। গত কয়েক বছর এ ধরনের ব্যবসা আমরা অনেক করেছি এবং দামী ছবি ও লাইব্রেরী গচ্ছিত রেখে অনেক বড় বড় ঘরের লোক আমাদের কাছ থেকে মোটা মোটা টাকা ধার নিয়েছেন। কাল সকালে আমি যখন আমার অফিসে বসে আছিস, এমন সময় একজন কেরানি একটা কার্ড এনে আমায় দিল। কার্ডে লেখা নামটা দেখেই আমি চম্‌কে উঠলাম। নামটা—জেনে রাখুন যে এই পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষ পরিচিত এবং সেটি ইংল্যাণ্ডের উচ্চতম ও মহত্তম নামগুলির একটি। আমার অফিসে তার আগমনের সংবাদে আমি অভিভূত হয়ে উঠলাম। এবং যখন তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন তখন সেই কথাই তাঁকে আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি তা কানে না তুলে সরাসরি কাজের কথাটাই পাড়লেন—মিস্টার হোল্ডার এই মুহূর্তে আমার পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বিশেষ দরকার। হ্যাঁ, শুনেছি ভালো জিনিস গচ্ছিত রাখলে আপনারা টাকাকড়ি ধার দিয়ে থাকেন। তাই চলে এলাম।

হোল্ডার বললেন,—কতোদিনের জন্যে আপনার টাকাটা দরকার?

ভদ্রলোক বললেন,—আসছে সোমবার সুদ সহ আপনাকে টাকাটা ফেরৎ দেবো। টাকাটা কিন্তু আমার এখনই চাই।

হোল্ডার বললো—আমার ব্যক্তিগত তহবিলে যদি ঐ পরিমাণ টাকা থাকতো তাহলে তা আপনাকে দিতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম। কিন্তু আমার সে সাধ্য নেই। আর আমাকে যদি এই প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে তা দিতে হয় তাহলে আমার অংশীদারদের কথা বিবেচনা করে, সাধারণতঃ আমরা যে সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করে থাকি, আপনার ক্ষেত্রেও তাই করা হবে।

ভদ্রলোক বললো—আমিও তাই চাই। চেয়ারের পাশে রাখা তাঁর কালো মরক্কো চামড়ার ব্যাগটা তুলে নিয়ে তিনি বললেন—আপনি নিশ্চয়ই বেরিল-খচিত মুকুটটার নাম শুনেছেন? বাক্সটা খুললে তার ভিতরে লাল রঙের মখমলের ওপর সেই মূল্যবান বস্তুটি দেখা গেল। তিনি বললেন—এতে উনচল্লিশটি বিরাট বিরাট বেরিল আছে। আর এই সোনাটার দাম তো হিসেব করা দুষ্কর। খুব কম করে ধরলে এই মুকুটটার যা দাম হয় তার অর্ধেক টাকাই আমি আপনার কাছে চেয়েছি। জামানত হিসেবে এটি আমি আপনার কাছে রাখতে চাই।

মিস্টার হোল্ডার, আমি আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে আপনার ওপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস জন্মেছে। আপনি এটাকে এমন সাবধানে রাখবেন যাতে এটি নিয়ে বাইরে কোনোরকম গুজব না রটে, উপরন্তু এটির কোনোরকম ক্ষতিও না হয়। বলা বাহুল্য, এ হল জাতীয় সম্পত্তি, এটির গায়ে একটু আঁচড় লাগলেও তা নিয়ে একটা বিরাট কেলেঙ্কারি রটবে। এর একটি বেরিল খোয়া যাওয়া মানে পুরো মুকুটটি খোয়া যাওয়া, কেননা সমস্ত পৃথিবী খুঁজলেও এই বেরিলগুলির জোড়া মিলবে না। অবশ্য আপনাকে আমি বিশ্বাস করি, আর সেই বিশ্বাসের জোরেই আমি এটি আপনাকে আমি বিশ্বাস করি, আর সেই বিশ্বাসের জোরেই আমি এটি আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। সোমবার সকালে আমি নিজে এসে সুদ সমেত টাকা শোধ করে এটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবো।

আমি আর কিছু না ভেবে ক্যাশিয়ারকে ডেকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড তাকে দিয়ে দেবার আদেশ দিলাম। ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমার যেন কিরকম ভয় ভয় করতে লাগলো। এ জাতীয় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হলে তা নিয়ে মহা হুলস্থুল বেধে যাবে।

এটিকে আমার কাছে রাখতে দেবার সম্মতি দিয়ে আমি নিতান্ত ভুল করেছি বলে আমার মনে হতে লাগলো। সে যাই হোক তখন আর এসব কথা ভাববার সময় নেই, তাই সেটাকে আমার নিজের সেফের মধ্যে রেখে দিয়ে আমি আবার আমার কাজে মন দিলাম। সন্ধে হতে আমার মনে হলো, এই মূল্যবান বস্তুটিকে অফিসে রাখা নিরাপদ নয়। ব্যাঙ্কের সেফ ভেঙে তো প্রায়ই চুরি হয়। তাই মহার্ঘ বস্তুটিকে বাড়িতে এনে নিজের দেরাজে তালাবন্ধ করার পর আমি নিশ্চিন্ত হলাম। এবার একটু নিজের কথা আপনাকে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন বলে বোধ করছি। আমার তিনজন ঝি বেশ কয়েক বছর ধরে আমার বাড়িতে কাজকর্ম করছে। তবে লুসি পার বলে আর একজন সুন্দর পরিচারিকা আমার কাছে মাত্র কয়েক মাস হলো কাজ করছে। ওর জন্যে বোধহয় কটা লোক বাড়ির আশে পাশে ঘুরঘুর করে। আমি বিপত্নীক। আমার একমাত্র ছেলে আর্থার। ছেলেটি উচ্ছন্নে গেছে। প্রথম থেকেই প্রশ্রয় দিয়ে আমি যে কি ভুলই না করেছি তা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। আমি চেয়েছিলাম আর্থার আমার ব্যবসায় যোগ দিক। ছেলেটি একটু ছন্নছাড়া আর একগুঁয়ে প্রকৃতির। অল্প বয়সেই সে একটা নামজাদা ক্লাবের সদস্য হয়েছিল আর সেখানে বেশ পয়সাওয়ালা লোকদের সঙ্গে মিশে শিখেছিল কিভাবে টাকা ওড়াতে হয়। আস্তে আস্তে ওকে জুয়া আর রেসের নেশায় ধরল। এইসব বদ খেয়ালে টাকা উড়িয়ে বার বার ও আমার কাছে এসে ওর হাত খরচের টাকা আগাম চাইতে থাকে। একাধিকবার ও এইসব সঙ্গীদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, কিন্তু স্যার জর্জ বার্নওয়েল নামে ওর এক বন্ধুর প্রভাবে প্রতিবারেই ওকে আবার সেই চক্রে ফিরে যেতে হয়। স্যার, বার্নওয়েল আমার বাড়িতে অনেকবার এসেছেন। ভদ্রলোক আর্থার চেয়ে বয়সে বড় এবং অত্যন্ত ঝানু লোক। তাঁর চেহারায় যেমন চটক তেমনি তিনি লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতেও অত্যন্ত ওস্তাদ। আমি জানতাম যে এই মহা ধুরন্ধর লোকটিকে মোটেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। এ বিষয়ে মেরিও ছিল আমার সঙ্গে একমত। আর হ্যাঁ, মেরির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। মেরি হলো সম্পর্কে আমার ভাইঝি, কিন্তু পাঁচ বছর আগে আমার সে ভাই মারা যাবার পর থেকে আমি তাকে নিজের মেয়ের মতোই মানুষ করে এসেছি। মিষ্টি স্বভাবের, মেয়েটি আমার ঘর সংসারের দেখাশুনো, পরিচালনার সব ভার তার ওপরে। মেরি আমার ডান হাত। ও না থাকলে আমি যে কি করতাম তা ভেবে পাই না। শুধু একটিমাত্র বিষয়ে সে আমার অবাধ্য হয়েছে। আমার ছেলে তাকে মনে প্রাণে ভালোবাসে এবং দু-দুবার তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব

করেছিল, কিন্তু দু-বারই মেরি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমার মনে হয় যে, আর্থারকে যদি কেউ সর্বনাশের পথ থেকে ফেরাতে পারতো তাহলে সে মেরি,—মেরির সঙ্গে বিয়ে হলে আর্থারের জীবনে আমূল পরিবর্তন হতো বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু এখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এখন আর কিছুই করবার নেই।

মি. হোম্‌স্ আমার পরিবারের লোকজনদের পরিচয় আপনি পেলেন। এবার আবার আমার কাহিনীতে আসছি—সেদিন রাতের খাবারের পর বৈঠকখানায় কফি খেতে খেতে আমি আর্থার মেরীকে সেদিনের সমস্ত ঘটনা ও আমাদের বাড়িতে যে একটা মূল্যবান রত্ন এসেছে তা জানালাম। শুধু আমার মক্কেলটির নাম তাদের কাছে গোপন করেছিলাম। লুসি পার আমাদের জন্যে কফি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু আমি কথা আরম্ভ করবার আগেই সে ঘর ছেড়ে চলে গেছিল। তবে দরোজাটা বন্ধ ছিল কিনা তা আমি হলফ করে বলতে পারি না। ব্যাপারটা শুনে মেরি ও আর্থার দু'জনেই উৎসাহিত বোধ করলো এবং তক্ষুনি সেই রত্নখচিত বিখ্যাত মুকুটটি দেখতে চাইল, আমি বললাম সে পরে হবেখন। আমার দেরাজ ওটা আছে। আর্থার বললো—ঈশ্বর করুন আমাদের বাড়িতে যেন চোর ডাকাত হানা না দেয়। যে কোনো পুরোনো চাবি দিয়ে আমি ছোট বেলায় অনেকবার তোমার দেরাজ খুলে টাকা নিয়েছি। রাতে সে খুব গম্ভীর ও চিন্তান্বিত মুখে আমার পিছু পিছু আমার ঘরে এসে দুশো পাউণ্ড চেয়ে বললো—টাকাটা না পেলে আমি কাল আর ক্লাবে মুখ দেখাতে পারবো না। আমি চিৎকার করে বললাম—ভালোই হবে, আমি তোমাকে আর প্রশ্রয় দেবো না।

আর্থার আমায় শাসালো—যে করেই হোক আমাকে অন্য পথে টাকাটা জোগাড় করতেই হবে।

আমি বললাম, একমাসের মধ্যে তুমি তিন তিনবার টাকা নিয়েছো, একটা পয়সাও তুমি আর পাবে না আমার কাছ থেকে। আর্থার আর একটি কথাও না বলে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেল।

ও চলে যাবার পর আমি দেরাজ খুলে মুকুটটি সেখানে আছে কিনা দেখে নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে দরোজা জানলা সব বন্ধ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখলাম। সিঁড়ি দিয়ে হলঘরে এসে আমি দেখলাম মেরী জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমার আসার সঙ্গে সঙ্গে মেরি জানলাটা এঁটে বন্ধ করে দিয়ে চিন্তিত মুখে বললো—আচ্ছা, লুসিকে কি আজ রাতে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন?

আমি বললাম, কই না তো?

মেরী বললো—সে এক্ষুনি পিছনের দরোজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলো। নিশ্চয়ই সে আমার পাশের দরোজা দিয়ে কারো সঙ্গে দেখা করতে গেছিল। আমার মনে হয় এরকমভাবে তার বাইরে যাওয়াটা সন্দেহজনক।

তুমি কাল সকালে এই নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বোলো, আর তুমি যদি চাও আমিও ওকে বলতে পারি। দরোজা জানলা সব বন্ধ হয়েছে তো? মেরী সংক্ষেপে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

ওকে শুভরাত্রি জানিয়ে শোবার ঘরে চলে এলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

মি. হোম্‌স্, আমি আপনাকে সবিস্তারে সব ঘটনা বলবার চেষ্টা করছি যাতে আপনার কাজের সুবিধা হয়। যদি কোনো বিষয় আপনার বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন।

হোম্‌স্ বললেন—না, না সব জলের মতোই আপনার বিবৃতি শুনে বুঝতে পারছি।

মি. হোল্ডার পুনরায় শুরু করলেন—আমার ঘু এমনিতেই খুব পাতলা। তার ওপর সে রাতে মনটা খুব উদ্বিগ্ন থাকায় ঘুম হচ্ছিলো না। রাত দুটো নাগাদ বাড়ির ভেতরে কি একটা আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি উঠে বসবার আগেই আওয়াজটা গেল থেমে। অস্পষ্টভাবে আমার মনে হলো যেন কোথায় একটা জানলা বন্ধ হলো। কানখাড়া করে রইলাম আমি। হঠাৎ আমার পাশের গরের মধ্যে খুব ধীর অথচ স্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেলাম। মনে

হলো কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। ভয়ে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠলো। আস্তে আস্তে আমি বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে এগিয়ে ড্রেসিং রুমে উঁকি মেরে দেখলাম, আর্থার দেরাজ খুলে মুকুটটায় হাত দিয়েছে। চিৎকার করে উঠলাম আমি, শয়তান, চোর কোথাকার! আর্থার জোর দিয়ে মুকুটটা ভাঙবার চেষ্টা করছিল। আমার চিৎকার তার হাত থেকে মুকুটটা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা মড়ার মত সাদা হয়ে গেল। মুকুটটা খপ্ করে তুলে নিলাম আমি। বিস্ফারিত চোখে দেখলাম যে তিনটে রত্নসমেত সোনার মুকুটটার একটা কোণ নেই।

আমি পাগলের মতো চিৎকার করে বললাম, হতভাগা চোর কোথাকার! মুকুটের কোণ থেকে তিনটে রত্ন খুলে নিয়ে পকেটে ভরেছিস্? চিরকালের জন্যে তুই আমার সম্মান ধূলোয় মিশিয়ে দিলি? বার কর, বার কর বলছি!

আর্থার বললো—আপনি আমাকে অযথা গালাগালি করছেন। আর আমি সহ্য করবো না, কালই আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। এবার থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াব।

যাবি কোথায়? আমি বললাম, আমি তোকে পুলিশে দেব!

যাবার সময় বলে গেল—পুলিশ আমার একগাছা চুলও ছিঁড়তে পারবে না।

ইতিমধ্যে চিৎকার চেঁচামেচিতে বাড়ির ঘুম ভেঙে গেছিল। প্রথমে মেরি আমার ঘরে ছুটে এলো। মুকুটটা ও আর্থারের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সে ব্যাপারটা কী বুঝতে পারলো এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমি দাসীকে ডেকে পুলিশে খবর দিতে পাঠালাম। আর্থার এতোক্ষণ কালো মুখে, হাত মুড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন একজন কনস্টেবল সহ একজন ইন্সপেক্টর ঘরে প্রবেশ করলে সে আমায় জিজ্ঞাসা করল—সত্যি সত্যি চুরির দায়ে আমি তাকে পুলিশের হাতে দিতে চাই কিনা। আমি উত্তর দিলাম ব্যাপারটা এখন আর তার আর আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, মুকুটটা জাতীয় সম্পত্তি। আদালতের বিচার আমি মাথা পেতে নেবো।

আর্থার বলল—আমি শুধু কৃপা করে বলছি এই মুহূর্তে আপনি আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবেন না, মিনিট পাঁচেকের জন্যে যদি এখন আমি বাড়ির বাইরে যেতে পারি তো তাতে আপনার আমার উভয়েরই উপকার হবে।

আমি বললাম—আমাকে তুমি বোকা ভেবেছো। এই সুযোগে তুমি পালিয়ে যাও আর চোরাই মালটা পাচার করে দাও আর কি? তুমি হাতে নাতে ধরা পড়েছো, এখন একমাত্র তুমি যদি অকপটে সব অপরাধ স্বীকার করে ওই রত্নগুলোর সন্ধান বাতলে দাও তাহলে সব চুকে যাবে, তোমাকেও ক্ষামা করে হবে—এ নিয়ে আর কথাই উঠবে না।

আর্থার সে পথে না গিয়ে মুখের ওপর বলল—যে আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করছে তাকে আপনি ক্ষমা করুন গিয়ে। বিদ্রূপের স্বরে বলে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আমি তখন তাকে ইন্সপেক্টরের হাতে সঁপে দিলাম। তার দেহ, তার ঘর, ও বাড়ির সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও রত্নগুলি উদ্ধার করা গেল না। আমাদের শত অনুরোধ ও ভীতি প্রদর্শনের পরেও সে একটি বারের জন্যেও মুখ খুললো না। আজ সকালে তাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর আমিও সব ঝামেলা চুকিয়ে আপনার কাছে ছুটতে ছুটতে আসছি। পুলিশ সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছে যে তারা এই ব্যাপারের কোনো সমাধান করতে পারবে না। ইতিমধ্যেই আমি এক হাজার পাউণ্ড ঘোষণা করেছি। যদি আপনি আপনার ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে আমার ব্যাপারটা সমাধান করে দেন তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। হায় ঈশ্বর! এক রাতের মধ্যে আমি সম্মান, আমার ছেলে আর ঐ রত্নগুলিকে হারালাম।

হোমস্ বললেন,—তাহলে মি. হোল্ডার, আমি ও আমার বন্ধু ওয়াটসন একবার ঘটনাস্থলটা দেখে আসি। আর্থার মনে হয় নির্দোষ। চমকে উঠলেন মি. হোল্ডার! কি বললেন!

হ্যাঁ, সব পরে পরে বুঝতে পারবেন। এখন বলুন আপনার বাড়িতে। হোমস্ মন্তব্য করলেন।

বাড়িটা সাদা পাথরের তৈরী এবং একটু পেছনের দিকে। বাড়ির সামনের উঠোনটা বরফে ঢাকা। উঠোনের দুদিকে দু'টো লোহার গেট। ডান দিকে একটা ঝোপের পাশ দিয়ে একটা গলি ভেতরে চলে গেছে। ফিরিওয়ালারা এই পথ দিয়েই যাওয়া আসা করে। বাঁদিকে একটা সরু গলি আস্তাবলের দিকে গেছে। আমাদের দরোজার কাছে দাঁড় করিয়ে হোম্‌স্ আস্তে আস্তে বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখতে লাগলেন। সামনের দিকটা দেখে ডানদিকের গলি দিয়ে ও পেছনের বাগানটা ঘুরে দেখতে এতো দেরি করতে লাগলেন যে ওয়াটসন আর মি. হোল্ডার খাবার ঘরের ভিতরে আগুনের পাশে বসে অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। এমন সময় দরজা খুলে একজন দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী যুবতী সেখানে প্রবেশ করলো। কোনো স্ত্রীলোকের এমন বিষণ্ন মুখচ্ছবি—না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হবে না। মেয়েটি ঘরে ঢোকবার পর ওয়াটসনের মনে হলো; যে মি. হোল্ডার তাঁর দুঃখ শোকের যে বিবরণ দিয়েছিলেন তার চেয়েও সে বেশী মুহ্যমান। ওয়াটসনের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর কাকার কাছে গেলেন এবং পরম যত্নে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, আপনি আর্থারকে মুক্তি দেবার আদেশ দিয়েছেন তো বাবা!

হোল্ডার বললেন,—না, নারে—আগে সমস্ত ব্যাপারটার তদন্ত হোক। মেরী, মেয়েটি বললো—আমি জানি সে নির্দোষ। ঠিক জানি সে আপনার কোনো ক্ষতি করেনি। তার প্রতি অমন নির্দয় ব্যবহারের জন্যে পরে আপনাকে অনেক অনুতাপ করতে হবে, দেখবেন।

হোল্ডার বললেন—ও যদি নির্দোষই হবে, তাহলে ও চুপ করে আছে কেন?

মেরি বললো, হয়তো ওকে সন্দেহ করেছেন বলে ওর অভিমান হয়েছে।

হোল্ডার বললেন—ওকে কি আমি এমনি এমনি সন্দেহ করেছি? মুকুটটা যে আমি নিজের চোখে ওর হাতে দেখেছি!

হোম্‌স্ প্রবেশ করতেই বিষণ্ন মুখে মেরি তাঁকে বললো—আপনি প্রমাণ করে দিন, আমার ভাই আর্থার নির্দোষ।

হোম্‌স্ বললেন—আমারও মন তাই বলছে। আর আমার বিশ্বাস যে আমরা তা প্রমাণ করতে পারবো। হ্যাঁ, আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করছি, ঠিক ঠিক জবাব দেবেন। আচ্ছা, কাল রাতে আপনাদের সুন্দরী পরিচারিকা লুসি পারকে কোথা দিয়ে ফিরতে দেখেন? মিস্ পার রান্না ঘরের দরোজা দিয়েই কী?

হ্যাঁ দরোজাটা লাগানো হয়েছে কিনা তা দেখবার জন্যে গিয়ে দেখি যে সে চুপিসারে ভিতরে ঢুকছে। অন্ধকারে আমি লোকটিকেও দেখতে পেয়েছিলাম—মেরি বললো—মনে হলো সে আমাদের তরকারীওয়ালা ফ্রান্সিস প্রসপার।

সেকি দরোজার বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে ছিল? হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—দরোজার কাছে আসবার জন্যে রাস্তা থেকে যতোটা এগিয়ে থাকা দরকার তার চেয়ে একটু বেশীই এগিয়ে ছিল?

মেরি বললো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ওইভাবেই দাঁড়িয়েছিল।

আর লোকটার এক পা বোধ হয় কাঠের, তাই না?—হোম্‌স্ বললেন।

এই কথা শুনেই হঠাৎ যেন মেরির মুখে ভয়ের ছায়া দুলে উঠল—আরে, সে খবর আপনি জানেন নাকি? বিস্ময়ের সঙ্গে সে বলে উঠল,—সে খবর আপনি জানলেন কী করে? মেরি একটু হাসলেন! কিন্তু হোম্‌সের রোগা মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল।

হোম্‌স্ এবার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে একটার পর একটা জানলা পরীক্ষা করতে লাগলেন। হলঘরের বড় জানলাটা যেটা থেকে আস্তাবলের গলিটা দেখা যায়, একটু বেশীক্ষণ ধরে দেখলেন সেই জানলাটা খুলে, তারপর শক্তিশালী আতস কাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। কাজ শেষ করে হোম্‌স্ বললেন—এবার আমরা ওপরে যাবো। ওপরে গিয়ে মি. হোল্ডারের ড্রেসিং রুমে ঢুকে প্রথমে টেবিলের কাছে গিয়ে দেরাজের তালাটাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন,—কোন্ চাবিটা দিয়ে এটা খোলা হয়েছিল?

হোল্ডারের হাতে থেকে গুদাম ঘরের তাকে রাখা চাবিটা নিয়ে হোম্‌স্ দেরাজটি খুলে

ফেললেন। মন্তব্য করলেন—এ তালাটায় কোনো আওয়াজ হয় না, তাই এটা খোলবার সময় আপনার ঘুম ভাঙেনি! একটা কোণাভাঙা মুকুট বার করলেন হোম্‌স্। তারপর তিনি বললেন,—মি. হোল্ডার, মুকুটটার যে কোণটা আস্ত আছে আপনি সেদিকটা ভাঙতে পারেন কিনা চেষ্টা করুন দয়া করে!

মি. হোল্ডার আঁৎকে উঠে বললেন—এমন একটা সর্ব্বনেশে ব্যাপার আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না!

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখি। বলে হোম্‌স্ তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে মুকুটটাকে বাঁকাতে চেষ্টা করলেন। বললেন, আমার আঙুলে প্রচুর জোর। কিন্তু এটা ভাঙতে আমারও বেশ সময় লাগবে। সাধারণ লোকের পক্ষে এটা ভাঙা সম্ভবই নয়। এটা ভাঙলে পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ার মতো একটা আওয়াজ হবে। মি. হোল্ডার, আপনি কি বলতে চান, যে আপনার কয়েক গজ দূরে এইরকম সব কাণ্ড ঘটে গেল অথচ আপনি কিছুই বুঝতে পারেন নি?...আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবেন। মিস্ হোল্ডার আপনি কি বলেন? আচ্ছা মি. হোল্ডার, আপনি যখন আর্থারকে দেখেন তখন তার পায়ে জুতো বা চটি কিছু কি ছিল?

হোল্ডার বললেন—না, পাজামা আর জামা ছাড়া তার পরণে আর কিছুই ছিল না।

ধন্যবাদ! ভাগ্যদেবী আমাদের উপর খুবই প্রসন্ন। এবং এরপরও যদি আমরা অপরাধীকে ধরতে না পারি তাহলে সেটা আমাদেরই অক্ষমতা বুঝতে হবে। এখন মি. হোল্ডার, আপনার অনুমতি নিয়ে আর একবার আমি বাগানটা ঘুরে দেখতে চাই।

প্রায় একঘন্টা পরে বরফভর্তি পা নিয়ে তিনি বাগান থেকে ফিরে এসে বললেন, আমার সব দেখা হয়ে গেছে, এবার বাড়ি চলি।

হোল্ডার বললেন—কিন্তু মি. হোম্‌স্ আমার হারানো রত্ন তিনটি? সেগুলি কোথায়? আর আমি সেগুলো কি ফিরে পাবো না? হায় হায় করে উঠলেন মি. হোল্ডার। আর আমার ছেলে? আপনি যে আমায় আশা দিয়েছিলেন?

হোম্‌স্ বললেন— আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আপনার ছেলে সম্পূর্ণ নির্দোষ এ ব্যাপারে।

হোল্ডার কঁকিয়ে উঠে বললেন—ভগবানের দোহাই, তাহলে কাল রাতে আমার বাড়িতে কে এই কেলেঙ্কারী করলো, সব খুলে বলুন।

হোম্‌স্ বললেন—কাল সকালে নটা থেকে দশটার মধ্যে আপনি যদি বেকার স্ট্রিটে আসেন তাহলে মনে হয় আপনাকে সব খবর জানাতে পারবো। আর আমার পারিশ্রমিকটা বেশ দরাজ হাতে দেবেন বলেই আশা করছি।

হোল্ডার বললেন—হারানো রত্নগুলি ফিরে পাওয়ার জন্যে আমি আমার সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত।

অতি উত্তম—হোম্‌স্ বললেন, সন্ধ্যের আগে হয়তো আর একবার এখানে আসতে হতে পারে।

বাড়ি ফিরতে তিনটে বেজে গেল। ঘরে ঢুকে হোম্‌স্ সোজা উপরে তাঁর নিজের ঘরে চলে গেলেন এবং কয়েক মিনিট পরে একটা লোফারের ছদ্মবেশে আবার নীচে নেমে এলেন। ছেঁড়া জুতো-মোজা, চকচকে কোটের কলারটা দেওয়ার দরুণ তাঁকে ঠিক একজন রাস্তার বেকার লোকের মতো দেখাচ্ছিল। আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখে তিনি বললেন, মনে হয় এতেই হবে। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে আমার খুবই ইচ্ছে করছে ওয়াটসন, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তাতে কাজটা পণ্ড না হয়ে যায়। আমি ঠিক পথেই এগোচ্ছি, না এটা নিছকই আলেয়ার পেছনে ছুটে মরা হচ্ছে, খুব শিগ্‌গিরই আমি তা জানতে পারবো। ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি। অনেক রাত পর্যন্ত হোম্‌সের দেখা পাওয়া গেল। পরদিন সকালে প্রাতঃরাশের টেবিলে হোম্‌সের সঙ্গে ওয়াটসনের দেখা হলো।

পরদিন সকালে যথাসময়ে মি. হোল্ডার এলেন। এক রাত্রে তাঁর চেহারার পরিবর্তন দেখে চমকে উঠতে হয়। তাঁর অমন চওড়া বিরাট মুখ এক রাত্রে যেন শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে এসেছে, মাথার চুল আরও সাদা হয়ে গেছে। আগের দিন তিনি ছুটতে ছুটতে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছিলেন, কিন্তু আজ যেন কোনোরকমে শরীরটাকে টানতে টানতে তিনি ঘরে এসে ঢুকলেন। ওয়াটসন তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন, তিনি তাতে ধপ্ করে বসে পড়লেন। তিনি প্রথমেই অতি কষ্টে বললেন,—আমার ভাইঝি আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। যাবার সময় একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। চিঠিতে লেখা চিল, "প্রিয় কাকা, আমার মনে হয়, এই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী আমি। আমি আপনার কথামতো কাজ করলে বোধ হয় এই কেলেঙ্কারিটা ঘটতো না। এই অবস্থায় আমার পক্ষে আর আপনার বাড়িতে থাকা চলে না। আমার জন্যে চিন্তা করে কষ্ট পাবা কোনো দরকার নেই, কেননা আমার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। আর, আমার খোঁজখবরেরও চেষ্টা করবেন না। সেটা হবে পণ্ডশ্রম, আর তাতে করে অনিষ্টও হবার সম্ভাবনা।' হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি মি. হোম্‌স্। কাল রাত্রে খুব দুঃখের সঙ্গে আমি মেরিকে বলেছিলাম যে আমার কথামতো সে যদি আর্থারকে বিয়ে করতো তাহলে এই কাণ্ডটা ঘটতো না। এখন বুঝতে পারছি ওকথা আমার বলা উচিত হয়নি। এই চিঠি পড়ে আপনার কী মনে হয় মি. হোম্‌স্? মেরি কি আত্মহত্যা করতে পারে?

হোম্‌স্ বললেন,—না, না, সেরকম কিছু হবে না। আমার মনে হয় এ বেশ ভালোই হয়েছে, এবং আমার ধারণা অবিলম্বেই আপনার দুঃখ কষ্টের অবসান হবে।

হোল্ডার তখন প্রসঙ্গটা পাল্টে বললেন, রত্নগুলোর খোঁজ পেয়েছেন?

হোম্‌স্ বললেন,—প্রতিটি রত্নের জন্যে এক হাজার পাউণ্ড করে দিতে আপনি নিশ্চয় রাজি আছেন?

মি. হোল্ডার বললেন, আমি দশ হাজার দেবো!

হোম্‌স্ বললেন—না-না, তার দরকার নেই। পুরো তিন হাজার দিলেই হয়ে যাবে। আর নিশ্চয় সামান্য একটু পুরস্কারও আপনি দেবেন আশা করি। আপনার চেক বই সঙ্গে আছে? এই নিন কলম। ঐ চার হাজার পাউণ্ডই লিখুন।

বোকার মতো মুখ করে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি চেকটা লিখে দিলেন। হোম্‌স্ উঠে টেবিলের দেরাজ থেকে তিনটে রত্ন বসানো একটা তিনকোণা সোনার টুকরো বার করে মি. হোল্ডারের সামনে ছুঁড়ে দিলেন।

মি. হোল্ডার লাফিয়ে উঠে সেটি তুলে নিলেন মহানন্দে। বেঁচে গেছি, আমি বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।

হোম্‌স্ বললেন, একজনের প্রতি এখনও আপনার কিছু ঋণ আছে মি. হোল্ডার—বেশ একটু কঠোরভাবেই বললেন শার্লক হোম্‌স।

ঋণ! তিনি কলমটা তুলে নিলেন—বলুন কতো টাকার?

না, ঋণটা টাকার নয়, হোম্‌স্ বললেন—আর্থারের কাছে এখনও আপনার ক্ষমা চাওয়া বাকী আছে।

হোল্ডার বললেন—তাহলে আর্থার ওটা নেয়নি? কিন্তু আমি যে নিজে চোখে দেখেছি!

হোম্‌স্ বললেন—এই রহস্যের জটগুলি খোলবার জন্যে আমি তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি যখন নিজে বলতে অস্বীকার করলেন, তখন আমি তাকে একটা গল্প শোনালাম। তখন তিনি স্বীকার করলেন যে হ্যাঁ, আমি যা বলেছি তা ঠিক। এরপর দু-একটা খুঁটিনাটি বিষয় তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে ফিরে এলাম।

হোল্ডার বললেন,—ভগবানের দোহাই, আসল ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন।

হোম্‌স্ বললেন,—হ্যাঁ, সব বলবো। তার আগে আপনাকে বলি, এটা বলা যেমন আমার পক্ষে খুব কষ্টকর তেমনি এটা শুনলে আপনিও চরম আঘাত পাবেন। আপনি শুনে অবাক হবেন, যে স্যার জর্জ বার্নওয়েলের সঙ্গে আপনার ভাইঝি মেরির ভালোবাসা ছিল, তারা দুজনে

একসঙ্গে পালিয়েছে! জর্জ বার্নওয়েলকে আপনি বা আপনার ছেলে কেউই ঠিক চিনতে পারেন নি। তিনি ইংল্যাণ্ডের সাংঘাতিক লোকজনদের একজন। জুয়া কেলে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, এবং তার বিবেক পাষাণ হয়ে গেছে। আর এই ধরনের লোকদের সম্বন্ধে আপনার ভাইঝির কোনো ধারণা ছিল না। অনেক মেয়েকে সর্বনাশ করেছেন তিনি। আপনার ভাইঝির মতো সরল প্রকৃতির মেয়েকে ঠকাতে তাঁকে মোটেই বেগ পেতে হয় নি।

মি. হোল্ডারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—এ আমি বিশ্বাস করি না—বিশ্বাস করতে পারি না।

হোম্স্ বললেন,—তাহলে শুনুন আমার বিশ্লেষণ—সেদিন রাতে কি কি ঘটেছিল—'আপনার ভাইঝি, আপনি ঘরে চলে গেছেন মনে করে, জানলা দিয়ে তার প্রেমিক-এর সঙ্গে কথা বলছিল। যে জানলাটা আস্তাবলের গলির কাছে, তার প্রেমিকি সেখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো, আর তাই বরফের ওপর তার পায়ের ছাপ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া গেছে। মেরি তাকে ঐ জানলা দিয়েই মুকুটটার কথা জানায়। সঙ্গে সঙ্গে বার্নওয়েলের লোভ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং তিনি মেরিকে তার অভিলাষ জানান। এইসব কথাবার্তা যখন তাদের মধ্যে হচ্ছিলো, ঠিক তখন আপনি সেই ঘরে নেমে আসেন জানলা-দরজা সব বন্ধ আছে কিনা আপনি সেই ঘরে নেমে আসেন জানলা-দরজা সব বন্ধ আছে কিনা দেখতে। আপনাকে দেখে মেরি সঙ্গে সঙ্গে জানলা বন্ধ করে দিয়ে আপনাকে সুন্দরী লুসি পারের বাইরে যাওয়ার গল্প বলেন। আর আপনার ছেলে আর্থার আপনার সঙ্গে দেখা করবার পরে শুতে গেলো; কিন্তু ক্লাবে দেনা থাকার দরুন তার ঘুম আসছিল না। মাঝরাতে হঠাৎ কার পায়ে শব্দে সে উঠে বসে এবং দরোজা খুলে অবাক হয়ে দেখে যে তার বোন সন্তর্পণে তার ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে আপনার ড্রেসিং-রুমের মধ্যে ঢুকে গেল। আর্থার কৌতূহলী হয়ে একটা জামা গায়ে পরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরেই মেরি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বারান্দার আলোয় আপনার ছেলে দেখলো তার হাতে রয়েছে সেই মুকুটটা। মেরি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলেন আর আপনার ছেলে ছুটে আপনার ঘরের কাছে একটা দরোজার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে সব দেখতে লাগল। ওইখান থেকে নিচের হলঘরটাও দেখা যায়। আপনার ভাইঝি খুব সাবধানে জানলাটি খুলে হাত বাড়িয়ে মুকুটটা কাকে যেন দিয়ে দিল। তারপর জানলাটা বন্ধ করে আবার তার নিজের ঘরে ফিরে গেল।

যতোক্ষণ মেরি ওখানে ছিলো ততোক্ষণ আর্থারের পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। কারণ তাহলেই তাঁর প্রিয় পাত্রী ধরা পড়ে যাবে।

তাই মেরী চলে যেতেই আর্থার সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে জানলা খুলে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে স্যর জর্জ বার্নওয়েলকে চিনতে পারলো। জর্জ পালাতে চেষ্টা করতেই, আর্থার তাকে জাপটে ধরলো। মুকুটটা নিয়ে দু-জনের মধ্যে টানাটানি চলতে লাগল। তারপরেই আপনার ছেলের ঘুসিতে জর্জের চোখের ওপরটা ফেটে যায়। তারপরেই আর্থারের হাতে মুকুটটা চলে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে জানলাটা বন্ধ করে সে আপনার ঘরে এসে পৌঁছে যখন দোমড়ানো মুকুটটা সোজা করবার চেষ্টা করছিল আর ঠিক সেই সময় আপনার ঘুম ভেঙে যেতে আপনি তাকে ঐ অবস্থায় দেখতে পান। আপনার গালাগালিতে তার অভিমান হয়। সে আপনার কাছে প্রশংসার পরিবর্তে যে তিরস্কার পেয়েছিল তাতে পুলিশের কাছে আর কিছুই প্রকাশ করেনি। পরিবর্তে নির্দোষ হয়েও জেল খাটছে। আর মেরির প্রতি ভালোবাসার জন্যেও সে পুলিশের কাছে তার নাম প্রকাশ না করে পুরুষের কাজই সে করেছে।

আমি সোজা জর্জ বার্নওয়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। প্রথমে তিনি সব অস্বীকার করে তর্জন-গর্জন করলেন খুব। উনি কিছু করবার আগেই আমি ঝট্ করে পকেট থেকে পিস্তল বার করে ওঁর মাথার ওপর উঁচিয়ে ধরলাম। তখন তিনি পথে এলেন। তখন আমি তাকে বললাম যে রত্নগুলো তার কাছ থেকে পেলে তার জন্যে আমরা কিছু দাম—প্রত্তিটির জন্যে

হাজার পাউণ্ড করে দিতে প্রস্তুত আছি। একথা শুনে তিনি যেমন অবাক হলেন তেমনি তাঁর দুঃখও হলো খুব, কারণ বেচারা ঐ তিনটে পাথর বিক্রি করে মাত্র ছশো পাউণ্ড পেয়েছিলো। তার কাছে ছুটলাম এবং অনেক দর কষাকষির পর প্রতিটির জন্যে হাজার পাউণ্ড করে গুণে দিয়ে রত্ন তিনটি উদ্ধার করলাম। এরপর গেলাম মি. আর্থারের কাছে এবং তাকে বললাম যে ঝামেলা চুকে গেছে। সারাটা দিন এই রকম প্রচুর পরিশ্রমের পর যখন শুতে গেলাম তখন রাত দুটো।

মি. হোল্ডার বললেন—এই রকম অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন বলেই ইংল্যাণ্ডকে এক ভীষণ কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আপনার বুদ্ধি সম্বন্ধে আমি যতোখানি শুনেছিলাম দেখলাম আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি। এবার আমি আমার প্রাণাধিক পুত্রের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করার জন্যে ছুটি মি. হোম্‌স্। আর মেরির সম্বন্ধে খুব ভাবনা হচ্ছে।

হোম্‌স্ বললেন—হ্যাঁ আসুন! আর মেরি সম্বন্ধে কিছু ভাববেন না, ও স্যার জর্জ বার্নওয়েলের সঙ্গেই আছে। ঈশ্বর তার অপরাধের উপযুক্ত বিধানই দিয়েছেন।

## ছদ্ম পরিচয়

বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে একদিন হোম্‌স্ আর ড. ওয়াটসন হোম্‌সের নানা অভিজ্ঞতার আর অ্যাডভেঞ্চারের বিষয় নিয়ে স্মৃতিচারণ করছিলেন। হঠাৎ ড. ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—হাতে কোনো মামলা টামলা আছে?

হোম্‌স্ বললেন, গোটা দশ বারো আছে বটে, কিন্তু কোনোটাই আগ্রহ জাগাবার মতো নয়। তবে কৌতূহলের কিছু না থাকলেও সেগুলো জরুরি। বারবারই দেখেছি যে ছোটখাটো মামলাগুলোই পর্যবেক্ষণ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র। যে মামলা যতো বড় হয়ে দেখা যায় তা সেই অনুপাতে সহজ, কারণ উদ্দেশ্যটা সেখানে সহজেই চোখে পড়ে। এখনকার মামলাগুলোর মধ্যে মার্সাইয়ের মামলাটাই যা একটু জটিল, তাছাড়া আর সবই মামুলি। তবে, মনে হচ্ছে এবারে ভালো কিছু হাতে আসবে। হয়তো কয়েক মিনিটের ভেতরেই একজন মক্কেলের আবির্ভাব হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরোজায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। ছোকরা চাকর সংবাদ দিল যে মিস্ সাদারল্যাণ্ড সাক্ষাৎপ্রার্থী। সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষুদে কালো শরীরের পেছনে ভদ্রমহিলাকে দেখা গেল—ছোট নৌকার পেছনে যেন একটি বৃহৎ বাণিজ্যতরী। হোম্‌স্ তার স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টাচারের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। মহিলাটি একটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করার পর তিনি দরোজা বন্ধ করে দিয়ে কুশলী ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার ভদ্রমহিলার আপাদমস্তক দেখে নিলেন।

হোম্‌স্ বললেন এতো খারাপ চোখ নিয়ে টাইপের কাজ করতে আপনার অসুবিধা হয় না?

ভদ্রমহিলা মানে মিস্ সাদারল্যাণ্ড জবাব দিলেন, আগে হতো। এখন আন্দাজেই বুঝতে পারি কোন হরফটা কোথায় আছে। তারপর হঠাৎ হোমসের কথার পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে পেরে তিনি অত্যন্ত চমকে উঠলেন, তার কমনীয় মুখে বিস্ময় ও আশঙ্কার ভাব ফুটে উঠলো। বেশ একটু উত্তেজিত ভাবে বললেন,—আপনি তাহলে আগেই আমার কথা শুনেছেন মি. হোম্‌স্। না হলে তো আপনার এসব জানবার কথা নয়?

হোম্‌স্ হাসতে হাসতে বললেন, ঘাবড়াবেন না। আমার পেশা হচ্ছে অন্যের খবর জানা। সাধারণ লোকের চোখে যেসব জিনিস এড়িয়ে যায় সে সব লক্ষ্য করাই আমার অভ্যাস। নইলে আপনি আমার পরামর্শ নিতে আসবেন কেন?

মিসেস এথারীজের কাছে আপনার প্রসংসা শুনে এসেছি আমি, মিস্ সাদারল্যাণ্ড বললেন—তাঁর স্বামীকে যখন পুলিশ মৃত বলে সাব্যস্ত করেছিল, তখন আপনি অনায়াসেই তাকে খুঁজে বার করেছিলেন। আমিও আপনার কাছে সেইরকমই সাহায্য চাইতে এসেছি। আমি বড়লোক না হলেও বছরে একশো পাউণ্ড পাই। তাছাড়া টাইপের কাজ থেকে যা রোজগার করি সবই দিতে রাজি আছি যদি জানতে পারি মি. হসমার এঞ্জেলের কী হয়েছে। শার্লক হোম্‌স্ আঙুলের ডগা আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে বললেন—এতো হন্তদন্ত হয়ে ছুঠে এসেছেন

শুধুই কি পরামর্শ করার জন্যে?

মিস সাদারল্যাণ্ডের মুখে চকিত বিস্ময় দেখা দিল। তিনি বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। খুব হন্তদন্ত হয়ে আমি ছুটে এসেছি বটে, আসলে হয়েছে কি আমার বাবা উইণ্ডিব্যাঙ্ক ব্যাপারটার কোনো আমল দিতে চান না বলে আমার খুব রাগ হয়েছিল। তিনি পুলিশের কাছেও যাবেন না, আপনার কাছেও আসবেন না। তাঁর মতে আমার কোনো ক্ষতি হয় নি। যখন তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না, তখন আমি পাগলের মতো হয়ে উঠলাম। কোনো মতে সামান্য সাজ করেই চলে এলাম। আমার সৎ বাবা। আমি তাকে বাবা সম্বোধন করি এটা খুব মজার শোনায়, কারণ তিনি আমার চেয়ে মাত্র পাঁচ বছর দু-মাসের বড়। আমার নিজের বাবার মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই যখন তিনি বয়সে পনেরো বছরের ছোট একজনকে বিয়ে করলেন তখন আমি খুব একটা খুশি হতে পারিনি। টটেনেহ্যাস কোর্ট রোডে বাবার প্লাম্বিং-এর দোকান ছিল। মৃত্যুর আগে বেশ গোছানো একটা ব্যবসা তিনি রেখে গিয়েছিলেন। আমার মা ফোরম্যান মি. হার্ডির সহায়তায় কাজ চালাচ্ছিলেন, এমন সময়ে মি. উইণ্ডি ব্যাঙ্কের আবির্ভাব হলো। তিনি ঘুরে ঘুরে মদের ব্যবসা চালাতেন, কাজেই সে একজন উঁচু দরের মানুষ। তিনি মাকে বাধ্য করলেন কারবারটা বেচে ফেলতে। তখন সুদে আর আসলে চার হাজার সাতশো পাউণ্ড পান, বাবা বেঁচে থাকলে যা উপার্জন হতো, এ তার কাছাকাছিও নয়।

হোম্‌স্ এই অসংলগ্ন এলোমেলো কাহিনী বেশ ধৈর্যের সঙ্গে শুনতে লাগলেন। প্রশ্ন করলেন, আপনার নিজের যে স্বল্প আয় তা কি এই ব্যবসা থেকে আসে?

মিস্ সাদারল্যাণ্ড বললো—আজ্ঞে না। আমার রোজগার একেবারে অন্য জায়গা থেকে হয়। অক্‌ল্যাণ্ডের আমার কাকা নেড্ মারা যাবার আগে আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন নিউজিল্যাণ্ড স্টক, তা থেকে শতকরা সাড়ে চারভাগ সুদ পাওয়া যায়। মোট টাকা হলো আড়াই হাজার পাউন্ড, আমি শুধু সুদটা পাই।

হোম্‌স্ বললেন—আপনি আমার কৌতূহল বাড়িয়ে তুলছেন। বছরে একশো পাউণ্ড বেশ মোটা অঙ্ক, তাছাড়া আপনার নিজস্ব উপার্জনও আছে। দুটো মিলিয়ে আপনি নিশ্চয়ই নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান আর জীবনটা উপভোগ করেন। আমার ধারণা কোনো মহিলা বার্ষিক ষাট পাউণ্ড রোজগারেই দিব্যি আরামে জীবন কাটাতে পারেন।

মি. হোম্‌স্, এর চেয়ে অনেক কমেও আমার চলে যেতো, মিস্ সাদারল্যাণ্ড বললেন—কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, যতোদিন বাড়িতে আছি ততোদিন তাঁদের বোঝা হতে চাইছি না। অবশ্য এটা খুবই সাময়িক ব্যাপার। তিন মাস অন্তর মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক আমার সুদ এনে মাকে দিয়ে দেন। টাইপের কাজে-কর্মে যা পাই তাতে আমার ভালোভাবেই চলে যায়।

হোম্‌স্ বললেন,—এখন অনুগ্রহ করে হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কেমন বলবেন কী? ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, না-না লজ্জা পাবার কিছু নেই। ইনি আমার বন্ধু। ওর সামনেই আপনি সব কথা খুলে বলতে পারেন।

মিস্ সাদারল্যাণ্ডের ফর্সা মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। একটু সঙ্কুচিত হয়ে জ্যাকেটের ঝালর আঙুল দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে তিনি বললেন, গ্যাসফিটারদের নাচের আসরে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। বাবাকে ওরা টিকিট পাঠাতো। মিস্টার উইণ্ডিব্যাঙ্ক আমাদের ওখানে যাওয়া পছন্দ করতেন না। আমাদের তিনি কোথাও যেতে দিতে চাইতেন না। বাবা যখন ব্যবসার কাজে ফ্রান্সে চলে গেলেন, আমি আর মা আমাদের ফোরম্যান মি. হার্ডির সঙ্গে নাচের আসরে গেলাম। সেখানেই মি. হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। বাবা কিন্তু ফিরে এসে ব্যাপারটা সহজভাবেই নিয়েছিলেন। কারণ আমি ভেবেছিলাম বাবা খুব বকাবকি করবেন। হসমার পরের দিন সকালে খোঁজ নিতে এসেছিল আমরা নিরাপদে সেদিন বাড়ি ফিরেছি কি না! তারপরেও তার সঙ্গে দু-বার বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার বাবা ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার পর সে আর বাড়িতে আসেনি। কারণ বাবা পারতপক্ষে কোনো অতিথিকে

আসতে দিতে চান না। বাবার পুনরায় যখন ব্যবসার কাজে ফ্রান্সে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন হসমার আর আমার মধ্যে বাগদান হয়ে যায়। হসমার লেডেনহল স্ট্রীটের এক অফিসের ক্যাশিয়ার—রাতে অফিসেই ঘুমতো। তবে কোন্ অফিস তা আমি কখনো তাকে জিজ্ঞাসা করিনি। ও অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। দিনের বেলায় চেয়ে সন্ধ্যার পরেই সে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া পছন্দ করতো। সে যেমন নির্জনতা প্রিয়, তেমনিই ভদ্র। তার কণ্ঠস্বরও মৃদু।

হোম্স্ মন্তব্য করলেন, খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যাপার। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে ছোটোখাটো ব্যাপারগুলোই খুব বেশি কাজে আসে। মিস্টার হসমার এঞ্জেল সম্বন্ধে এমনি আরও ছোটোখাটো বিষয় আপনার কিছু মনে পড়ছে?

মিস্ সাদারল্যাণ্ড বললো—ও আমায় একদিন বলেছিল যে, একবার ঠাণ্ডা লেগে তার গ্ল্যাণ্ড ফুলেছিল। তারপর থেকেই সে ধীরে ধীরে এবং ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে। সাজ পোশাকের ব্যাপারে সে খুব সৌখীন। সব সময় ধোপ-দুরস্ত, ফিটফাট। তবে, আমার মতো তারও চোখ খারাপ বলে সে রঙিন চশমা ব্যবহার করতো। আমার সৎ বাবা মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক ফ্রান্সে যাবার পর হসমার এঞ্জেল পুনরায় আমাদের বাড়িতে যাতায়াত সুরু করলো। এবার সে প্রস্তাব করলো যে বাবা ফিরে আসবার আগেই আমাদের বিয়েটা হয়ে যাওয়া ভালো। একদিন আমাকে বাইবেলে হাত ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল যে ভবিষ্যতে যাই ঘটুক, আমি তার কাছে চিরদিন খাঁটি থাকবো। আমার মাকে যখন এ ব্যাপারটা খুলে বললাম, তিনি বলেছিলেন, ভালোই হয়েছে। কারণ এটা তার আমার প্রতি ভালোবাসার প্রগাঢ় নিদর্শন। মা কিন্তু প্রথম থেকেই তার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। আমার মনে হত তাকে যেন আমার চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, স্নেহ করেন। মা বিয়েতে মত দিলেন। কিন্তু আমার মনটা সৎ বাবার একটা অনুমতি পাওয়া দরকার বারবার বলছিল। বাবাকে আমি চিঠি লিখলাম, কিন্তু বিয়ের দিন সকালে সে চিঠি আমার কাছে ফিরে এলো, কারণ বাবা এই চিঠি পাওয়ার আগেই ইংল্যাণ্ডের দিকে রওনা হয়েছিলেন। খুব অনাড়ম্বর ভাবেই কিংস ক্রসের কাছে সেন্ট জেভিয়ার চার্চে আমাদের বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। মি. হোম্স্ গত শুক্রবার বিয়ের দিন চার্চে ঢোকবার সময় তাকে সেই শেষ দেখেছি।

হোম্স্ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার কি স্থির ধারণা হয়েছে যে, তার কোনো বিপদ ঘটেছে?

মিস্ সাদারল্যাণ্ড বললো—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার ধারণা সে কোনো বিপদেরই ইঙ্গিড়ত পেয়েছিলো হয়তো।

হোম্স্ প্রশ্ন করলেন—আপনার বাবা ফিরে আসার পর তাকে সব কথা খুলে বলেছিলেন?

বলেছিলাম। মিস্ সাদারল্যাণ্ড বললো—তিনি বললেন, আমাকে গীর্জা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে তার কী লাভ হতে পারে? বিশেষত, হসমার আমার কাছ থেকে টাকা ধারও করেনি অথবা আমাকে বিয়ে করে সম্পত্তি বাগাবার মতলবও তার ছিল না, তাহলেও হয়তো ব্যাপারটা বোঝা যেতো। টাকা-কড়ির বিষয়ে হসমার অত্যন্ত স্বাধীন, আমার একটি শিলিং-এর ওপরেও তার লোভ ছিল না। তবে তার কী হতে পারে? বাবা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই তার কিছু একটা হয়েছে। এবং আমি আবার হসমারের খবর পাবো। ওঃ আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছি! রাতে আমার একটুও ঘুম হয় না। কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাদারল্যাণ্ড।

হোম্স্ চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললেন,—আপনার সমস্যা আমি ভেবে দেখব। মনে হয় একটা কোনো সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই পৌঁছানো যাবে। এখন এ ব্যাপারটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন, এ নিয়ে আর দুর্ভাবনা করবেন না। আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে, হসমার এঞ্জেলকে সেইভাবে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করুন, যেভাবে তিনি আপনার জীবন থেকে মুছে যেতে চেয়েছেন।

যাবার আগে সাদারল্যাণ্ড হোম্সের কথামতো 'ক্রনিকল' কাগজের বিজ্ঞাপনের টুকরো আর চারখানি চিঠি দিলেন। নিজের ঠিকানা—৩১ নম্বর লায়নপ্লেস, ক্যাম্বারওয়েল লিখে দিলেন। আর হোম্সের কৌতূহল মেটাতে সৎ বাবার কারবারের ঠিকানা—ফেনচার্চ স্ট্রীটের

বিখ্যাত ক্লারেট কোম্পানি ওয়েষ্ট হাউস অ্যাণ্ড মারব্যাঙ্কের ঠিকানাটাও লিখে দিলেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে মিস্ সাদারল্যাণ্ড চলে এলেন।

মার্লক হোম্স্ কয়েক মিনিট নীরবে বসে রইলেন। তখনও তার আঙুলগুলো পরস্পর সংবদ্ধ, পা দু'টি সামনে প্রসারিত এবং স্থির দৃষ্টি ছাদের দিকে নিবদ্ধ। তারপর তিনি হাত বাড়িয়ে পাইপটা নিয়ে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওয়াটসনকে লক্ষ্য করে বললেন, ডাক্তার, ভদ্রমহিলার কাছে অনেক কিছু শেখবার আছে। তারপর থেমে কি একটা ভেবে নিয়ে হোম্স বললেন, ওয়াটসন, বিজ্ঞাপন থেকে হসমার এঞ্জেলের বর্ণনাটা একবার পড়ে শোনাও তো!

ওয়াটসন কাগজের কাটিংটা আলোর সামনে ধরে পড়তে লাগলেন—নিরুদ্দেশ হসমার এঞ্জেল নামে একজন ভদ্রলোক গত চোদ্দ তারিখ থেকে নিখোঁজ। প্রায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি দীর্ঘ, সুগঠিত দেহ, ফ্যাকাসে রং, মাথার মাঝখানে সামান্য টাকের আভাস, কালো চুল। ঘন কালো জুলপি আর গোঁফও আছে। চোখে রঙিন চশমা, কণ্ঠস্বর একটু দুর্বল। নিরুদ্দিষ্ট হবার আগে তার পরনে ছিল সিল্কের লাইনিং দেওয়া কালো ফ্রক-কোট। কালো ওয়েস্টকোট, সোনার অ্যালবার্ট চেন ও হ্যারিসের দোকানের ধূসর রঙের ট্রাউজার। ইলাস্টিক বুটজুতোর ওপরে বাদামী গেটার লাগানো। লেডেনহল স্ট্রীটের কোন একটি অফিসের কর্মচারী রূপে পরিচিত। যদি কোনো ব্যক্তি ইত্যাদি—

হোম্স বললেন, ঠিক আছে। আর দরকার নেই। চারখানি চিঠিতে চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে মন্তব্য করলেন, এগুলো অত্যন্ত সাধারণ চিঠি। এর মধ্যে থেকে হসমার এঞ্জেলের চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যায় না। শুধু এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো প্রত্যেকটি চিঠিই টাইপ করা। চিঠিতে খুব ছোট হরফে হসমার এঞ্জেল লেখা থাকলেও কোথাও তারিখ বা ঠিকানার গন্ধ নেই। নাম স্বাক্ষরটা খুবই অস্পষ্ট ও বিকৃত। ওয়াটসন্, তুমি কি বুঝতে পারছো—সমস্ত মামলাটার সঙ্গে এর কতোটা গভীর সম্পর্ক আছে?

ওয়াসটন বললেন—ঠিক ধরতে পারছি না তবে মনে হচ্ছে, চুক্তি ভঙ্গের নালিশ হলে নিজের সই অস্বীকার করবার মতলবও থাকতে পারাটা অসম্ভব নয়।

হোম্স বললেন,—মোটেই তা নয়। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করবার জন্যে দুটো চিঠি লিকতে হবে। লণ্ডনের একটি কোম্পানীকে একটা লিখব আর ভদ্রমহিলার সৎ পিতাকে মানে মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ককে আগামী কাল সন্ধ্যা ছ-টার সময় আমার সঙ্গে দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে একটা চিঠি লিখবো। তাহলে ডাক্তার ঐ চিঠিদুটোর জবাব না পাওয়া পর্যন্ত এখন আমাদের আর কিছু করণীয় নেই, তখন সমস্যাটা আলোচনা আপাততঃ বন্ধ রাখাই ভালো।

পরদিন সন্ধ্যায় সব রুগীপত্তর দেখা শেষ করে ওয়াটসন বেকার স্ট্রীটে এসে দেখেন, হোম্স্ গভীর চিন্তায় মগ্ন। ওয়াটসন সাদারল্যাণ্ডের ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। আর হোম্স্ কিছু বলবার আগেই সাদারল্যাণ্ডের সৎপিতা মিস্টার জেমস্ উইণ্ডিব্যাঙ্ক হোমস্কে দেওয়া চিঠির কথামতো ছটায় এলেন।

হোম্স্ বললেন, শুভ সন্ধ্যা মি. জেমস্ উইণ্ডিব্যাঙ্ক।

মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক বললেন—খুব দুঃখের বিষয় যে, আমার মেয়ে মিস্ সাদারল্যাণ্ড আপনার মতো এতো বড় বিখ্যাত আর ব্যস্ত মানুষকে এরকম তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়ে বিব্রত করেছে। আমি ঘরের কলঙ্ক বাইরে প্রকাশ করার পক্ষপাতী নই। বোধহয় আপনি লক্ষ করেছেন, যে, মেয়েটি অত্যন্ত আবেগ প্রবণ। কোনো বিষয়ে বায়না ধরলে ওকে থামানো সহজ নয়। কিন্তু অমনভাবে পারিবারিক দুর্ভাগ্যকে বাইরে টেনে আনা আমার ভালো লাগছে না। তাছাড়া অনর্থক কিছুতেই সম্ভব নয়।

হোম্স্ ধীর সুরে বললেন—ঠিক উল্টো। হসমার এঞ্জেলকে আবিষ্কার বোধহয় প্রায় করে ফেলেছি।

মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। তার হাত থেকে দস্তানা খসে পড়ল।

তারপর তিনি বললেন,—একথা শুনে দারুণ আনন্দিত হলাম।

হোম্‌স্ মুচকি হেসে বললেন,—হাতের লেখার মতো টাইপরাইটারেরও যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এটা আশ্চর্য মনে হলেও সত্য। একেবারে আনকোরা না হলে দুটো মেশিনের টাইপ অবিকল একরকম হতেই পারে না। কোনো কোনো হরফ অন্যগুলোর চেয়ে বেশী ক্ষয়ে যায়, কোনো-কোনোটার আবার একপাশে ক্ষয় হয়। আপনার এই চিঠিটা দেখুন। এর মধ্যে E-র ছাপ ভালো করে পড়েনি, R-টারও তলার দিকে গলদ রয়েছে। এছাড়া আরও পনেরোটা বিশেষত্ব আছে। সেগুলো ততো স্পষ্ট নয়।

মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক, তাঁর ছোট ছোট চোখের তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি হোম্‌সের দিকে মেলে ধরে বললেন, আমাদের অফিসের সব কাজই এই যন্ত্রটা দিয়ে হয়, সেজন্য এটার কোনো কোনো অক্ষর হয়ত ক্ষয়ে গেছে।

হোম্‌স্ বললেন,—এবার এমন একটা জিনিস আপনাকে দেখাবো মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক, যা দেখলে আপনি চমকে উঠবেন। ভাবছিলাম, অপরাধ প্রবণতা ও টাইপ মেশিনের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখবো—ব্যাপারটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই যে চারখানা চিঠি নিরুদ্দিষ্ট লোকটির কাছ থেকে এসেছে, সবগুলিই টাইপ্ করা, এগুলোতেও E-র ছাপ ভালোভাবে পড়েনি, R-র তলার দিকটাও নেই। তাছাড়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখেছি আরও প্রায় পনেরোটা বিশেষত্ব সে সবও রয়েছে।

উইণ্ডিব্যাঙ্ক চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। হাত বাড়িয়ে টুপিটা তুলে নিয়ে তিনি বললেন, এসব আবোল তাবোল নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। যদি লোকটাকে ধরতে পারেন, তাহলে ধরুন। ধরবার পর আমাকে জানাবেন।

হোম্‌স্ কয়েক পা অগ্রসর হয়ে দরোজায় চাবি লাগালেন। তারপর বললেন, অবশ্যই জানাবো। তাহলে জানাচ্ছি, যে লোকটাকে আমি ধরেছি।

মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক চিৎকার করে উঠলেন এবং মুহূর্তে তার ঠোঁট রক্তশূন্য হয়ে উঠল। তার চোখমুখের ভঙ্গী দেখে ফাঁদে আটকানো ইঁদুরের কথা মনে পড়ল।

হোম্‌স মোলায়েমভাবে বললেন, উঁহু, এতে কোনো কাজ হবে না মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক, আর রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই আপনার। ব্যাপারটা খুবই সোজা।

মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক বিবর্ণ মুখে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। তার কপালে গাম ফুটে উঠলো। তোতলাতে তোতলাতে তিনি বললেন, কিন্তু এ নিয়ে কোনো মামলা চলে না। তবে তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো একেবারে ভেঙে পড়েছেন।

হোম্‌স্ বললেন, এবার তাহলে আমি ধারাবাহিকভাবে ঘটনাগুলো বলে যাই—আর ভুল হলে শুধরে দেবেন!

মিষ্টি মধুর স্বভাবের আপনার মেয়ে কিন্তু একটু বেশিমাত্রায় আবেগ-প্রবণ হওয়ার এবং তার নিজস্ব উপার্জন ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত থাকায়, সে যে বেশিদিন অবিবাহিত থাকবে না তা স্পষ্ট বোঝা গেল। কিন্তু তার বিয়ে হওয়ার মানে বছরে একশো পাউণ্ড হারানো। তখন তার সৎ পিতা তাকে বাড়ির ভিতরে আটকে রাখলেন এবং সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেশা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারলেন যে এভাবে চিরদিন চলবে না। মেয়েটি যতাসময়ে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল, এবং কোনো এক নাচের আসরে যাবার জন্যে দৃঢ় অভিপ্রায় জানালো।

এবার তার চতুর সৎ পিতা এমন এক অভিনব মতলব করলেন, যা তাঁর অন্তরের পক্ষে না হলেও মগজের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসনীয়। স্ত্রীর গোপন উৎসাহে ও সহায়তায় ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। রঙিন কাঁচের চশমায় চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে আড়াল করলেন। নকল গোঁফ আর একজোড়া পুরু জুলপি লাগিয়ে মুখের চেহারা বদল করে ফেললেন। তার স্পষ্ট গলার স্বরও মৃদু ফিস্‌ফিসনিতে পরিণত করলেন। ফেললেন। তার অস্পষ্ট গলার স্বরও মৃদু ফিস্‌ফিসনিতে

পরিণত করলেন। তাছাড়া মেয়েটির চোখ খারাপ বলেও তিনি নিরাপদ ছিলেন। এইভাবে হসমার এঞ্জেল রূপে তার আবির্ভাব হলো। তিনি নিজে প্রেম নিবেদন করার ফলে অন্য প্রেমিকের পথ বন্ধ হলো।

মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক স্বীকার করে অত্যন্ত কাতর স্বরে বললেন,—ব্যাপারটা প্রথমে তামাসা করবার উদ্দেশ্যে করেছিলাম। ও যে অতোটা অভিভূত হয়ে পড়বে তা ভাবিনি।

হোম্‌স্ বললেন—হয়তো আপনি তা ভাবেননি। কিন্তু মিস্ সাদারল্যাণ্ড যথেষ্ট পরিমাণেই অভিভূত হয়েছিল। তাছাড়া তার সৎ বাবা সে সময়ে ফ্রান্সে চলে যাওয়ার দরুণ এক মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করতে পারেনি যে তার সঙ্গে এমন ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা চলেছে। হসমার এঞ্জেলের মিষ্টি কথায় সে খুশি হয়ে উঠছিল, তারপর মায়ের উচ্চ প্রশংসার ফলে তার অনুরাগ আরও বর্ধিত হলো। মি. এঞ্জেল ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলেন কারণ আকস্মিক ফল লাভ করতে গেলে ব্যাপারটাকে আরও গভীরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। দেখা সাক্ষাৎ চললো। এমনকি বাগদানও হয়ে গেল। কিন্তু এ ধরনের প্রতারণা চিরদিন চলবে না, তাছাড়া ফ্রান্সে যাবার ভান করা একটু অসুবিধাজনকও বটে। তখন ঠিক হলো, সমস্ত ব্যাপারটা এমন নাটকীয়ভাবে শেষ করতে হবে যাতে মেয়েটির মনে স্থায়ী দাগ কেটে যায় এবং বেশ কিছুদিনের জন্যে অন্য কোনো প্রেমিকের প্রতি যেন তার মন না যায়। এরপর তিনি মেয়েটিকে বাইবেল স্পর্শ করিয়ে চিরকাল বিশ্বস্ত থাকবার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন। জেম্‌স্ উইণ্ডিব্যাঙ্কের মতলব ছিল মিস্ সাদারল্যাণ্ডকে হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে পাকাপাকি জড়িয়ে ফেলবার। তার কী ঘটেছে সে সম্বন্ধে কারো কথায় কর্ণপাত করবে না অন্ততঃ বছর দশেক। তাকে গীর্জার দরোজা পর্যন্ত নিয়ে আসবার পর হসমার এঞ্জেল রূপ উইণ্ডিব্যাঙ্ক চালাকি করে এক দরোজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরোজা দিয়ে সরে পড়ার নীতি গ্রহণ করলেন, কারণ এর বেশী অগ্রসর হওয়া যায় না। কেমন, নীতি গ্রহণ করলেন, কারণ এর বেশী অগ্রসর হওয়া যায় না। কেমন, মি. উইণ্ডিব্যাঙ্ক, আমি বোধ হয় ঘটনাগুলো ঠিক ঠিক বিবৃত করতে পেরেছি।

মি. জেম্‌স্ উইণ্ডিব্যাঙ্ক হুড়মুড় করে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। হোম্‌স্ হাসতে হাসতে চেয়ারে বসে বললেন, লোকটা ফন্দিবাজ পাপের মাত্রা বাড়িয়ে বাড়িয়ে একদিন নিশ্চয়ই ফাঁকিকাঠে ঝুলবে। আইন অনুযায়ী সাদারল্যাণ্ডে মামলায় তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা গেল না বটে! তুমি, ওয়াটসন, দেখবে ভদ্রলোক খুব শীগ্‌গিরিই আরও কয়েকটা অপরাধ করে ফেলেছে। কারণ অপরাধের রক্ত তার শরীরে আছে—এ আমার স্থির বিশ্বাস।

## ডোরাকাটা ফিতে

ওয়াটসন তখন বেশ কিছুদিন ধরে বেকার স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে থাকতেন। একদিন সাতসকালে শার্লক হোমস ওয়াটসনকে ঘুম থেকে প্রায় টেনে তুলে বললেন, খুব ভোরে একজন মহিলা বিপদগ্রস্ত হয়ে এসেছে। চটপট্ তৈরী হয়ে নাও, কেসটা মনে হচ্ছে দারুণ।

ওয়াটসন কেসের কথা শুনে তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে শার্লক হোম্‌সের সঙ্গে বৈঠকখানায় গেলেন। শার্লক হোম্‌স্ এবং ওয়াটসনকে দেখে মহিলাটি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানায়। হোম্‌স্ ওয়াটসনকে মহিলাটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, আমার ডাক্তার বন্ধুর সামনে আপনি মন খুলে সবই বলতে পারেন।

মহিলাটি ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। বললো, আমার জীবনে এমন একটা চাপ অন্ধকার চেপে বসেছে যে, তার তা থেকে রেহাই পাবার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

হোম্‌স্ তাকে অভয় দিয়ে বলেন, আপনি চিন্তা করবেন না, ভয় পাবেন না—সব ঘটনা বলুন, তারপর মনে হয় আপনাকে আমি বিপদমুক্ত করতে পারবো।

কথা বলতে বলতে হোম্‌স্ বললেন, আপনি বোধ হয় সকালের ট্রেনে এসেছেন?

হোমসের কথায় মহিলাটি অবাক হয়ে বলল—আপনি কি আমাকে চেনেন?

হোমস মাথা নেড়ে নিলেন,—না, না, এখানে আসার আগে আপনাকে চিনতাম না। আপনার বাঁ হাতের দস্তানায় ফেরার টিকিটের অর্ধেক অংশ দেখেই অনুমান করলাম। আরও মনে হচ্ছে যে স্টেশনে আসার সময় আপনি ডগকার্টের পথ পার হয়ে এসেছেন আর তা বুঝতে পারলাম আপনার বাঁ হাতে সাত জায়গায় কাদার ছোপ দেখে।

মহিলাটির বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। সে হোম্‌সের বুদ্ধির তারিফ করে বলে, মি. হোম্‌স্, আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন! শার্লক হোম্‌স্ বলেন, আপনি নিঃসঙ্কোচে সব খুলে বলুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

মহিলাটি নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, আমার নাম হেলেন স্টোনার। আমি সৎ বাবার সঙ্গে থাকি। আমার নিজের বাবা ছিলেন ইংল্যাণ্ডের খুবই পুরাতন স্যাকসন পরিবারের শেষ বংশধর। আমার সৎপিতা আমাদের একজন আত্মীয়ের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ডাক্তারি পাশ করে ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোলকাতায় চলে আসে। সেখানে বেশ ভালোভাবেই ডাক্তারি করে পসার লাভ করে। একবার আমার সৎবাবার বাড়িতে ডাকাতি হয়। এই ডাকাতির পেছনে বাড়ির ভারতীয় বাটলারের হাত আছে অনুমান করে তাকে ভীষণভাবে প্রহার করে। ফলে সে মারা যায়। ফলে আমার সৎপিতা অতি কষ্টে ফাঁসির হাত থেকে রেহাই পেলেও বেশ কিছুদিন জেল খাটে।

ভারতবর্ষের কোলকাতায় থাকাকালীন আমার সৎপিতা—বেঙ্গল আর্টিলারির মেজর স্টোনার এক যুবতী বিধবাকে বিয়ে করে। তিনি আমার আসল মা। জুলিয়া ও আমি যমজ বোন। আমার মা যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তখন আমাদের বয়স ছিল মাত্র দুই বছর। আমার মায়ের অনেক জমানো টাকা ছিল। তা থেকে প্রতি বছর একশো পাউণ্ডেরও কিছু বেশী আয় হতো। বিয়ের পর মা সব টাকা পয়সা বাবার নামে করে দেয়। তবে একটা শর্ত ছিল যে, আমাদের দিতে হবে। আমরা সপরিবারে লণ্ডনে আসার পর ট্রেন দুর্ঘটনায় আমার মা মারা যায়। তখন আমার সৎ বাবা লণ্ডনে পয়সা জমাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করে, আমাদের নিয়ে স্টোক মোরানে পৈতৃক বাসভবনে চলে এলেন। আমার মা যা টাকা রেখে গিয়েছিল, তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবার কথা ছিল না।

স্টোক মোরানে আসার পর আমার সৎ বাবার হঠাৎ মানসিক পরিবর্তন হয়। সে কারও সাথে মেলামেশা করতো না। সব সময় নিজের ঘরে একলা কাটাতো। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করলে সে ভীষণ রেগে যেত—তার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া জুড়ে দিতো। এরকম তো এক স্থানীয় কামারকে প্রাচীরের ওপর থেকে নদীর জলে ছুড়ে ফেলেছিল। অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করে সেই কেলেঙ্কারী চাপা দিই।

ফলে পাড়ার সকলে তাকে ভীষণ ভয় পেত। অবশ্য আমার সৎ বাবার চেহারাটাও অসুরের মতো ছিল। গায়ে শক্তিও ছিল খুব। আমাদের জমি-জমা বলতে আমার সৎ বাবার কিছুটা অনুর্বর কাঁকর মেশানো জমি ছিল। সেখানে একদল বেদেকে তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করতে অনুমতি দিয়েছিল আমার সৎবাবা। এর বিনিময়ে কখনো কখনো তিনি তাদের তাঁবুতে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। মাঝে মাঝে এক সপ্তাহ তিনি তাদের তাঁবুতে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। মাঝে মাঝে একসপ্তাহ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। আর ভারতীয় জন্তু জানোয়ারদের ওপর তার চিরকালই বেশ একটু টান থাকায় ভারতবর্ষ থেকে একজন লোক তাঁকে মাঝে মাঝেই ভারতীয় জন্তু জানোয়ার পাঠাতো। বর্তমানে তাঁর একটা চিতা এবং একটা বেবুন আছে। তাঁর বাগানে খোলা অবস্থায় সে দুটো চরে বেড়ায়, গ্রামবাসীরাও তাদের ভয় করে। আমাদের বাড়িতে কোনো ঝি-চাকর টিকতে পারত না। ফলে বাড়ির সব কাজই আমাদের করতে হত। আমাদের জীবনে একফোঁটা শান্তি ছিল না। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে আমার বোনের মাথার চুল পেকে গেছিল। সেই বয়সেই সে মারা যায়। এই মৃত্যু সম্বন্ধে আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই মি. হোম্‌স্। আমাদের আত্মীয় বলতে এক অবিবাহিত মাসি আছে। মাঝে মাঝে মাসীর অনুরোধে আমরা সেখান যেতাম। কয়েকদিন থাকতাম। গত দু-বছর আগে এক

বড়দিনে জুলিয়া, মাসীর বাড়িতে গিয়েছিলাম সেখানে নৌ-বাহিনীর অর্ধবেতনভোগী মেজরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। পরস্পর বিয়ের অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। জুলিয়া খালার বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর আমার সৎবাবা ব্যাপারটা জানতে পারে। তবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করে না। কিন্তু বিয়ের মাত্র পনেরোদিন আগে জুলিয়ার হঠাৎ অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

এবার শার্লক হোম্‌স্ একটু নড়ে চড়ে বসে। বলে, মৃত্যুর ব্যাপারটাকে একটু খুলে বলবেন মিস স্টোনা?

হ্যাঁ বলছি, মহিলাটি বলতে লাগলেন—একটু গোড়া থেকেই বলি কেমন, তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে। পুরোনো জমিদারবাড়ির একতলায় তিনটে ঘর বসবাসের উপযোগী করা হয়। প্রথম ঘরে আমার সৎ বাবা, দ্বিতীয় ঘরে বসবার তথা জুলিয়ার থাকার ঘর। শেষের ঘরটা আমার। তবে প্রত্যেকটি ঘরের ভেতর দিয়ে অন্য ঘরে যাবার দরোজা ছিল। প্রত্যেকটি ঘরে লনের দিকে জানালা ছিল। যেদিন জুলিয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়, সেদিন আমার সৎ বাবা তাড়াতাড়ি রাত্রির খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ে। তবে সে যে ঘুমোয়নি তা আমরা বুঝতে পারি তার ভারতীয় চুরুটের ধোঁয়ার। জুলিয়া চুরুটের গন্ধ পছন্দ করতো না। কাজেই, সে আমার ঘরে চলে আসে এবং আসন্ন বিয়ের বিষয়ে গল্পগুজব করে। রাত এগারোটা পর্যন্ত আমরা গল্পগুজব করি। তারপর সে চলে যেতে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, রাতে কোনো শিস্ দেবার শব্দ শুনতে পাস হেলেন?

আমি অস্বীকার করি। সেরকম কোনো শব্দ শুনেছি বলে তো আমার মনে পড়ে না!

জুলিয়া বলল—আমি কিন্তু গত কয়েকটা রাত ঠিক তিনটের সময় শিস্ দেবার শব্দ শুনি। আমার পাতলা ঘুম বলে ঘুম ভেঙে যায়। কোথা থেকে যে শিস্‌টা আসে তা বুঝতে পারি না। হয়তো শিসটা পাশের ঘর থেকে আসতে পারে। আবার লন থেকে আসা অসম্ভব নয়।

জুলিয়াকে আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, হতভাগা বেদেগুলো বোধহয় শিস দিয়ে থাকে। ও ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব না দেয়াই উচিত। জুলিয়া আমার কথা মেনে নেয়। সে আমার ঘরের দরোজা ভেজিয়ে রেখে চলে যায়। আমি কিছু পরে ওর ঘরের দরোজায় তালা লাগাবার শব্দ পাই।

হোমস প্রশ্ন করলেন—আপনারা কি সকলেই নিজের নিজের দরোজায় তালা লাগান?

মিস্ হেলেন স্টোনার বলল—হ্যাঁ, আমরা সকলেই নিজের নিজের ঘরে তালা লাগাই। কেননা, আগেই আপনাদের বলেছি যে, আমাদের বাড়িতে একটা চিতাবাঘ ও বেবুন ছাড়া থাকে। অতএব, তালা বন্ধ না করলে আমরা নিরাপত্তা খুঁজে পাই না। স্বভাবতই সেদিন রাতে আমার ঘুম আসে না। কোনো এক অজানা আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করতে আসে বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি চলছে। হঠাৎ তারই মধ্যে জুলিয়ারের গগনভেদী আর্তনাদ শুনে, আমিও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গায়ে কোনোমতে একটা কাপড় জড়িয়ে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে পড়ি। জুলিয়ারের ঘরের দিকে এগোতেই, জুলিয়ারের বর্ণনার মতো একটা শিসের শব্দ হয়। আমি ভয়ে ভয়ে সেদিকে তাকাই। কেননা, আমার মনে হয়েছিল জুলিয়ার-এর ঘর থেকে ভয় পাবার মতো কিছু হয়তো বেরিয়ে আসবে। কিন্তু না, তার বদলে জুলিয়ার মাতালের মতো দৈহিক যন্ত্রণায় টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। নিজের দুই হাত সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে কি যেন ধরার জন্যে চেষ্টা করে।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়ারকে জড়িয়ে ধরি। কী হয়েছে জানতে চাই। আমাকে পেয়ে জুলিয়ার হয়তো আরও কিছু বলত। সে জন্যেই হয়তো সে আমার সৎ বাবার বন্ধ ঘরের দিকে আঙুল তুলেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছু বলতে পারে না। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই সময় আমি সৎ বাবার সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে উঠি। আমার সৎ বাবা তখন রাতের পোশাক পরেই ঘর থেকে বের হয়। জুলিয়ার পাশে দাঁড়ায়। তার মুখে কিছুটা ব্রান্ডি ঢেলে দেয়। ডাক্তারও ডাকে। কিন্তু সবটাই প্রহসন বলে আমার মনে হয়।

এবার হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন—জুলিয়ার-এর মৃত্যু সম্বন্ধে করোনারের বক্তব্য কী?

তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে—মিস্ স্টোনার বলল, কিন্তু সেরকম সন্দেহজনক কিছু পায়নি। মৃত্যুর সময় জুলিয়ার-এ দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না। তার ঘরের দরোজা বন্ধ ছিল। বাইরে থেকে তার অনুমতি ছাড়া আর কারও তার ঘরে প্রবেশ করার অধিকার ছিল না। তবে ডোরাকাটা ফিতের ব্যাপারে বলা যেতে পারে,—আমাদের জমিতে যে বেদেরা থাকতো তারা তাদের মাথায় ডোরাকাটা ফিতে বাঁধতো। বিকারের সময় জুলিয়ার হয়তো সেই ডোরাকাটা ফিতের কথা বলে থাকবে।

শার্লক হোম্স্ পুনরায় শান্ত হয়ে নিজের আসনে বসে বললেন, পররে ঘটনাগুলো বলে যান, মিস্ স্টোনার।

দেখতে দেখতে ঘটনার পর দুর্বিষহ দু'টি বছর কেটে গেল।

মিস্ স্টোনার বলে যেতে লাগলেন একটু দম নেবার পর—একদিন হঠাৎ আমার বহুদিন আগেকার পুরুষবন্ধু আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আমার সৎ বাবা তাতে আপত্তি করে না। সকলের মত অনুযায়ী আমার বিয়ের দিন ঠিক হয় বসন্তকালে। এদিকে আমাদের বাড়িতে মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। ফলে আমাকে আমার ঘর ছেড়ে জুলিয়ার-এর ঘরে শুতে হচ্ছে। স্বাভাবিকই আপনি বুঝতে পারছেন মি. হোম্স্ আমার মানসিক অবস্থা। তবুও আমি প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করি। গতকাল রাতে জুলিয়ার-এর কথা চিন্তা করতে করতে ঘুম আসছিল না আমার চোখে। একসময় জুলিয়ারের কথামতো শিসের শব্দ শুনতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠি। ঘরের আলো জ্বালি। কিন্তু ঘরের ভেতরে কিছুই দেখতে পাই না। সমস্ত রাত আর ঘুমুতে পারি না। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পোষাক পরে বেরিয়ে পড়ি এবং আপনার সাহায্যের জন্যে এখানে আসি।

হেলেন স্টোনার চুপ করলে শার্লক হোম্স্ হেলেন স্টোনারের দিকে ঝুঁকে বললেন, আপনি কিন্তু সব কথা আমাকে বলেননি মিস স্টোনার।

হোমসের কথায় স্টোনার বিস্মিত হয়। আমতা আমতা করে বলে, আমি কিন্তু সব কথাই আপনাকে বলেছি মি. হোমস।

হোমস হেলেন স্টোনারের পায়ের দিকে ইশারা করে বলে, আপনার সৎবাবা যে আপনার ওপর দৈহিক অত্যাচার করে সে কথা গোপন করেছেন মিস স্টোনার!

মিস হেলেন স্টোনার পায়ের কালসিটের দাগ আড়াল করতে চেষ্টা করে বলে, আপনার অনুমান সত্যি মি. হোম্স্।

কিছুক্ষণ ভাববার পর হঠাৎ হোমস বললেন—আচ্ছা, মিস্ স্টোনার, আজকে যদি আমরা আপনাদের স্টোক মোরানে যাই, তাহলে আপনি আপনার সৎ বাবাকে আড়াল করে আপনাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দিতে পারবেন?

মিস স্টোনার বলো—আশা করি পারব। কেননা, শুনেছি আমার সৎবাবা আজ শহরে কিছু কেনাকাটা করার জন্যে আসবে। বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। তাছাড়া, আমাদের বাড়ি ঘর যে মহিলাটি দেখাশোনা করে সে বোবা ও খুবই বৃদ্ধা। তাকে আমি ম্যানেজ করে নেবো। তাহলে আমি চলি, শহরে কয়েকটা দরকারি কাজ শেষ করে বেলা বারোটার সময় বাড়ি ফিরে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব।

হেলেন স্টোনার চলে যেতেই হোম্স্ ওয়াটসনকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ হে ডাক্তার, ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে। মেয়েটি সম্বন্ধে ওয়াটসনের সঙ্গে আরও সব খুঁটিনাটি আলোচনা হচ্ছিল। এইসময় হঠাৎ হোম্সের ফ্ল্যাটের দরোজা সশব্দে খুলে যায়। একজন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক দরোজায় দাঁড়ায়। পোষাকে ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবীর সংমিশ্রণ—হাতে একটা শিকারি চাবুক। বয়সের রেখা লোকটার সারা মুখে। রোদে রং হলদে হয়ে গেছে, সমস্ত মুখমণ্ডলে পাপের স্পষ্ট ছাপ। লোকটা হোম্স্দের দুজনকে শকুনী দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। পরে জিজ্ঞাসা করে আপনাদের মধ্যে কে শার্লক হোম্স্? শার্লক হোম্স্ সবিনয়ে বলেন, আমি আপনার পরিচয় পেলে বাধিত হবো।

ভদ্রলোক বললেন, আমি স্টৌক মোরানের ডা. গ্রাইনস্‌বি রয়লট। আমি জানতে পেরেছি যে আমার সৎ মেয়ে এসেছিল। আমি জানতে চাই যে, সে আপনাদের কি বলেছে?

হোম্‌স শান্তভাবে বললেন, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন ডাক্তার। ডা. রয়লট বললেন, বসবার জন্যে আমি আসিনি—আমি শুধু জানতে এসেছে, আমার সৎ মেয়ে আপনাকে কি বলেছে?

শার্লক হোম্‌স্ আগের মতো শান্তভাবে বললেন, শুনেছি, এবার খুব ক্রকাশ ফুল ফুটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ডা. রয়লাট আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। হাতের চাবুক নাড়ান।

এক পা শার্লক হোম্‌সের দিকে এগিয়ে বলেন—আমাকে অবজ্ঞা করছ বুড়ো ভাম! আমি তোমাকে চিনি। পরের নোংরা জিনিস নিয়ে হৈ চৈ করতে ভালোবাসো। ফোকর দালাল কোথাকার! স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ধড়িবাজ শেয়াল!

ডাঃ রয়লটের কথায় হোম্‌স্ মন খুলে হাসেন। এবং বলেন, আপনার সুমিষ্ট ভাষণে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হচ্ছে। আপনি যাবার আগে দয়া করে ঘরের দরোজা ভালো করে বন্ধ করে যাবেন, কারণ আজ বড্ড কনকনে উত্তুরে হাওয়া বইছে!

হোম্‌সের কথায় ডাঃ রয়লট হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। সে প্রায় চিৎকার করে বলে, আমার ব্যাপারে নাক গলালে পরিণাম কিন্তু শোচনীয় হয়ে উঠবে। আমার কথার প্রকৃত প্রমাণ তোমার এখানেই দিয়ে যাচ্ছি।

কথা বলতে বলতে ডাঃ রয়লট ক্ষেপা কুকুরের মতো ফায়ার প্লেসের কাছে এসে, আগুন খোঁচাবার লোহার রডটা তুলে নিয়ে চড় চড় করে রডটা বাঁকিয়ে ফেলে হোম্‌সের দিকে গর্বের সঙ্গে তাকায়। বলে, এবার নিশ্চয়ই আমার আওতার বাইরে থাকতে চেষ্টা করবে শয়তান? এই কথা বলে বাঁকানো লোহার রডটা ফায়ার প্লেসের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, হিংস্র জন্তুর মতো বড় বড় পা ফেলে স্থান ত্যাগ করে।

হোম্‌স্ হো হো করে হেসে উঠে বলে, সত্যিই ডাঃ রয়লট খুবই অমায়িক। ডাক্তারের মতো অতো ষণ্ডা না হলেও আমারও যে শক্তি খুব একটা কম নয়, তা একটু অপেক্ষা করলেই ডাক্তার বুঝতে পারতো। কথা বলতে বলতে শার্লক হোম্‌স বাঁকানো লোহার রডটা হাতে তুলে নিয়ে, এক হ্যাঁচকায় রড্‌টা সোজা করে দেয়।

প্রাতরাশ শেষ করে হোম্‌স্ বেরিয়ে পড়ে। ফিরতে ফিরতে দুপুর একটা হয়ে যায়। তার হাতে এক তাড়া নীল কাগজে কি সব নোট করা দেখে ওয়াটসন জিগ্যেস করলেন—কী ব্যাপার ওগুলো কী?

হোম্‌স্ কাগজের তাড়া টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—ডা. রয়লটের মৃতা স্ত্রীর উইল দেখে এলাম। ডাক্তারের স্ত্রীর মৃত্যুর সময় যা থেকে অর্থাগম হতো তার মূল্য ছিল প্রায় এদারোশো পাউন্ড। বর্তমানে কৃষি সংক্রান্ত সামগ্রীর দাম কমে যাওয়ায় তা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র সাতশো পাউণ্ড। কাজে কাজেই, মেয়েদের বিয়ে হলে যে অর্থ ডা. রয়রট হাতে পাবে, সে আয়ের ওপর নির্ভর করে নিজের জীবন চালানো দুর্বিষহ হবে।

কাজে কাজেই ডা. রয়লট যখন জানতে পেরেছে যে, আমরা ওর মেয়ের ব্যাপারে চিন্তা করছি, তখন মিস্ হেলেন স্টোনার-এর কোনো ক্ষতি হবার আগেই আমাদের স্টৌক মোরানে পৌঁছোনো উচিত। অবশ্য একটা রিভালভার আমাদের সঙ্গে রাখা উচিত। কেননা, ডা. রয়লট যে রকম বিনয়ী লোক, তাতে ওটা হয়তো ওকে শান্ত করতে লাগতে পারে।

শার্লক হোম্‌স্ ওয়াটসনকে নিয়ে ডা. রয়লটের বাড়িতে পৌঁছুলেন। তখন মিস হেলেন স্টোনা বাড়ির উঠোনে পায়চারী করছে।

হোম্‌স্‌দের দেখতে পেয়ে মিস্ স্টোনার প্রায় ছুটে এসে মি. হোম্‌স ও ডা. ওয়াটসনকে অভ্যর্থনা জানায়। বলে, সৎ বাবা শহরে গেছে। ফিরতে সন্ধ্যে হবে। ডা. রয়লাটের সঙ্গে হোম্‌স্‌দের আলাপ ও তার ব্যবহারের কথা মিস্ স্টোনারকে হোম্‌স্ বললেন, তারপর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার সৎ বাবা বেশী বাড়াবাড়ি করলে আপনাকে আমরা আপনার

মাসীর বাড়িতে রাখবার ব্যবস্থা করবো। এখন আর সময় নষ্ট না করে, চলুন আপনাদের ঘরগুলো পরীক্ষা করে দেখি।

বাড়িতে দর্শনীয় কিছু নেই। প্রাচীন জমিদার বাড়ির যা অবস্থা এখানেও তাই। চারিদিক ভাঙাচোরা। তারই মধ্যে বাড়ির ডানদিকে কিছুটা জায়গা মেরামত করে বসবাসের উপযোগী করা হয়েছে।

মিস হেলেন স্টোনার শার্লক হোম্‌স্‌কে নিয়ে তাদের শোবার ঘর, বসবার ঘর ইত্যাদি দেখায়। হোম্‌স্‌ ঘরের খোলা জানলা পরীক্ষা করে। লেন্স দিয়ে দরোজা জানালার কবজা পরীক্ষা করে ঘরের ভেতর থেকে হুড়কো দেয়া থাকলে বাইরে থেকে তা খোলা যায় কিনা তাও দেখে। তারপর হোম্‌স্‌ জুলিয়ার-এর ঘর মানে এখন যেখানে বাড়ি মেরামতের জন্যে মিস্‌ স্টোনার থাকেন সে ঘরে যান। ঘরের প্রত্যেকটি আসবাবপত্র পরীক্ষা করে, পুরোনো ও ভেঙে পড়া আসবাবপত্রের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে তিনি একটা চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে ঘরের ওপর থেকে নীচু পর্যন্ত চোখ বোলায়। একসময় ছাদ থেকে ঝোলানো একটা ঘন্টার দড়ি শোবার খাটের ওপর পর্যন্ত ঝোলানো দেখে হোম্‌স্‌ এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে জানে যে, এই দড়িটা ঝিকে ডাকার জন্যে বছর দুয়েক আগে টাঙানো হয়েছে। তবে আমার বোন কোনোদিনই এই দড়িটা ব্যবহার করতো না। কারণ, আমরা আমাদের কাজ নিজেরাই করে নিতাম।

এবার শার্লক হোম্‌স্‌ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, হাতের লেন্স নিয়ে ঘরের আনাচে কানাচে ভালো করে পরীক্ষা করেন। একসময় ঘন্টার দড়িটা ধরে এক টান দিয়ে বলেন, এটা শুধু শুধু টাঙানো আছে। ওপরের বায়ু পথের ফুটোর ঠিক ওপরটায় একটা হুকের সঙ্গে বাঁধা আছে। তাছাড়া, হাওয়া চলাচলের জায়গা দিয়ে হাওয়া ঢোকে না। এরপর হোম্‌স্‌ ডা. রয়লটের ঘর পরীক্ষা করতে যান। ডা. রয়লটের ঘর জুলিয়ারের ঘর থেকে একটু বড়। ঘরের আসবাবপত্র পুরোনো দিনের একটা ক্যাম্পখাট, একটা আরাম চেয়ার, একটা বইয়ের আলমারী, একটা কাঠের চেয়ার, একটা গোল টেবিল ও একটা লোহার সিন্দুক।

হোম্‌স সিন্দুকে মৃদু শব্দ। প্রশ্ন করে, সিন্দুকের ভেতরে কি আছে?

মিস্‌ হেলেন স্টোনা বলেন—ব্যবসার কাগজপত্র।

হোম্‌স্‌ কাঠের চেয়ারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পকেট থেকে লেন্স বের করে কি যেন পরীক্ষা করেন। তারপর ডা. রয়লটের কুকুর মারার চাবুকটাকে হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন—মন্তব্য করেন চাবুকটার ডগাটা যেভাবে গোল করা আছে তাতে মনে হচ্ছে হুইপ কার্ডের ফাঁস। সবকিছু তদন্তের পর মিস্‌ হেলেন স্টোনারকে কাছে ডেকে বলেন ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে। কাজেই আপনাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে আর এই মুহূর্ত থেকেই আপনাকে আমার নির্দেশ মতো চলতে হবে। তা না হলে আপনাকে আপনার সৎ বাবার হাত থেকে রক্ষা করা অসম্ভব।

মিস্‌ হেলেন স্টোনার বলেন, আপনি যা বলবেন সব মেনে চলবো। আপনার সব কথা শুনে চলবো।

হোম্‌স্‌ কোনো দ্বিধা না করে বলেন, আজকের রাতটা আমরা আপনার ঘরে কাটাবো।

হোম্‌সের কথায় ওয়াটসন ও মিস্‌ স্টোনার একটু অপ্রস্তুত হলেন। দুজনেই বিব্রতভাবে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

হোম্‌স্‌ তখন গম্ভীরভাবে বললেন, তাহলে এবার আসল ব্যাপার ও উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে বলছি। আমরা মানে আমি ও ওয়াটসন সামনের সরাইখানায় থাকবো। ওখান থেকে নিশ্চয়ই আপনার বর্তমান শোবার ঘরের জানলা দেখা যাবে?

হ্যাঁ, তা যাবে,—মিস হেলেন স্টোনার উত্তর দেয়।

হোম্‌স্‌ বললেন,—আপনার সৎ বাবা শহর থেকে ফিরে এলে আপনি মাথা ধরার অজুহাতে আপনার এখানকার শোবার ঘরে শুয়ে পড়বেন। আপনার সৎ বাবা রাতে যখন সত্যিই শোবার জন্যে নিজের ঘরে ঢুকবেন, তখন আপনি আপনার বর্তমান শোবার ঘরের

জানালা খুলে দেবেন। আমাদের জানানোর জন্যে ঘরের হ্যারিকেন জানালা পটির ওপরে রাখবেন। আর আপনি আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আপনার আসল ঘরে চলে যাবেন। আশা করি, একটা রাতের জন্যে নিশ্চয়ই আপনার অসমাপ্ত মেরামত ঘরে থাকতে কোনো অসুবিধা হবে না।

মিস্ হেলেন স্টোনার মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

শার্লক হোম্স্ ও ওয়াটসন মিস্ স্টোনার-এর কাছ থেকে বিদায় নেয় তাড়াতাড়ি, কেননা ডা. রয়লটের মানে সৎ বাবার বাড়ি ফেরার আগেই তাদের এ বাড়ি ত্যাগ করা দরকার।

মিস্ হেলেন স্টোনারের বাড়ির কাছেই ক্রাউন হোটেলে হোম্স্ বন্ধু ডা. ওয়াটসনকে নিয়ে দোতলায় এমন একটা ঘর বেছে নেন যাতে করে মিস্ হেলেন স্টোনারদের বাড়ির প্রবেশপথ ও বাড়ির যে অংশে ওরা থাকে তা স্পষ্ট দেখা যায়।

সন্ধ্যের মুখে ডা. রয়লট শহর থেকে ফেরে। ডা. রয়লটের বাড়ির বসবার ঘরে আলো জ্বলে ওঠে।

হোম্স্ ডা. রয়লটের বাড়ির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। তারপর ওয়াটসনকে বলেন, আচ্ছা ওয়াটসন, তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছো যে, যে ঘরে মিস্ জুলিয়া মারা যায় অর্থাৎ যে ঘরে মিস্ হেলেন স্টোনার-এর শোবার ব্যবস্থা হয় সে ঘরের খাটটা মেঝেতে এমনভাবে আংটার সঙ্গে লাগানো ছিল যে, খাটটাকে কোনোমতেই আগুপিছু করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, বায়ুপথ ও ঘন্টার দড়ি ঠিক ও খাটটার ওপরেই ছিল।

ডা. ওয়াটসন হোম্সের বক্তব্যকে সমর্থন জানায়।

রাত ঠিক নটার সময় ডা. রয়লটের বাড়ির আলো নিভে যায়। সমস্ত বাড়িটা যেন অন্ধকারে ডুবে যায়।

হোম্স্—এর তীক্ষ্ণ চোখ ডা. রয়লটের বাড়ির ওপরে থাকে। শ্রাবণ শক্তিও তিনি সেরকম সজাগ রাখতে চেষ্টা করেন।

রাত ঠিক এগারোটার সময় ডা. রয়লটের বাড়িতে উজ্জ্বল আলো দেখা গেল। হোম্স্ আনন্দে নেচে উঠে বলে, ঐ আমাদের আলোর সংকেত। আলোটা ঠিক বসবার সময় মাঝখানের ঘর থেকে আসছে। হোটেল থেকে বেরোবার সময় হোটেলের ম্যানেজারকে বলা হলো, আমরা আমাদের একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, হয়তো রাতটা আমরা ওখানেই কাটাতে পারি। হোটেলের ম্যানেজারের বিশ্বাস হলো হোম্সের কথা।

মার্লক হোম্স্ ও ওয়াটসন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে হলদে একটা অনুজ্জ্বল আলো নিয়ে হোম্স্রা ডা. রয়লাটের বাগানে প্রবেশ করলেন একটা ভাঙা পাঁচিলের ফোকর দিয়ে। তারপর খুব সাবধানে বাড়ির উঠোনে প্রবেশ করলেন। এ পর্যন্ত তারা কোনো বাধারই সম্মুখীন হন নি। কিন্তু মিস্ হেলেন স্টোনার ঘরের জানলা টপকে ঢুকতে যাবার সময় হঠাৎ বাগানের ঝোপের ভেতর থেকে একটা বিকলাঙ্গ শিশু ছুটে এসে লনের ঘাসের ওপরে লুটোপুটি খেয়ে শরীরটায় মোচড় দিতে শুরু করে। আবার মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়। ব্যাপারটা দেখে ওয়াটসন বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। হোম্স তখন ওয়াটসনের হাতটা বেশ শক্ত করে চেপে ধরেছিল। পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হোম্স্ ফিস্ফিস্ করে বললেন, ওটা হলো বেবুন, ভয় পাবার কিছু নেই।

এরপরেই ডা. রয়লটের প্রিয় চিতাবাঘের চিন্তা ওয়াটসনের মাথায় ঘুরঘুর করতে শুরু করে। কেননা, রাতের অন্ধকারে যে কোনো সময় সেও তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

হোম্সের নির্দেশে দুজনে জুতো খুলে মিস্ হেলেন স্টোনারের বর্তমান শোবার ঘরের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। হোম্স্ কোনো শব্দ না করে জানালার পাল্লা বন্ধ করে দিয়ে লণ্ঠনটা জানালার আলসে থেকে টেবিলের ওপরে রাখে। ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে হোম্স সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলেন না।

হোম্স্ ওয়াটসনের কানের কাছে মুখ এনে খুবই চাপাস্বরে বললেন, কোনোরকম শব্দ

কিংবা সন্দেহের কারণ হলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। কাজেই, আমাদের সব সময় সর্তক থাকতে হবে। এবং ওয়াটসনকে চেয়ারে বসতে বলে, সঙ্গে আনা রিভালভার ঠিক জায়গায় রাখতে পরামর্শ দেন। সাবধান করে দিলেন, কোনোমতেই ঘুমিয়ে পড়া চলবে না।

হোম্‌স্ মিস্ হেলেন স্টোনার-এর বিছানার ধারে বসে সঙ্গে আনা একটা বেত বিছানার ওপরে রাখেন। তাছাড়া দেশলাই ও মোমবাতিও হাতের কাছে রাখেন।

সব কাজ পরিকল্পনা মতো হবার পর হোম্‌স্ ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন। গাঢ় অন্ধকার সমস্ত ঘরটাকে গ্রাস করে। নিশাচর পাখিদের আনাগোনা স্পষ্ট হয়। এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ। একসময় বন্ধ জানালার ওপারে বেড়ালের মতো গর্গর চাপা গর্জন শোনা যায়। হোম্‌স্ ফিস্‌ফিস্ করে ওয়াটসনকে বললেন, মি. রয়লটের প্রিয় চিতাবাঘটা রাত জেগে বাড়ির, চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে। দূরের কোনো গির্জা থেকে রাত বারোটার ঘন্টা বাজানো হয়। দেখতে দেখতে পর পর রাত একটা, দুটো ও তিনটে বাজলো। কিন্তু কোনোরকম বিপদের সম্ভাবনা তাদের চোখে পড়লো না।

হঠাৎ বায়ুপথে সামান্য আলোর রশ্মি দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে তা নিভেও যায়। তারপরেই গরম ধাতু ও পোড়া তেলের দুর্গন্ধ নাকে আসে। মি. রয়লটের ঘরে মৃদু পায়ের শব্দ শোনা যায়। ওখানে কে যেন চোরালণ্ঠন জ্বালিয়েছে বলে মনে হয়। দেখতে দেখতে আধঘন্টা কেটে গেল।

হঠাৎ হোমস শুনতে পেলেন কেটলির ভেতর থেকে যেমন বাষ্প বেরোবার সময় শোঁ শোঁ ফোঁস ফোঁস আওয়াজ হয় ঠিক তেমন একটা শব্দ যেন খুব কাছ থেকেই আসছে।

হোম্‌স্ একলাফে খাটের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। দেশলাই জ্বেলে প্রচণ্ড গতিতে ঘন্টার দড়ির ওপরে বেতের চাবুক মারতে শুরু করলেন এবং মুখে বলতে লাগলেন, দেখতে পাচ্ছো ওয়াটসন, কিছু দেখতে পাচ্ছ? প্রকৃতপক্ষে ওয়াটসন তখন কিছুই দেখতে পান নি। হোম্‌স্ যখন দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়েছিলেন তখন তিনি একটা শুধু শিসের শব্দ শুনেছিলেন। হোম্‌স্ যখন বেত মারা বন্ধ করে বায়ুপথের দিকে তাকায়, ঠিক সে সময় ডা. রয়লটের ঘর থেকে গগন বিদারক আর্তনাদ ওঠে। এই আর্তনাদ এতো বেশি তীব্র ছিল যে, বহুদূর পর্যন্ত ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠেছে। ভয়ে বুকের রক্ত জল হবার উপক্রম হয়।

ওয়াটসন ব্যাপারটা জানার জন্যে শার্লকের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়ে। হোমস ওয়াটসনকে রিভলভার নিয়ে অনুসরণ করতে নির্দেশ দেন। এবার তাদের ডা. রয়লটের মুখোমুখি হতে হবে।

হোম্‌সের কথামতো ওয়াটসন রিভালভার উঁচিয়ে তার পেছন পেছন ডা. রয়লটের ঘরের সামনে যান। হোম্‌স্ ডা. রয়লটের ঘরের দরোজায় শব্দ করে। কয়েকবার শব্দ করার পরেও ডা. রয়লটকে দরোজা খুলতে না দেখে শার্লক হোম্‌স্ দরোজার হাতল ঘুরিয়ে দরোজা খোলেন। ডা. রয়লটের ঘরের ভেতরে ঢোকেন। ঘরে ঢুকে হোম্‌স্‌রা যে দৃশ্য দেখলেন তা দেখে গায়ে কাঁটা দেয়। থম্‌কে দাঁড়ালেন হোম্‌স্। ডা. রয়লটের টেবিলের ওপরে কাঁচ খোলা একটা চোরা লণ্ঠন, আর সেই লণ্ঠনের উজ্জ্বল রশ্মি খোলা লোহার সিন্দুকের ওপরে পড়েছে। ডা. রয়লট একটা টেবিলের সামনে একটা কাঠের চেয়ারের ওপরে বসে আছেন। কোলের ওপর তার সেই প্রিয় কুকুর মারা চাবুক। দৃষ্টি তার ঘরের ছাদের দিকে। স্থির দৃষ্টি ঘরের ছাদের দিকে আবদ্ধ। কপালে ভ্রু ঠিক ওপরে জড়িয়ে আছে একটা হলদে ফিতে। ফিতেটার ওপরে বাদামী ডোরা। ফিতেটা খুবই শক্ত করে ডা. রয়লটের কপালে বাঁধা আছে।

হোম্‌স্‌রা ডা. রয়লটের ঘরে প্রবেশ করলেও তিনি হোমস্‌দের দিকে একটিবারের জন্যেও তাকালেন না। নড়াচড়াও করলেন না।

ওয়াটসন ডা. রয়লটের দিকে রিভালভার উঁচিয়ে সামান্য এগোতেই ডোরাকাটা ফিতে নড়েচড়ে ওঠে। ডা. রয়লটের অবিন্যস্ত চুলের ভেতর থেকে একটা রুইতন মুখি সাপ মাথা বরে করে। তার মোটা গলা হোম্‌স্‌রা দেখতে পেলেন।

শার্লক হোম্‌স্ প্রায় চিৎকার করে বললেন, এটা হলো ভারতবর্ষের বিষাক্ত সাপ। কাউকে কামড়ালে দশ মিনিটের মধ্যে নির্ঘাত সে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়ে। চক্রান্তকারী ডা. রয়লট এবার নিজের চক্রান্তে নিজে জড়িয়ে পড়েছে। এবার সাপটাকে নিজের জায়গায় রেখে দেওয়া দরকার।

শার্লক হোম্‌স্ ডা. রয়লটের কুকুর মারা চাবুক নিয়ে চাবুকের ফাঁস সাপটার গলায় পরায়। এবং প্রায় জোর করে সাপটাকে ডা. রয়লটের কপাল থেকে ছাড়িয়ে খোলা সিন্দুকের মধ্যে সাপটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে।

এরপর মিস হেলেন স্টোনারকে তার মাসীর মাছে পাঠিয়ে দেন হোম্‌স্। ডা. রয়লটের মৃত্যুর ব্যাপারটা সরকারী বিভাগের ওপর অর্পণ করা হয়।

ব্যাপারটা সঙ্গে থেকেও ভালো করে বুঝতে পারেননি ডা. ওয়াটসন। তারপর একদিন এ ব্যাপারে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতেই ওয়াটসন জানতে পারলেন—বেদেদের কথা আর ডোরাকাটা ফিতের কথা শুনে প্রথম দিকে আমার একটু গুলিয়ে গেছিল। তবে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ঘরের জানালা ও দরোজা দিয়ে বিপদ ঘরে ঢোকেনি। আবার ঘন্টার দড়ি ও খাট মেঝের সঙ্গে আটকানো দেখে—হোম্‌স্ বললেন, আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল। তখনই আমি ভেবেছিলাম, এই ঘন্টার দড়ি দিয়ে ঘরের ভেতরে কিছু প্রবেশ করানো হয়ে থাকে। এই প্রবেশের কথা মনে হতে সাপের কথা মনে হলো। কেননা, ডা. রয়লট অনেকদিন ভারতবর্ষে ছিল। ভারতবর্ষ থেকে জন্তু জানোয়ার আনানোর কথা আগেই জেনেছিলাম। কাজেই, নিজের কাজ উদ্ধার করার জন্যে এমন বিষ প্রয়োগ করার চিন্তা করেন ডা. রয়লট, যা রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা পড়ার সম্ভবনা কম। তবে এ বিষ প্রয়োগে সাপের দুটো দাঁতের ছোট ছোট কালো ফুটো সৃষ্টি হয়। করোনার যদি খুবই সর্তকতার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির দেহ পরীক্ষা না করে তবে তা সাধারণতঃ চোখে পড়ার কথা নয়।

যে সাপটার দ্বারা মিস্ জুলিয়ার ও ডা. রয়লট প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হলো, সেই সাপটাকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া ছিল যে, রাত্রে তাকে ঘরের বায়ুপথ দিয়ে মিস জুলিয়ার-এর ঘরে প্রবেশ করানো হতো। ভোরের দিকে শিস দিয়ে তাকে আবার কাছে ডেকে নিতেন ডা. রয়লট!

ওয়াটসনের ধারণা বেশ কিছুদিন ধরেই সাপটাকে মিস জুলিয়ার ঘরে নাবিয়ে দেওয়া হতো কিন্তু ঘটনার আগের দিন পর্যন্ত সাপটা মিস্ জুলিয়ারকে কামড়ায়নি। শেষের দিন ডা. রয়লট সাপটাকে মিস্ জুলিয়ার-এর ঘরে ঢুকিয়ে ছিল কিন্তু হোম্‌সের বেতের ঘায়ে সে ভীষণ রেগে ডা. রয়লটের কাছে ফিরে গিয়ে তাকে বাগে পেয়ে তার কালেই কামড় দেয়। ডা. রয়লট মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে নিজেকে রক্ষা করার আগেই।

## বসকোম উপত্যকার রহস্য

এবারও হোম্‌সের অনুরোধে 'বসকোম উপত্যকার রহস্য' সন্ধানে হোম্‌সের সঙ্গী হয়েছেন ডা. ওয়াটসন। গাড়িতে যেতে যেতে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন—ব্যাপারটা খবরের কাগজ পড়ে যা বুঝেছি বা জেনেছি তা সংক্ষেপে তোমাকে বলে রাখি। তবে নিজে থেকে না দেখে সব ব্যাপারটা মানতে পারছি না। আর সেই জন্যেই তো এই অভিযান। তোমাকেও সঙ্গে নিয়েছি। শোনো তাহলে—বসকোম উপত্যকা হলো গ্রামাঞ্চলের এক জেলা, হিয়ারফোর্ডশায়ারের রস্-এর কিছু দূরে। ও অঞ্চলে সবচেয়ে বড় ভূস্বামী হলেন জন টার্নার নামে এক ভদ্রলোক। অস্ট্রেলিয়ায় থাকতে ভদ্রলোক টাকা করেন, ক-বছর হলো তিনি আর একজন অস্ট্রেলিয়া-ফেরত ভদ্রলোককে ভাড়া দেন, তাঁর হেথার্লির গোলাবাড়িটা। তিনিও নিজের কিছু জমিজমা দেখাশোনা করেন ও চাষবাসও দেখাশোনা করেন। অস্ট্রেলিয়ায় থাকতেই ওদের এমনই গাঢ় বন্ধুত্ব হয় যে দেশে ফিরে ওঁরা যথাসম্ভব কাছাকাছিই বসবাস বরবেন ঠিক করেন। টার্নার ভূস্বামী আর ম্যাকার্থি সেই থেকে ভাড়াটে হয়েই রইলেন। যদিও সেজন্যে ওদের আচরণে কোনই তারতম্য

ছিল না এবং প্রায়ই তারা একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতেন। দু-জনেই ছিলেন বিপত্নীক—ম্যাকার্থির এক ছেলে আর টার্নারের এক মেয়ে—দুজনেরই বয়স আঠারো বছর। প্রতিবেশী ইংরেজদের সঙ্গে এঁরা বিশেষ মেলামেশা করতেন না। ম্যাকার্থির একটি চাকর আর একটি ঝিল ছিল, আর টার্নারের দাসদাসীর সংখ্যা ছিল অনেক, অন্তত ছয়টা। দুটি পরিবার সম্বন্ধে এই পর্যন্তই আমি জানতে পেরেছি। এইবার ঘটনাটা শোনো।

৩ জুন তারিখে, অর্থাৎ গত সোমবার ম্যাকার্থি বিকেল তিনটে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে বসকোম হ্রদ পর্যন্ত হেঁটে যান। বসকোম হ্রদ হল একটা ছোট হ্রদ, বসকোম উপত্যকার ওপর দিয়ে যে নদী বয়ে যায় তারই জলে এ হ্রদের সৃষ্টি। সকালবেলা তিনি চাকরকে নিয়ে রস্-এ যান। তাকে বলেন যে তাঁকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কারণ তিনটের সময় তাঁর একজনের সঙ্গে দেখা করবার জরুরি দরকার। সেই যে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন আর ফেরেন নি।

হেথার্লির গোলাবাড়ি থেকে বসকোম হ্রদের দূরত্ব সিকি মাইলের মতো। সেখানে যাবার পথে দুজন লোক তাঁকে দেখেছিল। একজন হলো এক বৃদ্ধা—তার নাম জানাতে অনিচ্ছুক, অপর জন হলো উইলিয়াম ক্রাউডার, মি. টার্নারের মালী। দুজনেই সাক্ষী দেবার সময় বলেছে মি. ম্যাকার্থির সঙ্গে কেউ ছিলো না। ক্রাউডার আরো বলে যে, ম্যাকার্থিকে দেখবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর পুত্র জেম্‌স ম্যাকার্থিকেও সেদিকে যেতে দেখে, তার বগলে একটা বন্দুক ছিল। মালীর যতদূর মনে হয়, পিতা তখন, তাঁর পুত্রের দৃষ্টিগোচর ছিলেন, পুত্র তাঁর পিছু পিছু চলছিল এ নিয়ে আর কোনো চিন্তা তার মনে আসেনি যতোক্ষণ না সে সন্ধ্যেবেলায় দুর্ঘটনার কথাটা না শোনে।

বসকোম উপত্যকার দেখাশোনার ভার যে মালীর ওপর ছিল তার মেয়ে পেশেন্স মোরান তখন বনের মধ্যে ফুল তুলছিল, সে বলে, বনের ধারে হ্রদের কাছে সে পিতা ও পুত্রকে দেখতে পায়, তার মনে হয় তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হচ্ছে। সে শুনতে পেলো, মি. ম্যাকার্থি তাঁর পুত্রকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় ধমকাচ্ছেন—দেখলো পুত্রও হাত তুলল—তাঁকে মারবে বলেই যেন। ভয় পেয়ে মেয়েটি ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে গিয়ে মাকে বলে যে বোধহয় ওদের মধ্যে একটা মারামারি হতে চলেছে। কথাটা সে শেষ করেছে কি না করেছে এমন সময় পুত্র দৌড়াতে দৌড়াতে তাদের বাড়ির সামনে এসে বললো, সে তার বাবাকে বনের মধ্যে মৃদ অবস্থায় দেখতে পেয়েছে, সাহায্য চায়। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সে এসেছিল। তার ডান হাতে টাটকা রক্তের দাগ ছিল। তার পেছন পেছন গিয়ে তারা দেখলো, মৃতের দেহ হ্রদের ধারে এলিয়ে পড়ে আছে—কোনো ভোঁতা ভারী অস্ত্রের আঘাতের পর আঘাত মাথাটা তুবড়ে গেছে। আঘাতটা দেখে ছেলের বন্দুকের কুঁদোর আঘাত বলে মনে করা খুবই স্বাভাবিক। মৃতদেহের মাত্র কয়েক পা দূরে সেটা ঘাসের ওপর পড়ে ছিল। এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মঙ্গলবার তদন্তে তার বিরুদ্ধে "স্বেচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড" এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে বুধবার তাকে রস্-এ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করা হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা মামলাটা আগামী তারিখের জন্যে মুলতুবি রাখেন। পুলিশ কোর্টে তার করোনারের কাছে ব্যাপারটা যা দাঁড়ায় তা হলো এই—

ওয়াটসন বললেন, কিন্তু ব্যাপার যা শুনলাম তাতে তা এতোই পরিষ্কার যে, এ মামলায় তোমার কোনো বাহাদুরিই থাকবে না।

হোম্‌স্ বললেন, কিন্তু পরিষ্কার ঘটনার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা যত, এমন আর কিছুতে নয়। হাসতে হাসতে বললেন, তা ছাড়া এমনও তো হতে পারে যে অন্য কোনো অমন পরিষ্কার ব্যাপারেও এহেন কিছুর সন্ধান পেয়ে গেলাম যা হয়তো লেসট্রেডের কাছে অতোটা পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয়নি। বর্তমান মামলায় দু-একটা ছোটখাটো ব্যাপারে তদন্তে জানা গিয়েছিল, সেগুলো ভেবে দেখার মতো।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, কী সেগুলো?

হোম্‌স্ বললেন—ওকে সঙ্গে সঙ্গে ধরা হয়নি। ধরা হয়েছিল ও হেথার্লির গোলাবাড়িতে

ফেরবার পরে। পুলিশ ইন্সপেক্টর ওর হাজত হওয়ার খবর দিতে ও বলে এতে ও বিস্মিত হয়নি এবং এ তার প্রাপ্যই বটে। করোনারের জুরিদের মধ্যে যদি বা সন্দেহের লেশমাত্র ছিল তাও স্বাভাবিকই ওর এই মন্তব্যে দূর হয়ে গেছে।

ওয়াটসন বললেন—এ তো পরিষ্কার স্বীকারোক্তি!

হোম্‌স্ বললেন—না, কারণ তারপরেই সে বলেছে যে সে নির্দোষ। দেখো ওয়াটসন, মেঘের ঘনঘটার মধ্যে এইটেই সবচেয়ে উজ্জ্বল আলোর আভাস যা এ পর্যন্ত পেয়েছি। আর, উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো তাকে ধরার ব্যাপারে যদি সে বিস্ময় বা ক্রোধ প্রকাশ করতো তাহলে আমার সন্দেহ গভীর ভাবে তার ওপর পড়তো, কারণ এ অবস্থায় এভাবে বিস্ময় বা ক্রোধ প্রকাশ করা স্বাভাবিক হতো না। এবং তা কোনো মতলববাজের চালাকি বলে মনে হতো। পরিস্থিতিটা সে যেরকম খোলাখুলি ভাবে গ্রহণ করেছিল তাতে বুঝতে হবে যে হয় সে নির্দোষ, কিংবা প্রচুর দৃঢ়তা ও মনোবলের অধিকারী। আর, প্রাপ্যসম্বন্ধে সে যা বলেচে তাও যে স্বাভাবিক তা বুঝবে, যদি ভেবে দেখ যে সে ছিল তার মৃত পিতার সামনে দাঁড়িয়ে এবং সেইদিনই সে তার সন্তানের কর্তব্যবিস্মৃত হয়ে তাঁর সঙ্গেড় কথা কাটাকাটি করেছিল, এমনকি—ছোটো মেয়েটির কথায়—যার সাক্ষী খুবই গুরুত্বপূর্ণ—মারবে বলে হাত পর্যন্ত তুলেছিল। যে আত্মবিলাপ ও মনোবেদনা তার মন্তব্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল তা বরং সুস্থ মনেরই পরিচায়ক, অপরাধী মনের নয়।

ওয়াটসন মাথা দুলিয়ে বললেন, কিন্তু এর চেয়ে অনেক ছোটো খাটো অন্যায়ভাবেও ফাঁসি হয়ে গেছে।

হোম্‌স্ বললেন—তা হয়েছে বটে! তবে এও ঠিক যে অনেক মানুষের অন্যায়ভাবেও ফাঁসি হয়েছে। হ্যাঁ শোনো, ছেলেটির বক্তব্যটা পড়ো তো দেখি—খবরের কাগজের বান্ডিল থেকে বার করে বেচারা জেম্‌স্ ম্যাকার্থির বক্তব্যটা ওয়াটসনকে দেখিয়ে দিলেন হোম্‌স্।

ওয়াটসন খুব যত্ন করে পড়তে লাগলেন—মৃতের একমাত্র পুত্র জেম্‌স্ ম্যাকার্থি সাক্ষ্য দিতে এসে বলেন,—তিন দিনের জন্যে আমি বাড়ি ছেড়ে ব্রিস্টলে গিয়েছিলাম। গত সোমবার ৩রা তারিখে আমি ফিরেছি। আমি যখন বাড়িতে এসে পৌঁছোই বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না। দাসীর কাছে শুনলাম তিনি চাকর জন কব্-এর সঙ্গে রস্-এ গেছেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর গাড়ির চাকার শব্দ উঠোন থেকে কানে এলো। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম তিনি গাড়ি থেকে নেমে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু কোন্ দিকে গেলেন তা বুঝতে পারলাম না।

তখন আমি আমার বন্দুক নিয়ে বসকোম হ্রদের ওপর যেখানে যেখানে খরগোসের আড্ডা আছে সেখানে যাবো বলে বেরোলাম। পথে আমার মালী উইলিয়ম ক্রাউডারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। একশা সে তার সাক্ষীকে বলেছে, কিন্তু সে যে ভেবেছিল আমি বাবার পিছু পিছু চলেছি একথা ঠিক নয়। আমি জানতাম না যে বাবা আগে আগে চলেছেন। হ্রদ থেকে একশো গজের মধ্যে এসে পৌঁছোতে একটা 'কু-ই' ডাক আমার কানে এলো। সচরাচর এভাবেই বাবা আমি পরস্পরকে সম্বোধন করে থাকি। তখন আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম তিনি হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল বাবা আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছেন। খানিকটা রুষ্ট ভাবেই বললেন, আমি ওখানে কী করছি। এরপর যে কথাবার্তা শুরু হলো তাতে অনেক কড়া কথা হলো, এমনকি প্রায় মারামারির উপক্রম পর্যন্ত হলো, কারণ বাবার মেজাজ ছিল অত্যন্ত রুক্ষ। যখন দেখলাম ক্রমেই তাঁর রাগ বেড়ে চলেছে, কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছেন না, আমি তখন হেথার্লির দিকে ফিরলাম। দেড়শো গজ পর্যন্ত এগিয়েছি, এমন সময় বীভৎস চিৎকার আমার পেছন থেকে শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়ে সেদিকে ফিরে গেলাম। দেখলাম বাবা মুমূর্ষু অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন, তাঁর মাথা ভীষণভাবে জখম হয়েছে। বন্দুক ফেলে দিয়ে দুহাতে তাঁকে ধরলাম। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হল। কয়েক মিনিট তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে রইলাম। তারপর মি. টার্নারের বাড়িতে সাহায্যের জন্যে গেলাম—তাঁর বাড়িটাই ওখান থেকে সবচেয়ে কাছে। ফিরে যখন এলাম তখন বাবার কাছে

কাউকে দেখতে পেলাম না। তাই বুঝলাম না কিভাবে তিনি আহত হলেন। বাবা বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন না, তাঁর ব্যবহারে আন্তরিকতার অভাব ছিল। মানুষের সঙ্গও পছন্দ করতেন না। তবে, যতদূর জানি, তেমন কোনোও শত্রু ছিল না তাঁর।

করোনার : মারা যাওয়ার আগে আপনার বাবা কোনো কথা বলেছিলেন?

সাক্ষী : চিড়বিড় করে কি কয়েকটা কথা তিনি বলেছিলেন শুনতে পাইনি।

করোনার : কী বুঝেছিলেন তা থেকে?

সাক্ষী : মনে করেছিলাম উনি বিড় বিড় করে প্রলাপ বকছেন।

করোনার : কী নিয়ে আপনার বাবার সঙ্গে আপনার কথা কাটাকাটি হয়?

সাক্ষী এই ব্যক্তিগত ব্যাপারটা আমি সকলের সামনে বলতে চাই না। তবে, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে তার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোন সম্বন্ধই নেই।

করোনার : সেটা আদালতের ওপর আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। একথার উত্তর না দিলে মোকদ্দমার সময় আপনার এজন্যে ক্ষতি হবে।

সাক্ষী : আমাকে দয়া করুন। আমি তা বলতে পারবো না।

করোনার : 'কু-ই' শব্দ করেই সাধারণত আপনি আপনার বাবাকে সম্বোধন করতেন আর আপনার বাবাও কী আপনাকে 'কু-ই' সম্বোধন করে ডাকতেন?

সাক্ষী : হ্যাঁ।

করোনার : কী করে তাহলে তিনি আপনাকে না দেখেই ওভাবে ডেকে উঠলেন, বিশেষ করে যখন তিনি জানতেন যে আপনি ব্রিস্টল থেকে ফেরেননি?

সাক্ষী : তা বলতে পারি না।

জুরির একজন : চিৎকার শুনে ফিরে এসে যখন দেখলেন আপনার বাবা অমন আহত হয়ে ছটফট করছেন, তখন কি আপনার এমন কিছু চোখে পড়েছিল যা সন্দেহের উদ্রেক করেছিল?

সাক্ষী : তেমন বিশেষ কিছু নয়।

সাক্ষী আমি তখন এতোই বিচলিত এবং উত্তেজিত হয়ে দৌড়ে গেছিলাম যে, বাবার কথা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই আমার মাথায় আসেনি, তবু অস্পষ্টভাবে মনে হলো, যখন আমি বাবার কাছে ছুটে যাচ্ছি, কি যেন একটা আমার বাঁদিকে পড়ে রয়েছে। ধূসর রঙের কী যেন একটা—ক্লোকই মনে হল। বাবার কাছ থেকে উঠে যখন চারিদিকে তাকালাম তখন আর সেটার দেখা পেলাম না।

করোনার : তার মানে?

করোনার আপনি বলতে চান যে আপনি সাহায্যের জন্যে যাবার আগেই আর সেটা দেখতে পান নি?

সাক্ষী হ্যাঁ, আর সেটা দেখতে পেলাম না। সেটাকে মনে হলো কী যেন কাপড়ের মতো একটা। ওটা সম্ভবত মৃতদেহ থেকে গজ বারো দূরে ছিল।

লেখাটা শেষপর্যন্ত পড়ে, ওয়াটসন বললেন, করোনার দেখছি শেষের মন্তব্যের সময় বেচারার ওপর একটু কঠোর হয়ে উঠেছিলেন। তার বাবা তাকে দেখার আগেই তাকে সম্বোধন করেছেন—এই অসামঞ্জস্যের ওপর এবং বাবার সঙ্গে তার কথাবার্তার খুঁটিনাটিগুলো প্রকাশ করতে না চাওয়া আর তাঁর মৃত্যুকালীন উক্তি সম্বন্ধে তার বিবৃতির ওপর তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং যুক্তিসঙ্গতভাবেই তা করেন। এ সমস্তই, যেমন তিনি বলেছেন, ছেলেটির বিরুদ্ধেই যাবে বেশ খানিকটা।

মৃদু হেসে হোমস কুশনের চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি আর করোনার দুজনেই যে ব্যাপারগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছো, সেগুলোই আসলে ওর স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি। একটু ভালো করে লক্ষ করলেই তুমি বুঝতে পারবে—ওর কল্পনাশক্তি অত্যন্ত অল্প—অল্প এইজন্যে যে এমন একটা ঝগড়ার কথা সে বানিয়ে বলতে পারলো না, যাতে করে সে জুরির সহানুভূতি পেতে পারে—আর অত্যন্ত প্রখর এইজন্যে যে মৃত্যুকালীন

উক্তি হিসেবে অন্তরের সত্তা থেকে ইঁদুরের মতো, বা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া কাপড়টার মতো এমন ব্যাপারের কল্পনা করাও তাঁর পক্ষেও সম্ভব হলো। উঁহু! ছেলেটি যা বলেছে তা সত্যি ধরে নিয়েই আমি এ মামলায় অগ্রসর হবো, দেখবো কোথায় গিয়ে পৌঁছোই।

সুন্দর স্ট্রাউড উপত্যকার ভিতর দিয়ে, চওড়া ঝলমলে সেভার্ন নদীর ওপর দিয়ে হোমসরা গ্রাম্য শহর রস-এ এসে পৌঁছোলেন। প্ল্যাটফর্মে তাঁদের জন্যে একজন লোক অপেক্ষা করছিলেন,—লোকটা রোগা চোখে তার ধূর্ত চোরা দৃষ্টি। গ্রাম্য পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাভরে যে পোশাক তিনি পরেছিলেন তা সত্ত্বেও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেডকে চিনতে অসুবিধা হবার কথা নয়। একটা গাড়ি করে হোম্‌স্‌রা তাঁর সঙ্গে হিয়ারফোর্ড আর্মসে গেলেন।

চা খেতে বসে লেসট্রেড হোম্‌স্‌কে বললেন, একটা গাড়ির খবর দেওয়া হয়েছে, কারণ আপনি যতোক্ষণ না ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছোচ্ছেন ততোক্ষণ আপনি খুশি হবেন না—এটা তো আমাদের জানা আছে। তিতিক্ষার হাসি হেসে লেসট্রেড পুনরায় বললেন, নিশ্চয়ই কাগজ পড়েই আপনি আপনার সিদ্ধান্ত স্থি করে ফেলেছেন। এ একেবারে জলের মতোই সহজ, যতোই খুঁটিয়ে দেখা যায় ততোই আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। কিন্তু তাহলেও মেয়েটিকে তো ফিরিয়ে দেয়া যায় না—বিশেষ যখন তার ধারণা এতো সুনিশ্চিত। আপনার নাম সে শুনেছে, তাই আপনার মত সে শুনতে চায়—যদিও আমি বারবার বলেছি যে, আমি যা করেছি এর চেয়ে বেশিকিছুই আপনার নাম সে শুনেছে, তাই আপনার মত সে শুনতে চায়—যদিও আমি বারবার বলেছি যে, আমি যা করেছি এর চেয়ে বেশী কিছুই আপনার করবার নেই। এই যে তাঁর গাড়ি। তাঁর চোখে বেগুনি রং-এর উজ্জ্বলতার দীপ্তি। তার দুঠোঁট প্প্যাক করা, গালে গোলাপি আভা। দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনার চাপে তার স্বাভাবিক আত্মসংযম হারিয়ে সে বলল—মি. শার্লক হোম্‌স্‌; আপনি আমায় খুব খুশি করেছেন, একথা জানাতেই আমি গাড়ি নিয়ে আপনার কাছে ছুটে এলাম। আমি জানি জেম্‌স্‌-এর কাজ এ নয়। আমি তা জানি, এবং আমার ইচ্ছে আপনিও এই বিশ্বাসের ওপ নির্ভর করে তদন্তের কাজ চালান। এ ব্যাপারে এতোটুকু সন্দেহ পোষণ করবেন না। ছোটবেলা থেকেই আমি জেম্‌স্‌কে জানি। ওর দোষ ত্রুটির খবর আমার চেয়ে বেশি কেউ রাখে না। ওর মন অত্যন্ত নরম—একটা মাছিকে পর্যন্ত মারা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ওকে যে চেয়ে তার কাছে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

শার্লক হোম্‌স টার্নারকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা হয়তো ওকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারবো। চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না আমাদের। মিস টার্নার বললো—করোনারের কাছে, বাবার সঙ্গে তার তর্কাতর্কির বিষয় জেমস বলতে পারেনি কারণ, তাতে আমি জড়িত ছিলাম। আপনার কাছে, মি. হোমস কোনো কথা লুকোব না,—আমাকে নিয়ে জেমস আর তার বাবার সঙ্গে অনেকবার কথা কাটাকাটি হয়েছে। মি. ম্যাকার্থির খুব ইচ্ছে ছিল আমাদের বিয়ে হোক। কিন্তু জেমস আর আমি ম্যাকার্থির খুব ইচ্ছে ছিল আমাদের বিয়ে হোক। কিন্তু জেমস আর আমি চিরকাল ভাইবোনের মতো পরস্পরকে ভালোবেসে এসেছি। তাছাড়া ওর বয়স অল্প, জীবনের কতোটুকুই বা ও দেখেছে! এই সব ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হত। এ ঝগড়াটাও তেমনি একটা ঝগড়া ছাড়া কিছু নয়।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—আর তোমার বাবা? তার কি এই মিলনে মত ছিল?

মিস টার্নার বলল—না, তাঁরও এতে আপত্তি ছিল। মি. ম্যাকার্থি ছাড়া আর কারুরই এতে মত ছিল না—হোমসের তীক্ষ্ণ, প্রসন্ন, দৃষ্টি তার টাটকা মুখের উপর পড়ায় সে মুখে আরক্ত হয়ে উঠলো। মেয়েটি আরও বললো, গত কয়েকবছর ধরেই বাবার শরীর দুর্বল। কিন্তু এই ব্যাপারে সে শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে, শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে। ডাক্তার উইলোজ বলেছেন তাঁর শরীর একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। মি. ম্যাকার্থিই চিলেন একমাত্র মানুষ যিনি বাবাকে সেই অতীতে ভিক্টোরিয়ায় সোনার খনির কাজের সময় থেকেই জানেন। সেইখানেই তাঁর অনেক টাকা পয়সা হয়। কাল যদি কোনো খবর পান তাহলে আমায় বলবেন। নিশ্চয়ই আপনি জেমসের সঙ্গে দেখা করতে জেলখানায় যাবেন? যদি যান, মি. হোমস দয়া করে বলবেন তাকে যে আমি জানি সে নির্দোষ।

হোমস বললেন—মিস টার্নার, বলবো।

মেয়েটি চলে যেতেই লেসট্রেড বললেন—কেন মিছিমিছি ওর মনে আশা জাগিয়ে তুললেন, আপনি ভালো করেই জানেন যখন, যে ওকে আপনি হতাশ করতে বাধ্য? আমি ভালো করেই জানেন যখন, যে ওকে আপনি হতাশ করতে বাধ্য? আমি বলছি না যে আমার মন খুব নরম, কিন্তু এ আপনার চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা!

হোমস বললেন,—জেম্‌স্ ম্যাকার্থিকে মুক্তি দেবার উপায় মনে হয় আবি বার করতে পারব। জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি আছে তো?

লেসট্রেড বললেন—আছে, কিন্তু তা কেবল আপনার আর আমার।

আসামীর সঙ্গে দেখা করে হোম্‌স্ বুঝতে পারলেন, অপরাধীকে সে জানে, কিন্তু তাকে (পুরুষ বা স্ত্রীলোক যেইই হোক) আড়াল করে চলেছে। কিন্তু এখন নিঃসন্দেহে বোঝা গেল যে, আর সকলের মতো সেও এ ব্যাপারে হতভম্ব হয়ে গেছে। খুব চালাক-চতুর না হলেও ছেলেটি দেখতে খাসা, আর তার মনটাও ভালো।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন—ও যদি সত্যিই নির্দোষ হয়, তাহলে দোষী কে?

হোমস স্বগতোক্তি করে বললেন, সত্যিই তো কে? দুটো ব্যাপারের ওপর বিশেষ করে আমি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এক—নিহত ব্যক্তির হ্রদের ধারে কারো সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, এবং সে ব্যক্তি তাঁর পুত্র নয়। কারণ পুত্র তখন শহরে ছিল না। এবং কখন সে ফিরবে তাও তিনি জানতেন না। আর দুই—নিহত ব্যক্তিকে 'কু-ই' ডাক ডাকতে শোনা গিয়েছিল। এবং তা তিনি ডেকেছিলেন, ছেলে যে ফিরে এসেছে সে কথা না জেনে। এ সবই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যার ওপর এই মামলা নির্ভার করছে। সেদিনের মতো আলোচনা মুলতুবি রইলো।

পরদিন সকাল নটার সময় লেসট্রেড গাড়ি নিয়ে হাজির হলো। হেথার্লি ফার্ম আর বসকোম হ্রদ লক্ষ্য করে সবাই চললেন।

যথাসময়ে মৃত ম্যাকার্থির দরোজায় সাড়া দিয়ে দাসী হোমসের অনুরোধে, তার মনিব মৃত্যুকালে যে বুটজোড়া পরেচিলেন সেটা দেখালো, আর তাঁর ছেলেরও একজোড়া বুট দেখালো, যদিও এইটিই যে সে সেদিন পরেছিল তা নয়। হোম্‌স্ সাত আট রকম ভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে খুব যত্ন করে বুটগুলোর মাপ নিলেন, তারপর উঠোনটায় গিয়ে আবার ফিরে এসে আঁকাবাঁকা পথে পরীক্ষা করতে করতে হোমস বসকোম হ্রদের দিকে এগোলেন। সকলেই তাঁর অনুসরণ করল।

এরকম কোনো অনুসন্ধানের সময় শার্লক হোম্‌সের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এসে থাকে। বেকার স্ট্রিটের শান্ত, চিন্তাশীল ব্যক্তির ও তাঁর যুক্তি প্রয়োগের সঙ্গেই যাদের পরিচয়, এ চেহারায় হয়তো তারা চিনতেই পারবেন না তাঁকে। তাঁর মুখ কখনো উজ্বল হয়ে উঠেছে, ভ্রূযুগল কালো রেখার মতো উঠেছে, তার নীচে দুচোখে ইস্পাত শীতল দৃষ্টি। মাথা সামনের দিকে ঝোঁকানো, দুকাঁধ ঝুলে পড়েছে. দুঠোঁট চাপা, পেশল কাঁধে শিরাগুলি চাবুকের ফিতের মতো ঠেলে ওঠা। শিকারের পেছনে এক জান্তব প্রবৃত্তিতে তাঁর নাসারন্ধ্র স্ফীত, মন এমন তন্ময় যে আমাদের কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য, হয় তার কর্ণগোচরই হলো না কিংবা হয়তো উত্তরে বিরক্তি ব্যঞ্জক একটা ধমক—মাঠের মধ্যে দিয়ে চলে গেলেন। একেবারে বসকোম হ্রদের জঙ্গল পর্যন্ত। স্যাঁতসেঁতে জলাভূমি সমস্ত অঞ্চলটাই তাই, জলের ওপরে, দুদিকের ছোটো ছোটো ঘাসের ওপর অসংক্য পায়ের দাগ। হোমস, কখনো তাড়াতাড়ি চললেন, কখনো বা নিশ্চল থেমে দাঁড়ালেন। আবার একবার মাঠটায় ঘুরে এলেন একটু। লেসট্রেড আর ওয়াটসন চলেছিলেন প্রচুর কৌতূহল নিয়ে। বসকোম হ্রদ হল পঞ্চাশ গজ চওড়া এক ছোটোখাটো জলাশয়। তাকে ঘিরে আগাছার ভীড়। হ্রদের ধারের আগাছা আর এই গাছের সারির মাঝখানে কুড়ি পায়ের মতো ভিজে ঘাসজমি রয়েছে। মৃতদেহ যেখানে পাওয়া যায় ঠিক সেই জায়গাটা লেসট্রেড দেখিয়ে দিলেন হোম্‌স্‌কে। এখানকার জমি এতোই স্যাঁতসেঁতে যে, মানুষটি আঘাত

পেয়ে পড়ে যেতে যে দাগের সৃষ্টি হয়েছিল তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হোমসের মুখের উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হোম্সের মুখের উৎসাহের চিহ্ন আর তীক্ষ্ণ চোখ থেকে বুঝতে পারছি যে এই মাড়ানো ঘাসের মধ্যে শুধু এটুকু ছাড়া আরো অনেক কিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছেন। কুকুর যেমন গন্ধের আভাস পেয়ে দৌড়ায় তেমনি তিনি দৌড়োদৌড়ি শুরু করলেন। তারপর বিশেষ একজোড়া পায়ের তিনটে আলাদা আলাদা ছাপ থেকে হোম্স্ একটা লেন্স বার করে বর্ষাতির ওপর শুয়ে পড়লেন, যাতে তিনি ভালো করে দেখতে পারেন, আর নিজের মনে কথা বলেই চললেন, 'এই হলো ছেলেটির পায়ের দাগ। দু-বার হেঁটেছে আর একবার দৌড়েছে, দৌড়াবার সময় জুতোর চেটোর দিকটার দাগ পড়েছে বেশি আর গোড়ালির দাগ প্রায় অদৃশ্য। এতে করে জেমসের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। দৌড়েছিল, যখন ওর বাবা পড়ে গিয়েছিলেন। এই হলো ম্যাকার্থির পায়চারি করার চিহ্ন। এটা তাহলে কী? এ হলো বন্দুকের কুঁদোর দা, ছেলে যখন বাপের সঙ্গে কথা বলছিল, আর এটা? হা হা! এটা কী দেখছি? আরে, আরে, এ যে আঙুলে ভর করে হাঁটার চিহ্ন! চৌকো দাগ, এমেন বুট সচরাচর দেখা যায় না। এল—চলে গেল—আবার এল—শেষবার ফেলে যাওয়া ক্লোকটা নিয়ে যাবার জন্যে। আচ্ছা, কোথা থেকে এসেছে? দৌড়াতে শুরু করলেন হোমস—কখনো দাগের সন্ধান হারিয়ে, কখনো বা আবার খুঁজে পেয়ে। শেষ পর্যন্ত হোম্স্ জঙ্গলের প্রান্তে, সবচেয়ে বড় বীচ গাছটার ছায়ায় এসে দাঁড়ালেন। তারপর সেখান থেকে, পাতা আর শুকনো ডাল সরিয়ে, ধূলোর মতো কি খানিকটা তুলে নিয়ে একটা খামে পুরলেন। তারপর লেন্স নিয়ে শুধু জমিটা নয়, গাছটা পর্যন্ত যতোদূর নাগাদ পেলেন পরীক্ষা করে দেখলেন। শ্যাওলার মধ্যে একটা বাঁকাচোরা পাথর পড়েছিল, সেটাও খুব যত্ন করে পরীক্ষা করলেন। তারপর একটা পথ ধরে জঙ্গল থেকে চলে গেলেন পড় রাস্তা পর্যন্ত। এখানে এসে তার কোনো চিহ্নই তাঁর চোখে পড়ল না। এ মামলায় কৌতুহলের খোরাক প্রচুর—স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে হোম্স্ মন্তব্য করলেন, ডানদিকের এই ধূসর রং—এর বাড়িটাই নিশ্চয়ই মি. টার্নারের। তোমরা গাড়ির দিকে এগোও, যাই একটু আমি, মি. টার্নারের সঙ্গে কথা বলে আসি। তার দেখা না পেলে একটা চিঠি লিখে আসব।

মিনিট দশেকের মধ্যেই হোমস ফিরে এলে দেখা গেল তাঁর হাতে সেই কুড়িয়ে পাওয়া পাথরটা। ওটা দেখিয়ে হোমস বললেন—শুনলে বিস্মিত হবে যে, এই পাথরটা দিয়েই পেছন থেকে মেরে মি. ম্যাকার্থিকে খুন করা হয়েছিল।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে খুনীটা কে?

হোমস বর্ণনা করলেন—একজন লম্বা মানুষ। লোকটা, ডানপায়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, মোটা সোলের শিকারের জুতো পায়ে, ধূসর রঙের ক্লোক-পরনে, ভারতীয় চুরুট খায় পাইপে লাগিয়ে, পকেটে ভোঁতা। পেন্সিলকাটা ছুরি। তার আরও অনেক নিদর্শনই রয়েছে তবে, আমাদের খুঁজে পাওয়ার পক্ষে এইই যথেষ্ট।

সেদিন লেসট্রেডকে যাবার আগে তার ডেরায় নামিয়ে দিয়ে হোম্স ওয়াটসনকে নিয়ে হোটেল ফিরলেন। সান্ধ্য টেবিলে হোম্স্ নীরব রইলেন চিন্তায় মগ্ন হয়ে, একটা বেদনার ভাব ফুটে উঠল—কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষের মুখে যেমন ভাব ফুটে ওঠে।

খাওয়া-দাওয়ার পর হোম্স্ বললেন, শোনো ওয়াটসন, মন দিয়ে শোনো এই চেয়ারটায় বসে আমার বিশ্লেষণ আর অনুসন্ধান—এই কাহিনী বিচার করবার সময় ছেলেটির জবানবন্দির দুটি কথা একসঙ্গে আমাদের দুজনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—যদিও আমার মনে হয়েছিল সেগুলো তার স্বপক্ষে আর তোমার মনে হয়েছিল তার বিপক্ষে। একটা হলো, ছেলের দেখা পাবার আগেই মি. ম্যাকার্থির 'কু-ই' ডাক ডাকা, আর দ্বিতীয়টা হলো ইঁদুর সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত মন্তব্য। বিড়বিড় করে আরো কী সব তিনি বলেছিলেন, কিন্তু ছেলে শুধু ঐটুকুই শুনতে পায়। এই দুটো ব্যাপার নিয়েই আমার গবেষণা শুরু হয়েছিলো।

ওয়াটসন বললেন—তাহলে 'কু-ই' টা?

এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, সেটা তিনি ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলেননি, কারণ তিনি

তখন জানতেন ছেলে তার ব্রিস্টলে। সে যে, এ ডাক শুনতে পেয়েছিল তা, নিতান্ত ভাগ্যক্রমেই। এ ডাক তিনি ডেকেছিলেন যার সঙ্গে তার দেখা করার কথা ছিল তারই উদ্দেশে। এখন, 'কু-ই' ডাকটা হলো বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার—একজন অস্ট্রেলিয়ানের আর একজনকে ডাকবার ডাক। সুরাতং এ খুবই সম্ভব যে মি. ম্যাকার্থি যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে তাঁর অস্ট্রেলিয়ায় থাকতে আলাপ হয়েছিল।

ওয়াটসন বললেন, আর ইঁদুরের ব্যাপারটা?

হোমস তখন, একটা ভাঁজ করা কাগজ পকেট থেকে বার করে টেবিলের ওপর সমানভাবে মেলে ধরে বললেন, এটা হলো ভিক্টোরিয়া কলোনীর মানচিত্র, কাল আমি এটার জন্যে ব্রিস্টলে চিঠি লিখেছিলাম। এই বলে হোম্‌স্ মানচিত্রের একটা অংশের ওপর হাত রেখে চাপা দিয়ে বললেন, পড়োতো কী লেখা আছে?

ওয়াটসন বললেন—Arat.

এবার হাতটা একটু আলগা করে হোম্‌স্ বললেন,—এবার?

ওয়াটসন উত্তর দিলেন—Ball Arat.

ঠিক তাই, হোম্‌স্ বললেন—এই কথাটাই মুর্মূষু বলেছিলেন, ছেলে শুধু তার শেষ কথাটাই শুনতে পায়। আততায়ীর নামটা তিনি যা উচ্চারণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেটা হলো, ব্যালারট। আর, তিন নম্বর হলো, ধূসর রঙের পোশাকটা, ছেলের কথা মেনে নিলে যেটাকে সত্য বলে ধরা যাচ্ছে। ধোঁয়াটে অস্পষ্টতা থেকে এখন আমরা এক বিশেষ অস্ট্রেলিয়ানের ব্যাপারে এসে পড়েছি—এই অস্ট্রেলিয়ানেরে নাম হলো ব্যালারাট, ধূসর রং-এর তার ক্লোক। এবার ধরো, আজকের অভিযানের ব্যাপারটা। জমিটা পরীক্ষা করে, কয়েকটা খুঁটিনাটি বিষয় থেকে—কে খুনী যে সম্বন্ধে লেসট্রেডের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলাম।

ওয়াটসন কথায় ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—খুনি যে ল্যাটা তা জানলে কী করে?

হোম্‌স্ বললেন, তদন্তের সময় সার্জেনের যে মন্তব্য থেকে আঘাতের স্বরূপের পরিচয় পেয়ে তুমি নিজেও আশ্চর্য হয়ে গেছিলে! আঘাতটা এসেছিল ঠিক পেছন থেকে, অথচ লেগেছিল বাঁদিকটায়। সুতরাং সে ল্যাটা না হলে কী করে তা সম্ভব? পিতা-পুত্রের কথাবার্তার সময় সে লুকিয়েছিল ঐ গাছটার পেছনে। সেখান থেকে সে ধূমপানও করেছিল। সে চুরুটের ছাই আমি পেয়েছি। তামাক সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান থেকে বলছি, ১৪০ রকমের বিভিন্ন পাইপ, চুরুট আর সিগারেটের ছাই নিয়ে একটা ছোটখাটো প্রবন্ধও লিখেছিলাম এক সময়। ছাইটা আবিষ্কার করার পর চারিদিকে তাকাতে কাতাকে আগাছার মধ্যে চুরুটের ফেলে দেওয়া অংশটা পেলাম। ভারতীয় চুরুট সেটা।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, আর চুরুটের পাইপটা? হোমস কী একটা বলতে যেতেই হোটেলের ভৃত্য এক ভদ্রলোককে নিয়ে ঘরে ঢুকল। অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাঁর আকৃতি। তার মন্থর পায়ের খুঁড়িয়ে চলা আর ঝুলে পড়া কাঁধে বার্ধক্যের চাপ স্পষ্ট, যদিও তার সুদৃঢ়, বলিবহুল রুক্ষ মুখাবয়বে আর দীর্ঘ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দেহ ও মনের অসাধারণ শক্তির পরিচয়। তার জটাপাকানো দাড়ি আর এলোমেলো চুল আর ঝুঁকে পড়া ভ্রূ—সব মিলে আভিজাত্য ও প্রচুর শক্তির পরিচয় মেলে। কিন্তু মুখ তার ফ্যাকাশে, দুটি ঠোঁট আর নাসারন্ধ্রের কোণে নীলের আভাস। এক পলকেই বোঝা যায় যে তিনি কোনো অতি পুরাতন রোগে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন।

শান্তস্বরে হোম্‌স বললেন,—ওই সোফাটায় বসুন। আপনি আমার চিঠি পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, চিঠিতে বলেছিলেন, মি. টার্নার কেলেঙ্কারী এড়াতে হলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। এবং হোম্‌সের মুখে তিনি যখন শুনলেন, মি. ম্যাকার্থির মৃত্যুর ব্যাপারে সব কিছু তিনি জেনেছেন—তখন দু'হাতে মুখ ঢাকলেন বৃদ্ধ। বললেন হায় ঈশ্বর! তবে, ছেলেটির যাতে কোনো অনিষ্ট না হয় সেদিকে অবশ্য আমার বরাবরই লক্ষ্য ছিল। বিশ্বাস করুন, যদি দেখতাম

মোকদ্দমার সময়ে মামলাটা তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, অবশ্যই তখন আমি সব খুলে বলতাম।

আপনার এ কথায় খুশি হলাম—গম্ভীরভাবে হোমস্ বললেন।

মি. টার্নার বললেন—আমার মৃত্যুর আর বেশি দিন দেরী নেই। বহুবছর ধরে আমি ডাইবেটিক রোগে ভুগছি। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

হোমস কলম আর এক বান্ডিল কাগজ নিয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে বসে বললেন—যা যা হয়েছিল ঠিক ঠিক বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি। আপনি সই করে দেবেন আর ডাক্তার ওয়াটসন সাক্ষী থাকবে। কথা দিচ্ছি, এ স্বীকারোক্তি আমি প্রকাশ করবো তখনই যখন জেম্সকে বাঁচাবার এছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকবে না। শুনুন তাহলে, এই মৃত ম্যাকার্থিকে চিনতেন না আপনারা। মূর্তিমান শয়তান ছিল সে। ঈশ্বর যেন আমাদের অমন মানুষের আওতা থেকে রক্ষা করেন। কুড়ি বছর ধরে সে আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। আমার জীবন বিষময় করে তুলেছে। কিভাবে আমি ওর খপ্পরে পড়েছিলাম তা প্রথমে বলে নিই,—তখন ষাটের দশক-এর প্রথম দিক। আমার তখন বয়স অল্প। শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছে, সম্পূর্ণ বেপরোয়া, যে কোনো কাজের জন্যে প্রস্তুত। অসৎ সঙ্গে মিশতে শুরু করলাম, মদ ধরলাম। ঝোপে জঙ্গলে গিয়ে গুন্ডামি শুরু করলাম। আমরা ছিলাম ছ-জন। কখনো স্টেশন লুট, কখনো বা রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে লুঠতরাজ করছি। ব্যালারাটের শয়তান জ্যাক—এই নামেই সবাই আমায় ডাকতো, আমাদের দল কলোনীতে আজও ব্যালারাটের দল হিসেবে কুখ্যাত।

একটা সোনাভরা গাড়ি একদিন প্রহরী-পাহারায় ব্যালারাট থেকে মেলবোর্নের পথে চলেছে, তার জন্যে আমরা আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। তারপর সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমরা ছ'জন আর ওরাও ছিল ছ-জন। জোর লড়াই হলো। প্রথম চোটেই আমরা ওদের চারজনকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিলাম। মালটা দখল করার আগে আমাদের তিনজনকে হারাতে হয়েছিল। গাড়ির চালকের মাথার ওপর আমি পিস্তল লাগালাম। সেই চালকই হলো ম্যাকার্থি। কী ভালোই না হতো যদি ওকে গুলি করে মারতাম। কিন্তু তা না করে আমি ছেড়ে দিলাম তাকে—যদিও দেখলাম ক্রুর দৃষ্টিতে সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে, যাতে আমার চেহারার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত সঠিক মনে রাখতে পারে। সোনাটা পাওয়ায় আমাদের অনেকটা টাকা হলো, সন্দেহ এড়িয়ে চলে এলাম ইংল্যাণ্ডে, ঠিক করলাম, এবার নিরিবিলিতে ভদ্রভাবে জীবনটা কাটাবো। এই বিপুল সম্পত্তি খরচ করবো। বিয়ে করলাম, ছোট্ট মেয়ে অ্যালিসকে আমার হাতে দিয়ে আমার স্ত্রী অল্পবয়সে মারা গেলেন। যখন সে নিতান্ত শিশু তখন থেকে ছোট ছোট হাত দিয়ে যেভাবে সে আমাকে সৎপথে চালিত করেছে আর কিছুতেই তা, করতে পারেনি। এক কথায়, আমি তখন অতীতের পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছিলাম। সমস্তই সব ঠিকঠাক চলছিল। এমন সময় এলো ম্যাকার্থি, তাকে থাকবার জায়গা আর চাষের জমি না দিলে পুলিশকে সব বলে দেবে বলে। আমাকে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে আমার সবচেয়ে সেরা জমির মালিক হয়ে গেল। এক পয়সাও ভাড়া দেয় না। আর অ্যালিস্ বড় হলে তার অত্যাচার আরও বেড়ে গেল কারণ সে দেখল যে, পুলিশের ভয়ের চেয়েও আমার বেশী ভয়, পাছে অ্যালিস্ আমার অতীত জেনে ফেলে। যা সে চায় তাই দিতে হয় তাকে—জায়গা জমি, টাকা পয়সা, বাড়ি ঘর সব। শেষ পর্যন্ত সে এমন একটা জিনিস চেয়ে বসল যা দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। অ্যালিসকে চাইলো সে। ও প্রস্তাব দিল ওর ছেলের সঙ্গে অ্যালিসের বিয়ে দিতে হবে। মতলববাজ ঠিকই মতলব করেছিল, কারণ তাহলেই আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার তার ছেলে পাবে। কিন্তু এবার আমি ওর কথায় নরম হলাম না। ওর কলুষিত রক্তে আমার কোন বিরূপ মনোভাব ছিল তা নয়, কিন্তু ওরই তো রক্ত তা দেহে, তাই আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। ম্যাকার্থি ভয় দেখালো, আমি ওকে অগ্রাহ্য করলাম। ঠিক হলো এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে একদিন আমরা এক জায়গায় বসে আলোচনা করবো। সেদিন যখন সেখানে গেলাম, দেখি সে তার ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। তাই একটা চুরুট ধরিয়ে আমি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, যতোক্ষণ পর্যন্ত না ছেলেটা চলে

যায়। ওর কথা শুনতে শুনতেই কিন্তু যা কিছু নোংরা যা কিছু তিক্ত সব আবার আমার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। আমার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে সে তার ছেলেকে উস্কানি দিতে লাগল। এমনভাবে—বাজারের মেয়ে যেন সে! পাগলের মতো হয়ে উঠলাম এই মনে করে যে, আমার জীবনে যে সবচেয়ে প্রিয়, এমন একটা মানুষের আওতার মধ্যে সে পড়বে! এর একটা হেস্তনেস্ত না করলেই নয়! আমি তো মারা যেতেই বসেছি তাই মরিয়া হয়ে উঠলাম। ভাবলাম, আমার অতীতের স্মৃতি আর আমার কন্যার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা—দুইয়ের হাত থেকেই আমি রক্ষা পেতে পারি, যদি এই শয়তানের মুখকে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিই। মি. হোম্‌স্ এহেন পরিস্থিতিতে আবার আমি এরকম কাজ করলাম। মারলাম আমি তাকে,—বিবেকের কিছুমাত্র দংশন অনুভব করলাম না। তার চিৎকারে তার ছেলে ফিলে এল! সেইসময় আমি আবার গাছের আড়ালে আর ছেলে বাবাকে নিয়ে অভিভূত হবার সময় আমি ফেলে আসা ক্লোকটার জন্যে আবার গেলাম। মি. হোম্‌স্ এই হলো পুরো ঘটনা।

হোমসের লেখা বিবরণীতে বৃদ্ধ স্বাক্ষর করে দেওয়ার পর হোমস বললেন, আপনার শরীরের যা অবস্থা তাতে কিছুই করবো না। আপসার এ স্বীকারোক্তি আমার কাছে রইল, যদি জেম্‌স্ ম্যাকার্থির দণ্ড হয় তখন আমাকে বাধ্য হয়েই এটা প্রকাশ করতে হবে। আর সে প্রয়োজন না হলে এটা কেউ জানতে পারবে না।

মি. টার্নার টলতে টলতে চলে গেলেন। এই ঘটনার পর তিনি আর সাত মাস মাত্র বেঁচে ছিলেন। আর হোমস অনেকগুলো আপত্তিসূচক প্রমাণ উকিলের হাতে দিয়ে, তার জোরে তিনি জেমস ম্যাকার্থিকে মুক্ত করলেন।

## সম্ভ্রান্তকুমার

"হ্যানোভার স্কোয়ার সেন্ট জর্জ চার্চে অত্যন্ত শান্ত নির্জন পরিবেশে বিবাহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কনের বাবা মি. অল্যালয়সিয়াস ডোরান, ব্যালমোরালের ডাচেস, লর্ড ব্যাকওয়াটার, লর্ড ইউস্টেস ও লেডি ক্লারা সেন্ট সাইমন (বরের ছোটভাই ও বোন) এবং লেডি অ্যালিসিয়া হুইটিংটন ছাড়া আর কেউ এই উৎসবে উপস্থিতি ছিলেন না। পরে সমস্ত দলটি ল্যাঙ্কাস্টার গেটে মি. অ্যালয়সিয়াস ডোরানের বাড়ির দিকে যায়। সেখানে প্রাতরাশের বন্দোবস্ত হয়েছিল। শোনা গেছে যে একজন মহিলা (যাঁর নাম এখনো জানা যায়নি) কিছু গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দাবি এই যে বিয়ের বর লর্ড সেন্ট সাইমনের ওপর তার নাকি বিশেষ অধিকার আছে। কতোগুলি বেদনাদায়ক ও নাটকীয় দৃশ্যের পর বাটলার ও বাড়ির লোকেরা জোর করে তাকে সরিয়ে দেয়। এই অপ্রীতিকর বাধাদানের আগেই বিয়ের কনে ঘরে ঢোকেন এবং সকলের সঙ্গে জলখাবার খেতে বসেন। হঠাৎ তিনি আকস্মিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে নিজের ঘরে বিশ্রাম করতে যান। অনেকক্ষণ পাত্রীর অনুপস্থিতিতে সকলেই পাত্রীর খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন। পাত্রীর পিতা পাত্রীর পরিচারিকার কাছে জানতে পারেন যে অল্পক্ষণের জন্যে পাত্রী নিজের ঘরে ঢুকেছিলেন। তারপর চটপট একটা গরম কোট আর টুপি নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে বারান্দার দিকে নেমে যান। বাড়ির চাকরদের একজন জোর দিয়ে বললো, যে, সে ঐরকম পোষাক পরা এক ভদ্রমহিলাকে বাড়ি থেকে বার করে দেখেখছে—ঐ ভদ্রমহিলাটিকে সে মনিব কন্যা বলে মানতে সম্মত হলো না। কনে যে অবশ্যই পালিয়ে গেছে এ বিষয়ে বরের সঙ্গে একমত হওয়ায় তাঁর পিতা মি. অ্যালয়সিয়াস ডোরান তৎক্ষণাৎ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তদন্ত শুরু হয়। চারিদিকে গুজব রটে গেছে, যে, এই ব্যাপারের মূলে একটা জঘন্য চক্রান্ত আছে। আরও জানা গেছে, যে মহিলাটি ঘটনার শুরুতে গণ্ডগোল করেছিলেন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিশ্বাস যে, ঈর্ষা বা অন্য কোনো কারণের বশবর্তী হয়ে মহিলাটি পাত্রীর রহস্যজনক অন্তর্ধানের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন।"

খবরের কাগজের কাটিংটা হোমসের অনুরোধে ডা. ওয়াটসন, মি. শার্লক হোম্‌সকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন।

হোম্‌স্ অনেকক্ষণ পর মুখ খুললেন। বললেন,—আর একটা সামান্য খবর অন্য আরেকটা কাগজে বার হয়েছে। সেটা কিন্তু খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। খবরটা হচ্ছে, মিস ফ্লোরা মিলার নামে যে মহিলাটি ঘটনার সূত্রপাতে গোলমাল বাধিয়ে ছিল, এবং যাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, শোনা যায় যে, আগে তিনি আলেগ্রোতে নর্তকী ছিলেন এবং গত কয়েকমাস যাবৎ পাত্রকে চিনতেন।

হোমস তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গিতে পাইপে সুখটান দিতে দিতে মন্তব্য করলেন—ব্যাপারটা এখন খুব কৌতূহলজনক বলে মনে হচ্ছে! সমস্ত কিছুর বিনিময়েও আমি এই মামলা হাতছাড়া করতে রাজি নই! কিন্তু ওয়াটসন, কলিং বেলের শব্দ হচ্ছে। ঘড়িতে যখন চারটে বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে, তখন কোনো সন্দেহ নেই যে, ইনিই আমাদের অভিজাত মক্কেল। বাইরে যাবার কথা স্বপ্নেও ভেবো না ওয়াটসন। আমার স্মরণশক্তির ওপরে নজর রাখার জন্যে না হলেও আমি একজন সাক্ষী রাখা পছন্দ করি। সশব্দে দরোজা খুলে ছোকরা চাকরটি ঘোষণা করল—লর্ড রবার্ট সেন্ট সাইমন নামে এক ভদ্রলোক আসছেন।

একজন অভিজাত মুখের ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে ঢেউ খেলানো টুপিটা মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল যে তাঁর চুল রগের ধারে ধারে পাকতে শুরু করেছে। এবং মাথার মাঝখানটা পাতলা হয়ে এসেছে। খুব যত্নের সজ্জিত সৌখিন লোকের মতো তাঁর বেশভূষা। উঁচু কলার, কালো ফ্রক-কোট, সাদা ওয়েস্টকোট, হলদে পেটেন্ট লেদারের জুতো আর ফিকে রং-এর মোজা পরেছেন। মাথাটা বাঁদিকের থেকে ডানদিকে ঘুরিয়ে, সোনার চশমার ডাঁটাটি ডানদিকে দুলিয়ে, ধীর পদক্ষেপে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন।

হোমস উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে বললেন, সুপ্রভাত, লর্ড সেন্ট সাইমন, অনুগ্রহ করে ঐ বেতের চেয়ারে বসুন। ইনি আমার বন্ধু ও সহকর্মী ডাক্তার ওয়াটসন। আগুনের ধারে একটু এগিয়ে আসুন। আমরা আপনার ব্যাপারটাই আলোচনা করছিলাম। আপনার চিঠি পাবার পর থেকেই ব্যাপারটা আমাদের কাছে বেশ রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে। বিভিন্ন খবরের কাগজ পড়ে যা জেনেছি তাতে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া রহস্যভেদের কোনো সূত্র পাইনি। আচ্ছা, আমার মনে হয় আপনাকে সরাসরি প্রশ্ন করে করে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সম্বন্ধে একটা প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হওয়া যেতে পারে।

সাইমন বললেন, বেশ, প্রশ্ন করুন।

হোমস সাইমনকে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন যে, তিনি প্রথম কুমারী হ্যাটি ডোরানকে দেখেন এক বছর আগে, সানফ্রানসিসকোতে, যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দেশে দেশে ঘুরছিলেন,। সেসময় অবশ্য তিনি মিস ডোরানের সঙ্গে বিবাহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন নি, স্রেফ তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে আনন্দ হতো তার।

মি. হোমস প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, এই তরুণীটির চরিত্র আমার সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা? এখানে চরিত্র মানে তার আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষার কথা বলছি।

সেন্ট সাইমন বললেন, দেখুন মি. হোম্‌স্ আমার শ্বশুর যখন সোনার খনির ব্যবহায় প্রচুর টাকার মালিক হয়েছিলেন, তখন মিস্ ডোরানের তথা বর্তমানে আমার স্ত্রীর বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেছে। ওই সময়ের ভিতরে খনির তাঁবুতে সে যথেষ্ট ঘুরেছে, নানা অরণ্য ও পর্বতে বেড়িয়েছে। সুতরাং সে প্রচলিত স্কুল কলেজের শিক্ষার চেয়ে প্রকৃতির কাছ থেকেই বেশি শিখেছে। তার প্রকৃতি তাই নির্ভীক, বন্য ও উদ্দাম, যে কোনো সংস্কারের বেড়া থেকে মুক্ত। আমি বলতে চাইছিলাম যে সে অধৈর্য—আগ্নেয়গিরির মতো। সে খুব চট করে মনস্থির করতে পারে এবং নির্ভয়ে সেই সংকল্প কাজে পরিণত করতেও পারে। নাহলে কখনোই আমি আমার মর্যাদাপূর্ণ পদবি তাকে ব্যবহার করতে দিতাম না। আমি বিশ্বাস করি যে সে বীরের মতো আত্মবিসর্জনে সমর্থ এবং আত্ম অবমাননাকর সব কিছুই তার ঘৃণার পাত্র।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাছে তার কোনো ছবি টবি আছে? আর শুনেছি বিয়েতে বেশ ভালোই যৌতুক পেয়েছেন?

সাইমন তরুণীটির মুখের একটা গজমূর্তি একটা লকেটের ভেতর থেকে বার করে হোম্‌সের হাতে দিলেন। তারপর যৌতুক প্রসঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, ভালো, তবে, আমাদের পরিবারের ব্যাপারে যা স্বাভাবিক তার বেশি নয়।

এবার হোমস প্রশ্ন করলেন—বিয়ের আগের দিন মিস ডোরানকে আপনি দেখেছিলেন?

হ্যাঁ, তিনি বেশ প্রফুল্ল ছিলেন। অতো খুশি তাকে আমি আর কখনো দেখি নি। আমাদের ভবিষ্যতদাম্পত্য জীবন কেমন হবে, সারাক্ষণ তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল—সাইমন একটানা একদমে বললেন।

হোমস বললেন,—বিয়ের উৎসব শেষ হওয়া পর্যন্ত আপনি কি তাঁর মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেছিলেন?

দেখুন, সত্যি বলতে কি, সাইমন যেন একটা গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করলেন—জীবনে সেই প্রথম তার মেজাজের মধ্যে একটু গুছিয়ে বলবার চেষ্টা কলেন—জীবনে সেই প্রথম তার মেজাজের মধ্যে একটু ছটফটে ভাব দেখেছিলাম। অবশ্য বর্ণনা দেবার পক্ষে ঘটনাটা খুবই তুচ্ছ। সম্ভবত এই মামলায় সে ব্যাপারের কোনো ছাপ পড়বে না।

হোমস বললেন,—তা হলেও পুরো ব্যাপারটা আমাদের জানতে দিন।

সাইমন তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, ছেলেমানুষি কাণ্ড। আমরা বেদীর দিকে এগিয়ে যেতেই তার হাত থেকে ফুলের স্তবকটা পড়ে গেল। তখন সে সিঁড়ির সামনের ধাপ পার হচ্ছিল। স্তবকটা ধাপের ওপর পড়ল। সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোক ফুলের তোড়াটা তুলে তার হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

হোমস জিজ্ঞেস করলেন,—ভদ্রলোকটি আপনার স্ত্রীর কোনো বন্ধু নন তো?

সাইমন সহজভাবেই বললেন, 'না, না, আমি নিছক সৌজন্যের খাতিরে তাকে ভদ্রলোক বলছি, আসলে সে একজন খুব সাধারণ চেহারার একজন অতি সাধারণ লোক। আমি তার হাবভাব, গতিবিধি প্রায় লক্ষই করিনি। ওর কথা ভাববার এবং ওকে পাত্তা দেয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করি নি।'

হোম্‌স্ বললেন, তাহলে দেখতে পাচ্ছি, আপনার মিসেস যেরকম আনন্দিতবাবে বিবাহ-সভায় এরসেছিলেন, তার চেয়ে বেশ খানিকটা নিরানন্দভাবেই সেখানে থেকে ফিরেছিলেন। আচ্ছা, ফের বাপের বাড়ি এসে তিনি কী করেছিলেন?

সাইমন বললেন,—সে তার পরিচারিকা আমেরিকান মেয়ে অ্যালিসের সঙ্গে কথা বলছিলো।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—ঝি-টি, কি বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিল তাঁর?

সাইমন বললেন,—হ্যাঁ, খুব বেশিরকম। আমার ধারণা সে প্রভুকন্যার কাছ থেকে অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে। বোধহয় অ্যালিসের সঙ্গে বেশ কয়েক মিনিট কথা বলেছিল ঝি-টা। আমার তখন ওসব ঘটনাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বলে আদৌ মনে হয় নি এখন আপনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন তখন মনে হচ্ছে কোনো কারণ না থাকলে তো আপনি এভাবে জিজ্ঞাসা করতেন না? যাইহোক এখন মনে পড়ছে ভাসা ভাসা যতোদূর শুনেছিলাম—একটা গুরুতর কোনো দাবি সম্বন্ধে অ্যালিস গ্রাম্য ভাষায় কী যেন বলছিল। এ ধরনের গ্রাম্য ভাষা ব্যবহারে সে অভ্যস্ত ছিল। তবে, সে কী বোঝাতে চাইছিল তা আমি বলতে পারব না।

হোমস মন্তব্য করলেন,—আমেরিকান গ্রাম্য ভাষার কখনো কখনো খুব গভীর অর্থ থাকে। পরিচারিকার সঙ্গে কথা শেষ হবার পর আপনার স্ত্রী কী করলেন?

সাইমন বললেন, অ্যালিস একলাই প্রাতরাশের টেবিলে গিয়ে বসল। প্রায় মিনিট দশেক সেখানে থেকে হঠাৎ সে উঠে পড়ে আমার কাছে এসে বিড়বিড় করে ক্ষমা প্রার্থনাসূচক কী যেন বলে ঘরে থেকে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। তারপর সে আর ফিরে আসে নি।

হোম্‌স বললেন, কিন্তু আমরা খবরের কাগজে পড়েছি অ্যালিস এই মর্মে বিবৃতি দিয়েছে যে, সে তার গরে কনের পোশাকের ওপর লম্বা গরম কোট ও টুপি পরিয়ে দিয়ে চলে এসেছে।

আচ্ছা মি. সাইমন, নর্তকী ফ্লোরা নামে যে মেয়েটি আপনাদের বিয়েতে গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করেছিলো আর যাকে পুলিশ সেখানে থেকে হঠিয়ে দিয়েছিল, আপনার স্ত্রী কি এই ফ্লোরার গণ্ডগোলের কারণ সম্বন্ধে আপনার কাছে বা অন্য কারো কাছে কিছু শুনিয়েছিলেন?

সাইমন সগর্বে বললেন, আরে না না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সে এসব সম্বন্ধে কিছুই শোনে নি, কারণ সে তখন ভেতরে ছিল। তবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মি. লেসট্রেড-এর ধারণা যে, ফ্লোরা আমার স্ত্রীকে ফুসলিয়ে বার করে নিয়ে, কোনো সাংঘাতিক ফাঁপরে ফেলেছে। হোমস মৃদুহাস্য করলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, আচ্ছা, লর্ড সাইমন, আমার মনে হয়, আমি প্রায় সব তথ্যই পেয়ে গেছি। তবে আরেকটা কথা, আপনি কি এমনভাবে বসেছিলেন যাতে আপনি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে পারেন?

সাইমন বললেন,—আমি রাস্তার অন্য ধারটা আমার আঠটা দেখতে পাচ্ছিলাম।

ঠিক তাই, হোম্‌স্ বললেন—তাহলে আপনাকে আর দেরি করিয়ে দিচ্ছি না, আমি পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

সাইমন বললেন, আপনার পক্ষে কী এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে? সাইমন দাঁড়িয়ে উঠে দরোজার দিকে এগোতে লাগলেন।

হোমস বললেন, সমাধান হয়ে গিয়েছে। আমি রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি!

অ্যাঁ, কী বললেন? সাইমন বললেন—তাহলে আমার স্ত্রী কোথায়?

হোমস মৃদু হেসে বললেন—ক্রমশ প্রকাশ্য। সব আপনাকে শীঘ্রই জানাচ্ছি।

লর্ড সেন্ট সাইমন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে মন্তব্য করলেন—এ ব্যাপারটার সমাধানে আপনার আমার চেয়েও বিজ্ঞ মস্তিষ্কের প্রয়োজন হবে। সেকেলে ঢঙে মর্যাদাব্যঞ্জক ভঙ্গিতে অভিবাদন জানিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সাইমন চলে যাবার পর, হোম্‌স্, ওয়াটসনকে বললেন, এতো তাড়াতাড়ি আমার কোনো মামলাই নিষ্পত্তি হয় নি। ভালো করে পরীক্ষা করাতে আমার অনুমানটাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়াল। কীভাবে তিনি সিদ্ধান্ত স্থির হয়েছিলেন তা তিনি হোমসের সঙ্গে আলোচনা ও যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছিলেন।

হঠাৎ সেখানে সরকারি গোয়েন্দা মি. লেসট্রেড-এর আবির্ভাব হল।

হোমস কটাক্ষ করে জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো? তোমাকে যে এতো অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে?

লেসট্রেড বললেন, সেন্ট সাইমনের অলুক্ষুনে বিয়ের ব্যাপারটার মাথামুণ্ড আমি কিছুই বার করতে পারছি না। এরকম গোলমেলে ব্যাপার বাপের জন্মেও শুনি নি? সব সূত্রগুলোই যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। সারাদিন আমি এটা নিয়ে খেটে খেটে হয়রান হয়ে গেছি।

মি. লেস্‌ট্রেডের পি-জ্যাকেটের হাতাটি হাত দিয়ে দেখে হোম্‌স্ বললেন, আর এই তদন্তটা তোমাকে ভিজিয়েছেও বেশ, দেখছি।

লেসট্রেড বললেন, হ্যাঁ আমি যে সার্পেন্টাইনে জাল ফেলেছিলাম লেডি সেন্ট সাইমনের মৃতদেহ পাবার জন্যে।

শার্লক হোম্‌স্ তাঁর চেয়ারে হেলান দিয়ে মহানন্দে হাসতে হাসতে বললেন—শোনো হে, লেসট্রেড, ঘটনার বিবরণ শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এ ব্যাপারের সঙ্গে সার্পেন্টাইনে জাল ফেলার কোনো সম্পর্ক নেই। অসম্ভব!

লেসট্রেডও তখন খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো দাঁত চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—তাহলে অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে দেবেন কি, এগুলো আমি সেখানে কী করে পেলাম? বলতে বলতে লেসট্রেড তাঁর ব্যাগ খুলে মেঝের ওপর একটা ভিজে সিল্কের বিয়ের পোশাক, একজোড়া সাটিনের জুতো, একটা কনের গলায় দেবার মালা এবং একটা ওড়না ঢেলে ফেললেন। সেগুলো সব ভিজে চুপসে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সেই ভিজে পোষাকের স্তূপের ওপর একটা

নোতুন বিয়ের আঙটি রেখে তিনি বললেন, নিন মি. হোম্‌স্‌। এই ছোট্ট হেঁয়ালির সমাধান করুন।

হোম্‌স্‌ চুরুটের নীল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন—ও, তাই নাকি? তুমি সার্পেন্টাইন থেকে এগুলো ছেঁকে তুলেছো?

লেসট্রেড এরকম বোকার মতো হাসাটা আপনার কাছ থেকে আশা করি নি। আপনি দুই মিনিটে দুটি সাংঘাতিক ভুল করেছেন। এই পোশাকটার একটা পকেটে একটা কার্ড রাখবার বাক্সে এই চিরকুটটা ছিল। লেসট্রেড চিরকুটটা হোম্‌সের সামনে টেবিলের ওপর আছড়ে ফেলে বললেন,—শুনুন—

"সব ঠিক হয়ে গেলে আমার সঙ্গে দেখা কোরো, সঙ্গে সঙ্গে এসো।" —এফ এইচ. এম্‌।

আমার বরাবরই ধারণা হয়েছিল যে ফ্লোরা মিলার লেডি সেন্ট সাইমনকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। এবং নিঃসন্দেহে দলের লোকদের সাহায্যে তাকে গুম করেছে। ফ্লোরা মিলারের নামের আদ্যাক্ষর যুক্ত এই চিরকুটটা গির্জার প্রবেশপথে ওই মহিলার হাতে চুপি চুপি দেয়া হয়েছে এবং তিনি সহজেই তাদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছেন।

হোমস ব্যঙ্গস্বরে বললেন,—চমৎকার লেসট্রেড, আবার বলি চমৎকার! দেখি ওটা! এই বলে হোম্‌স্‌ নিতান্তই অবহেলা ভরে কাগজের টুকরোটা তুলে নিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর কৌতূহল জেগে উঠল, তৃপ্তির সঙ্গে তিনি দৃঢ়স্বরে মন্তব্য করলেন, সত্যিই লেসট্রেড, এটা একটা দরকারি জিনিসই বটে।

লেসট্রেড মনে মনে খুশি হয়ে গদগদ হয়ে বললেন, দেখলেন তো আমার অনুসন্ধান কতোখানি সঠিক?

হোম্‌স্‌ মুচকি হেসে বললেন, সে আর বলতে! তোমাকে বুকভরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিজয়গর্ব লেসট্রেড উঠে দাঁড়িয়ে, নিচু হয়ে দেখতে গিয়েই তিনি আঁতকে উঠে বললেন—একি, আপনি যে উল্টোদিকটা দেখছেন।

হোমস বললেন—এসব বাজে ব্যাপার বাদ দিন্‌ তো। ওটা আমি আগেই দেখেছি, ওতে কিছু নেই—৪ঠা আগস্ট ঘরভাড়া ৮ শিলিং, প্রাতরাশ ২ শিঃ ৬ পে, কাটলেট ১ শিলিং, মধ্যাহ্ন ভোজন ২ শিলিং ৬ পেন্স, এক গ্লাস পেরি ৮ পেন্স—এসব ব্যাপারের মধ্যে কিছুই নেই, এইসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনার মতো বিখ্যাত মানুষ মাথা ঘামাতে দেখলে লোকে কী বলবে! আমি তো এতে কিছুই পেলাম না!

না পাবারই কথা। তবু এটা খুবই জরুরি। চিঠিটাও দরকারি অন্তত নামের আদ্যাক্ষরগুলির জন্যে তো বটেই! কাজে কাজেই আমি তোমাকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

লেসট্রেড উঠে পড়ে বললেন,—আমি যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছি। আমি নিজে কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী, আগুনের ধারে আরামে বসে সূক্ষ্ম চিন্তার সূত্র বোনায় নয়। বিদায় মিস্টার শার্লক হোম্‌স্‌, দেখা যাবে কে আগে ব্যাপারটার তল খুঁজে পায়। পোষাকগুলো তুলে, সেগুলো ব্যাগে ভরে তিনি দরোজার দিকে এগোলেন।

লেসট্রেড চলে যেতেই, হোম্‌স্‌ তাড়াতাড়ি উঠে ওভারকোটটা পরলেন। ওয়াটসন আমি একটু বের হচ্ছি—ফিরতে দেরি হবে। তুমি কিন্তু আমার জন্যে অপেক্ষা কোনো না—খেয়ে নিও।

পাঁচটার পর হোম্‌স্‌ বাইরে গিয়েছিলেন, ফিরলেন ঠিক নয়টার আগে। তাঁর মুখ গম্ভীর। কিন্তু তাঁর চোখে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য, যা দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁকে নিরাশ হতে হয় নি।

হোম্‌স্‌ বললেন, কিছু লোক একটু পরেই আসছেন এখানে, আর লর্ড সেন্ট স্যাইমন এখনো আসেন নি?

বলতে বলতে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে হোম্‌স্‌ বললেন,—ঐ, হয়তো লর্ড সাইমন আসছেন।

সাইমন ঘরে প্রবেশ করতেই হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, আমার লোক তাহলে খবর নিয়ে আপনার কাছে ঠিকই পৌঁছেছিল?

হ্যাঁ, সাইমনের গলায় রুদ্ধস্বর। তিনি বললেন, আমি স্বীকার করছি যে চিঠির বিষয়বস্তু আমাকে ভীষণভাবে চমকে দিয়েছে। আপনি যা বলেছেন সেটা ভালোভাবে জেনে বলেছেন তো?

হোমস বললেন,—এর বেশি আর জানার প্রয়োজন নেই আমার। এবার হোম্‌স্ সাইমনকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, দেখুন সবই কপাল। দোষ দেয়ার মতো কাউকে আমি দেখছি না।

মহিলাটির যে এছাড়া অন্য কিছু করবার ছিল তাও আমি মনে করি না। তবে, যেভাবে হঠাৎ তিনি এটা করেছেন তা নিশ্চয়ই দুঃখজনক। তাঁর মা নেই, কাজেই সংকট মুহূর্তে তাঁকে পরামর্শ দেবার কেউ ছিল না।

লর্ড সাইমন টেবিলের ওপর আঙুল ঠুকতে ঠুকতে বললেন এটা একটা অপমান মশাই! লোক সমক্ষে সরাসরি আমাকে অপমান করা হয়েছে।

হোম্‌স্ গলার স্বর নরম করে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—বেচারি মেয়েটির দিকটাও একটু দেখুন—কেমন একটা অদ্ভুত অবস্থায় তিনি পড়েছিলেন। বলতে বলতে কলিং বেল বেজে উঠলো। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরোজা খুলে একজন ভদ্রলোক, একজন ভদ্রমহিলাকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এলেন। ওরা ঢুকতেই ওদেরকে স্বাগত জানিয়ে হোম্‌স্ বসতে বলার পর, লর্ড সেন্ট সাইমনকে হোমস বললেন—আপনার সঙ্গে মিস্টার আর মিসেস্ ফ্রাঙ্ক হে মুলটনকে পরিচিত করিয়ে দিতে অনুমতি দিন। অবশ্য মহিলাটিকে আপনি আগেই জানেন।

ওদের দেখে সাইমন যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চোখ নামিয়ে ফ্রক-কোটের বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে একেবারে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—যেন আহত আত্মমর্যাদার প্রতীক তিনি। মহিলাটি দ্রুত সাইমনের দিকে এগিয়ে করমর্দনের প্রতীক তিনি। মহিলাটি দ্রুত সাইমনের দিকে এগিয়ে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন, বললেন,—রাগড় কোরোনা রবার্ট। আমি তোমার সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছি। যাবার আগে তোমাকে কিছু বলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি ঘাবড়ে গেছিলাম। যখনই আমি ফ্রাঙ্ককে দেখলাম তারপর আমি কী করেছি বা কী বলেছি সে সম্বন্ধে আমার কোনো হুঁশ ছিল না।

হোমস বললেন,—মিসেস মুলটন, আপনি যতোক্ষণ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছেন ততোক্ষণ আমি আর আমার ডাক্তার বন্ধু একটু বাইরে গেলেই বোধ হয় আপনার ভালো হয়।

আগন্তুক ভদ্রলোক অর্থাৎ মি. মুলটন বললেন,—যদি আমার মত ব্যক্ত করতে হয় তাহলে আমি একথাই বলবো যে, আমরা গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে একটু বেশিরকম গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়েছি। আমার নিজের দিক থেকে আমি এখন ইওরোপ এবং আমেরিকার প্রত্যেককেই এই ব্যাপারের আসল ঘটনাটা জানাতে চাই।

মিসেস মুলটন বললেন,—তার আগে আমি গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনাটা বলে নিই হোম্‌স্ আপনি যাবেন না আর ডাক্তার বাবুকেও বসতে বলুন। এবার তাহলে আমি বলি—"বাবা তখন রকি পর্বতের ধারে একটা নোতুন খনির কাজ করছিলেন, সেই ম্যাকোয়ারের শিবিরে ১৮৮১ সালে ফ্রাঙ্কের সঙ্গে আমার দেখা হয়। ফ্রাঙ্ক আর আমি পরস্পরের বাগদত্ত হয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন বাবা নোতুন খনির সন্ধান পেয়ে বিপুল ঐশ্বর্য পেলেন, আর বেচারা ফ্রাঙ্কের খনিতে কিছুই পাওয়া গেল না। অতএব বাবা যতোই ধনী হতে লাগলেন, তোতই ফ্রাঙ্ক গরিব হতে লাগল। অবশেষে বাবা আমাদের বাগ্‌দানের কথা আর রাখতে চাইলেন না, আমাকে নিয়ে ফ্রিস্কোর চলে গেলেন। ফ্রাঙ্ক আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করে জানাল—ফিরে গিয়ে সেও ঐশ্বর্য অর্জন করবে এবং যতোদিন না আমি তোমার বাবার সমান টাকা করতে পারি ততোদিন ফিরে

এসে তোমাকে চাইব না। আমিও তখন প্রতিজ্ঞা করলাম, যে তার জন্যে দরকার হলে অনন্তকাল অপেক্ষা করব এবং সে বেঁচে থাকতে আর কাউকে বিয়ে করব না। ও তখন বলল, তাহলে এখনই আমাদের বিয়ে হোক না কেন, তাহলে আমি তোমার দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নিজেকে তোমার স্বামী বলে দাবি করব না। ও সবকিছু সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছিল, এমনকি একজন পুরোহিত পর্যন্ত জোগাড় হয়ে গেল। তখন সেখানে আমাদের বিয়েটা হয়ে গেল। তারপর ফ্রাঙ্ক গেল তার ভাগ্য অন্বেষণে আর আমি ফিরে গেলাম বাবার কাছে। মাঝে মাঝে ফ্রাঙ্কের ভাসা ভাসা খবর পেতাম। কখনো শুনতাম সে মন্টেনায় আছে, কখনো অ্যারিজোনায় গিয়ে ব্যবসায় খুব লাভ করেছে, তারপর শুনলাম সে নিউ মেক্সিকোতে ব্যবসা করছে। এরও কিছু দিন পরে খবরের কাগজে এক মস্ত খবর বেরোলো, কেমনভাবে এক খননকারীদের তাঁবু রেড ইন্ডিয়ান গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। নিহতদের তালিকায় আমি ফ্রাঙ্কের নাম দেখে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। এরপর বহুমাস ধরে আমি অসুস্থ ছিলাম। বাবা ভাবলেন, আমার শরীর খুব খারাপ হয়েছে, তাই ফিস্কোর অর্ধেক ডাক্তার ডেকে বিশেষ যত্নে আমাকে দেখালেন। এক বছরেরও বেশি ফ্রাঙ্কের তরফ থেকে কোনো খবর এলো না। তখন ফ্রাঙ্ক যে সত্যি মারা গেছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হলাম। তারপর লর্ড সেন্ট সাইমন ফিস্কোতে গেলেন, আমরা লন্ডনে চলে এলাম। আমাদের সব সময় মনে হতে লাগলো যে এই পৃথিবীতে কেউই আমার হৃদয়ে বেচারা ফ্রাঙ্কের স্থান গ্রহণ করতে পারবে না।

এক্ষেত্রে লর্ড সাইমনকে বিয়ে করলে নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি আমার কর্তব্য করা হবে। সাধ্যমতো ভালো স্ত্রী হবার ইচ্ছা নিয়ে আমি লর্ড সাইমনের সঙ্গে বেদীর ধারে গেলাম। কিন্তু আমার মনের অবস্থা কল্পনা করুন, যখন আমি বেদীর রেলিঙের কাছে এসে পেছন ফিরে দেখলাম যে ধাপের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে ফ্রাঙ্ক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রথমটায় আমি ভাবলাম, এটা নিশ্চয়ই তার প্রেতাত্মা। কিন্তু আবার তাকিয়ে দেখলাম, যে সে তখনো দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি, যেন সে জানতে চাইছে, যে, তার দেখা পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি—না দুঃখিত হয়েছি। বেদীর পাশে দাঁড়ানো পুরোহিতের মন্ত্র আমার কানে ঢুকছিল না। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, কী করবো? আমি ওঁর দিকে আবার তাকালাম। মনে হলো, ও আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছে; কেননা ও ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করল। তারপর আমি দেখলাম ও একটুকরো কাগজে কী যেন লিখছে! বুঝলাম নিশ্চয়ই আমাকে চিঠি লিখছে! গির্জা থেকে যাবার সময় আমি আমার ফুলের তোড়াটা ফেলে দিলাম আর ফুলগুলো তুলে দেবার সময় সে চুপিচুপি চিরকুটটা আমার হাতে গুঁজে দিলো। তাতে শুধু একটি লাইন লেখা ছিল, যে ইঙ্গিত পেলেই আমি যেন তার কাছে চলে যাই। মুহূর্তের মধ্যেই স্থির করে ফেললাম আমার প্রথম কর্তব্য এখন তারই প্রতি এবং সে যা আদেশ করবে তা পালন করতেই আমি কৃতসংকল্প হলাম।

বাড়ি গিয়ে আমি আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত পরিচারিকাকে সব খুলে বললাম। সে ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকতে ফ্রাঙ্ককে চিনত এবং তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। আমি তাকে একথা কাউকে বলতে বারণ করলাম, আর বললাম, আমার কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে ওভারকোটটা ঠিক করে রাখতে। জানতাম, আমার লর্ড সাইমনকে বলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার মা, আর অন্য সব সম্ভ্রান্ত লোকদের সামনে এটা বলা সহজ ছিল না। আমি মনস্থির করলাম যে আগে চলে যাই, তারপর সব জানাব। দশ মিনিটও টেবিলে বসেছিলাম কি না সন্দেহ, এমন সময় রাস্তার ওধারে ফ্র্যাঙ্ককে দেখতে পেলাম। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে সে হাঁটতে গিয়ে পার্কে প্রবেশ করল। আর আমি জামা কাপড় পরে নিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে তার পিছু পিছু গেলাম, একটি স্ত্রীলোক এসে আমাকে লর্ড সেন্ট সাইমন সম্বন্ধে কী যেন বলল, যেটুকু শুনতে পেলাম তা থেকে মনে হল বিয়ের ব্যাপারে তারও কিছু গোপনীয়তা আছে। কিন্তু যাই হোক আমি কোনরকমে এড়িয়ে এলাম তাকে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্র্যাঙ্ককে ধরে ফেললাম। তখন দুজনে একটা গাড়িতে উঠলাম। গর্ডন স্কোয়্যারে সে ঘর ভাড়া করে রেখেছিল,

গাড়ি করে গেলাম সেখানে। বছরের পর বছর প্রতীক্ষার পর সেইটিই হলো আমাদের সত্যিকারের বিয়ে। ফ্র্যাঙ্ক অ্যাপাচিদের হাতে বন্দি হয়েছিল, সেখান থেকে পালিয়ে সে চলে আসে স্যান্‌ফ্র্যানসিস্কোয়। সেখানে খবর পায় যে আমি তাকে মৃত বলে জেনে চলে এসেছি ইংল্যান্ডে। তখন সেও আসে ইংল্যান্ডে এবং আমার কাছে এসে পৌঁছায় ঠিক আমার বিয়ের পরের দিন সকালবেলা। মি. হোম্‌স্ আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের কাছে গিয়ে খুব সদয়ভাবে পরিষ্কার করে যদি না বুঝিয়ে দিতেন যে, আমি ভুল করেছি, এতো গোপনীয়তা অবলম্বন করার কোনো দরকার ছিল না। তিনি লর্ড সেন্ট সাইমনের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সুযোগ আমাদের করে দিতে চাইলেন, এবং তাঁর কথাতেই আমরা তখনই সোজা তাঁর এই বাড়িতে চলে এসেছি। এখন রবার্ট তুমি তো সব শুনলে, যদি তোমাকে ব্যাথা দিয়ে থাকি তার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত, আর আমি আশা করি যে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।

মিসেস মুল্যারের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও লর্ড সকলের সঙ্গে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করলেন না। যাবার সময় বলে গেলেন, এই সমস্ত সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি হয়তো আমাকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হবে; কিন্তু তা বলে তা নিয়ে আনন্দ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সকলকে শুভরাত্রি জানিয়ে লর্ড বিদায় নিলেন।

ওয়াটসন নৈশ ভোজ চুকে গেলে সকলে বিদায় নেবার পর হোম্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন, কী আশ্চর্য উপায়ে তুমি ওদের খুঁজে পেলে?

হোম্‌স্ বললেন,—বন্ধু লেসট্রেড যে খবরটি আমার হাতে পৌঁছে দিয়েছিল তার মূল্যায়ন সে করতে পারেনি, আমি সেই সুয়োগটা নিলাম। সেই হোটেলের বিলের ওপর লেখা নামের আদ্যক্ষরগুলি অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হোটেলের বিলটা পেয়ে বুঝতে পারলাম (চিরকুট থেকে) লন্ডনের বাছা বাছা হোটেলের একটিতে খানাপিনা করেছেন। আর সেই হোটেলটি বার করলাম চিরকুটের কাগজের পিছনে লেখা অসাধারণ দাম থেকে। বিছানার জন্যে আট শিলিং আর এক গ্লাস শেরির দাম আট পেন্স দেখে বোঝা গেছিল যে একটা খুব দামী হোটেল। নর্দাম্বারল্যান্ড অ্যাভিনিউতে দ্বিতীয় যে হোটলটায় গেলাম সেখানে খাতাপত্র সন্ধান করে দেখলাম যে ফ্র্যান্সিস্ এইট মূলটন নামে এক আমেরিকান ভদ্রলোক আগের হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর নামে খরচের পাতায় দেখলাম, সেই বিলে যা-যা দেখেছিলাম সে সমস্তই লেখা আছে। তাঁর নামে চিঠিপত্র ২২৬ নং গর্ডন স্কোয়ারে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কাজেই সেখানে আমি হাজির হয়ে প্রেমিক যুগলকে পেয়ে গেলাম। আমি তাদেরকে কিছু গুরুজনোচিত উপদেশ দিয়ে ফেললাম। এবং বললাম যে তাঁরা যদি সকলের কাছে এবং বিশেষভাবে লর্ড সেন্ট সাইমনের কাছে তাঁদের ব্যাপারটা খুলে বলেন, তাহলে সেটা সব দিক দিয়েই ভালো হবে। এরপর সবই তো তুমি নিজের চোখে দেখলে ওয়াটসন।

যাক্‌গে এ ব্যাপারটা তো চুকে গেল। এখন তুমি চেয়ারটা এদিকে টেনে এনে বোসো আর ওই শেলফ থেকে বেহালাটা পেড়ে দাও তো! অনেকদিন বেহালা বাজাই নি। আজ একটু বাজিয়ে শোনাই তোমাকে।

## অন্তর্ধান

স্যোয়ানড্যাম লেন। লন্ডন ব্রিজের পাশেই সরু অন্ধকার গলি। একটা সস্তা দর্জির দোকান আর একটা মদের দোকানে মাঝে গাঁজাখোর ও গুলিখোর ইসা হুইটনিকে দেখতে পেলেন ওয়াটসন। একটা লম্বা ঘর, ছাদ খুব নিচু, তার ওপর বাদামি রঙের আফিমের ধোঁয়াতে সারা ঘর অন্ধকার। আর সেই মৃদু আলোর মধ্যে দিয়ে সারিসারি লোকের অস্পষ্ট চেহারা দেখা যাচ্ছে। কেউ কাৎ হয়ে, কেউ চিত হয়ে, দুমড়ে মুচড়ে নানারকম অদ্ভুত ভঙ্গিতে কতোগুলো জীবদেহ পড়ে আছে, তাদের প্রাণহীন ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি ছাদের দিকে স্থিরনিবদ্ধ,—দেখে তাদের মানুষ বলে চেনা যায় না। এর মধ্যে মাঝে-মাঝে অর্ধজড়িত স্বরে নানারকম বিচিত্র ভাষায় অর্থহীন স্বগতোক্তি শোনা যাচ্ছে—কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে আর কোনোরকম প্রাণের চিহ্ন নেই। এই

বীভৎস আড্ডাঘরের একপ্রান্তে একটা পাত্রে কিছু কাঠ কয়লা জ্বলছে আর তার সামনে একটা টুলে একজন দীর্ঘ, শীর্ণ, বয়স্ক লোক হাঁটুর ওপর হাত রেখে চুপ করে বসে আছে। এই সময় ডানদিকে একটা গোঙানির আওয়াজ শুনে ফিরে তাকাতেই ডানদিকে একটা আঁধারির মধ্যে হুইটনিকে দেখতে পেলেন, ওয়াটসন।

আসলে ওয়াটসন এসেছিলেন এই নরকে, ইসা হুইটনিকে খুঁজতে, তার স্ত্রী কেট হুইটনির অনুরোধ। কারণ কয়েকদিন হলো সে বাড়িতে ফেরেনি। তার স্ত্রী কেঁদে কেটে একাকার।

ওয়াটসন ইসাকে ধরে ধরে বাইরে বের করে আনছিলেন নিজের গাড়িতে তুলে নেবার জন্যে। সেই বীভৎস তীব্র ধূম্রকুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে ভিড় কাটিয়ে কাঠকয়লার আগুনের পাশে বসে থাকা বৃদ্ধ লোকটির পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ কে যেন ওয়াটসনের জামা টেনে ধরে নিচু গলায় ফিস্ ফিস্ করে বলল,—আরো কিছুটা এগিয়ে যাও, তারপর আমার দিকে তাকিও। কথার তরঙ্গ লক্ষ করে ওয়াটসন ঘুরে তাকাতেই সেই বৃদ্ধ লোকটিকে দেখতে পেলেন। অতি বৃদ্ধ, শীর্ণ জরাগ্রস্ত লোক, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। একটা আফিমের পাইপ দুই হাঁটুর মধ্যে আটকে রয়েছে, যেন অবশ আঙুল থেকে খসে পড়ে ঝুলছে। কিছু বুঝতে না পেরে ওয়াটসন তার গন্তব্যস্থলের দিকে আরও কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকাতেই চমকে উঠে আর একটু হলেই চেঁচিয়ে উঠছিলেন ওয়াটসন। অন্য সকলের দৃষ্টি আড়াল করবার জন্যে তাদের দিকে পেছন ফিরে দেখি, স্বয়ং শার্লক হোম্‌স্ দাঁড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার সেই জরাগ্রস্ত ভাব মিলিয়ে গেল! মুখের সব বলিরেখা মিলিয়ে গেছে—চোখের সেই নিষ্প্রভতার জায়গায় আবার সেই সুপরিচিত উত্তেজনার দীপ্তি ফিরে এসেছে। ওয়াটসনের সচকিত ভাব দেখে তিনি আগুনের পাশে বসে নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন। খুব মৃদু সংকেতে তিনি ওয়াটসনকে এগিয়ে আসতে বলে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন, আর অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে ওয়াটসন দেখলেন যে ক্ষণেকের মধ্যে আবার তার মুখে সেই আগের দীপ্তিহীন ভাব ফিরে এসেছে। ওয়াটসন, হোম্‌স্‌কে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন, যে তিনি এখানে ছদ্মবেশে এসেছেন এক শত্রুর খোঁজে।

হ্যাঁ, সে—একজন শত্রুই বটে, তবে শত্রু না বলে তাকে আমার শিকার বলাই উচিত।

বলা বাহুল্য ইতমধ্যে ওয়াটসন হুইটনিকে নিজের গাড়িতে তুলে দিয়ে ড্রাইভারকে বলে দিয়েছেন তাকে যেন ভালোভাবে নিয়ে যাওয়া হয় আর তার মারফত বলে পাঠালেন, সে হোম্‌সের সঙ্গে আছে—ফিরতে দেরি হবে।

মি. শার্লক হোম্‌স্ পুনরায় বলতে শুরু করলেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কম কথায় বলি, মন দিয়ে শোনো। বর্তমানে আমি একটা অদ্ভুত রহস্যজালে জড়িত। আশা ছিল এসব লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করলে অন্যান্য বারের মতো এবারেও কোনো সূত্র পেয়ে যাবো। যদি আমি ওখানে ধরা পড়ে যেতাম তাহলে আমার প্রাণ বাঁচানো শক্ত হয়ে যেতো, কেননা আগেও একবার একটা অনুসন্ধান চালানোর সময় ঐ হতভাগ্য ওখানে ঢুকে প্রাণ হারিয়েছে। ওটা একটা গুম ঘর। আমার ভয় হচ্ছে যে, নেভিল সেন্ট ক্লোয়ারও তাদের মতোই ওর মধ্যে ঢুকে প্রাণ হারিয়েছে। আচমকা হোম্‌স মুখের মধ্যে দুটো আঙুল পুরে একটা তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠলেন। উত্তরে কিছুদূর থেকে একই রকম শিসের আওয়াজে তার জবাব শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘোড়ার গাড়ির চাকার আওয়াজ এবং পাথরের রাস্তার ওপর দিয়ে ঘোড়ার নালের শব্দ ভেসে এল। অন্ধকারের মাঝখান থেকে হঠাৎ একটা বিরাট ঘোড়ার গাড়ির দু-পাশে ঝোলানো লণ্ঠন থেকে সুদীর্ঘ আলোকরশ্মি ফেলে এসে দাঁড়াল।

ওয়াটসন হোমসে সঙ্গে সিডারস্-এ মি. সেন্ট ক্লেয়ারের বাড়িতে চললেন।

ওয়াটসন হোম্‌সের সঙ্গে সিডারস্-এ মি. সেন্ট ক্লেয়ারের বাড়িতে চললেন।

গাড়িতে উঠার পর হোম্‌স্ কোচওয়ানকে বললেন, আচ্ছা জন এখন আর তোমাকে দরকার নেই। এই নাও তোমার বক্‌শিস্। কাল এগারোটার সময় আবার তোমাকে প্রয়োজন হবে। খেয়াল রেখো,—এই বলে তিনি চাবুকটা দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন। অতঃপর হোম্‌স্‌দের গাড়ি সবেগে রওনা হলো। আঁকা বাঁকা, জনহীন, সুদীর্ঘ সব অন্ধকার গলিপথের

মধ্যে দিয়ে অনেক্ষণ ছোটার পর অবশেষে ওয়াটসনরা বড় রাস্তায় এসে পড়লেন। তারপরেই গাড়ি এসে উঠলো একটা ব্রিজের ওপরে, অন্ধকারের মধ্যে চোখে পড়ল, অনেক নিচে ঘোলাজলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁক দিয়ে দু-একটা তারা দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে দিয়ে হোমস গাড়ি চালিয়ে চলেছেন, নির্বাক, নিশ্চল, গভীর চিন্তায় তাঁর মাথাটা বুকের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। আর আত্মমগ্নতার প্রতিচ্ছবি হোমসের পাশে আমি উৎসুক হয়ে বসে রয়েছি, কিন্তু তাঁর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারছি না। এইভাবে কয়েকমাইল চলার পর যখন ওয়াটসনরা প্রায় শহরের প্রান্তে চলে এলেন তখন হঠাৎ হোম্‌স্ নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে পাইপ ধরালেন। তাঁকে দেখে মনে মনে খুঁজে পেয়েছেন।

হোম্‌স্ বললেন, ওয়াটসন তোমাকে অল্প কথায় ব্যাপারটা বলছি। আমার কাছে সবই অন্ধকার মনে হচ্ছে। দেখো, যদি তুমি কোনও রকম আলোকপাত করতে পারো।

ওয়াটসন বললেন, বেশ তাহলে বলো শুনি। বেশ কিছুদিন আগে, ১৮৮৪ সালে নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার নামে এক ভদ্রলোক লি-তে এসে বসবাস শুরু করেন। একটা বেশ বড় বাড়ি কিনে বাগান-টাগান বানিয়ে এমনভাবে থাকতে শুরু করলেন যে মনে হবে তিনি বেশ বড়লোক। ক্রমে আশেপাশের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর আলাপ এবং বন্ধুত্ব হল। ১৮৮৭ সালে তিনি স্থানীয় এক ভদ্রলোকের মেয়েকে বিয়েও করলেন, তাঁদের এখন দু'টি ছেলেমেয়েও হয়েছে। তিনি কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রোজ সকালে লন্ডনে যেতেন এবং নিয়মিত সন্ধ্যা পাঁচটা চোদ্দর গাড়িতে ফিরতেন। সোজা কথায়, নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, বয়স সাঁইত্রিশ, স্বভাব চরিত্র ভালো, পিতা এবং প্রতিবেশী হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে বলার মতো কিছুই নেই, যদিও বাজারে তার সাড়ে আটাশি পাউন্ডের মতো ধার আছে, কিন্তু ক্যাপিটাল অ্যান্ড কাউন্টিজ ব্যাঙ্কে তাঁর নামে দেখা গেছে দুশো কুড়ি পাউন্ড জমা আছে। সুতরাং অর্থ চিন্তাও বর্তমানে তাঁর ছিল না—এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

গত সোমবার সেন্ট ক্লেয়ার দরকারি কাজ আছে এই কথা বাড়িতে বলে একটু সকাল-সকালই বেরিয়ে যান এবং বলে যান যে, ফেরার সময় ছেলের জন্যে কাঠের খেলনা নিয়ে আসবেন। ঘটনাক্রমে সেন্ট ক্লেয়ার বেরিয়ে যাবার একটু পরেই টেলিগ্রামে খবর এলো, অনেকদিন থেকেই যে একটা মূল্যবান পার্সেল এসে পৌঁছোবার কথা ছিল সেটা এসেছে। ওটা অ্যাবার্ডিন শিপিং কোম্পানির অফিস থেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে। এখন ভেবে দেখো যে, ওই অ্যাবার্ডিন শিপিং কোম্পানির অফিস হচ্ছে ফ্রেসনো স্ট্রিটে এবং ফ্রেসনো স্ট্রিট্ বেরিয়েছে আপার সোয়ানড্যাম রোড থেকে, যেখানে আজ আমার সঙ্গে; তোমার দেখা হলো। সেন্ট ক্লেয়ারের স্ত্রী তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে লন্ডনে এসে কিছু কেনাকাটা করে পার্সেলটা ছাড়িয়ে নিয়ে যখন জাহাজ কোম্পানির অফিস থেকে বেরিয়ে ঐ আপার সোয়ালনড্যাম রোডে এসে পড়লেন, তখন ঠিক বিকেল চারটে পঁয়ত্রিশ। এ পর্যন্ত যা বললাম সব বুঝেছো তো?

ওয়াটসন মাথা নাড়তে হোম্‌স্ আবার শুরু করলেন, সেদিন খুব গরম পড়েছিল, আর ঐ পাড়াটা মিসেস্ সেন্ট ক্লেয়ারের ভালো না লাগায় তিনি একটা গাড়ির খোঁজে এদিকওদিক তাকাতে তাকাতে পথ চলছিলেন। এমন সময় একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনে চমকে তাকাতেই ওঁর চোখে পড়ল, একটা বাড়ির দোতলা থেকে তাঁর স্বামী যেন তাঁকে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করছেন। খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে তাঁর সেই ভীষণ উত্তেজিত ও সন্ত্রস্ত মুখভাব দেখে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার অত্যন্ত ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। কিন্তু একটা জিনিস এর মধ্যে তাঁর নজর এড়ায় নি যে, তাঁর স্বামীর গায়ে কোট ইত্যাদি থাকলেও টাই কিংবা কলার কোনোটাই নেই। কিন্তু একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে বুঝে তিনি ছুটে ঐ বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে যেই উঠতে যাবেন, ঐ বদমাইস লস্কর এবং তার একজন দিনেমার সহযোগী তাকে ধরে বাড়ি থেকে জোর করে বার করে দিল। এখন, ওয়াটসন তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছো, যে, ওই বাড়িটাই সেই বাড়ি, যেখানে মি. ক্লেয়ারকে শেষবারের মতো দেখা যায়। ইঙ্গিতপূর্ণ এই ঘটনার পর মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার উদভ্রান্তের মতো পথ চলতে থাকেন এবং

ভাগ্যক্রমে ফ্রেসনো স্ট্রিটে কয়েকজন কনস্টেবল এবং একজন ইন্সপেক্টরের দেখা পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের নিয়ে ঘটনাস্থলে ফিরে আসেন এবং লস্করের বাধা দান সত্ত্বেও দোতলার ওই ঘরে ঢোকেন। কিন্তু সেখানে এবং লস্করের বাধা দান সত্ত্বেও দোতলার ওই ঘরে ঢোকেন। কিন্তু সেখানে তাঁর স্বামীর কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। সারা দোতলায় কেবলমাত্র একটি বীভৎসদদর্শন পঙ্গু লোক ছাড়া আর কেউ থাকে না শোনা গেল। আর সেই পঙ্গু লোকটি এবং পূর্বকথিত লস্করটি জোর গলায় বলল, যে দুপুরে সামনের ঘরে কেউ আসে নি। তাদের দৃঢ়তা দেখে ইন্সপেক্টরটি একটু হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তার মনে হলো, ভদ্রমহিলা ভুল দেখেনি তো! এমন সময় অস্ফুট একটা চিৎকার করে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার টেবিলের ওপর রাখ একটা কার্ড বোর্ডের বাক্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তারপর একটানে তার ডালা খুলে ফেলতেই বাচ্চাদের খেলবার কতগুলো কাঠের ব্লক বেরিয়ে পড়ল। এই খেলনাগুলোই তাঁর স্বামী ফেরবার সময় কিনে আনবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ এই আবিষ্কার এবং তার ফলে পঙ্গু লোকটার হতচকিত ভাব দেখে ইন্সপেক্টরের মনে ঘোর সন্দেহের উদয় হলো। ঘরগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে আরও যা পাওয়া গেল তা থেকে বোঝা গেল যে একটা চরম নৃশংস ঘটনা সেখানে ঘটে গেছে।

শোবার ঘরের জানলাগুলি বিরাট বিরাট। অনুসন্ধানের ফলে সেই জানলার ফ্রেমের গায়ে এবং কাঠের মেঝেতে কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ পাওয়া গেল, কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজি করেও মেঝেতে মি. সেন্ট ক্লেয়ারের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু তাঁর জুতো, মোজা, টুপি আর ঘড়ি সেখানে পাওয়া গেল। যে ঘরটা সাধারণ বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং ঠিক তার পেছনের ঘরটা এবং বাড়ি ও জেটির মধ্যবর্তী সংকীর্ণ জায়গাটি যদিও ভাঁটার সময় জলের ওপরেই জেগে থাকে কিন্তু জোয়ারের সময় সেখানে সাড়ে চার ফুট গভীর জল হয়ে যায়। ঘর থেকে বেরোবার পথ বলতে গেলে ওই জানলা, কারণ আর কোনো পথ দেখা গেল না। কিন্তু ঘরে রক্তের দাগ দেখে মনে হয় যে যদি তিনি জানলা পথেই বেরিয়ে যাবেন, তবে তাঁর সাঁতার দেবার ক্ষমতা ছিল কি না, কেননা উক্ত দুর্ঘটনার সময় নদীতে ছিল পুরো জোয়ার।

এবার, ওয়াটসন তোমাকে, এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত শয়তানগুলোর কথা বলছি। লস্করটার পূর্ব ইতিহাস অত্যন্ত সন্দেহজনক—কিন্তু মহিলাটির নিজের উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, ঐ ঘটনার কয়েকমুহূর্তেই মধ্যেই তিনি তাকে একতলায় সিঁড়ির মুখে দেখেছেন—সুতরাং এই হত্যাকাণ্ডে বড়জোর সহযোগিতার চাইতে কোনও গুরুতর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা চলে না। সে নিজে বললো যে এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না, তার ভাড়াটে হিউ বুন ক্লেয়ারের জামাকাপড়ই বা ওখানে কি করে এলো গেছিলেন। তাকে রেখে কোনো সুবিধা হবে না ভেবে একজন পুলিশ গাড়ি করে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ইন্সপেক্টর বার্টন অনুসন্ধান করে কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পারলেন না। একটা ভুল হলো হিউ বুনকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার না করা, কারণ যে কয় মিনিট সময় সে পেয়েছিল তার মধ্যে হয়তো তার লস্করের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে থাকবে। যাই হোক পরে বুনকে গ্রেপ্তার করা হলো। তার জামার ডান হাতায় রক্তের দাগ পাওয়া গেল, কিন্তু তার ডানহাতের আঙুলের একটা কাটা দাগ দেখিয়ে সে বললো যে ও রক্ত ঐ কাটা হাতের রক্ত। জানলার রক্তও নাকি একই রক্ত। কেননা সে কিছুক্ষণ আগে জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার যে তাঁর স্বামীকে তার ঘরে দেখেছেন সে বিষয়ে তার কিছু বলার নেই—ভদ্রমহিলা হয় পাগল না হয়, ভুল দেখেছেন। যাইহোক ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও তাকে জোর করে থানায় চালান দিয়ে দেয়া হল। আর জোয়ারের জল নেমে গেলে নদীর কাদায় কিছু দেখা যায় কিনা লক্ষ্য করবার জন্য বার্টন ঐ বাড়িতেই রয়ে গেলেন। অবশ্য তিনি কিছু কিছু সূত্র নদীর ধারে পেলেন, কিন্তু যা দেখবেন আশঙ্কা করেছিলেন তা দেখতে পেলেন না। সেন্ট ক্লেয়ারের মৃতদেহের পরিবর্তে তাঁর কোটটাকে কাদামাখা অবস্থায় পাওয়া গেল। আচ্ছা, বলোতো ওয়াটসন কী ছিল সেই কোটের

পকেটে?

ওয়াটসন বললেন—জানি না।

হোম্‌স্ গম্ভীরস্বরে বললেন, পকেটগুলো খুচরো পয়সায় বোঝাই। পরিষ্কার বোঝা যায় যে সেই কারণেই কোটটা ভেসে না গিয়ে রয়ে গেছে। কিন্তু একটা মানুষের মৃতদেহ পড়লে তীব্র জলের যে টানে নির্ঘাত ভেসে যেতো। ব্যাপারটা বর্তমানে এমন অবস্থায় রয়েছে যে অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তরই অজ্ঞাত রয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরো মি. সেন্ট ক্লেয়ার ওই আফিসখানাতে কেনই বা এলেন, তারপর তাঁর কী হলো, কোথায়ই বা গেলেন, বুনের সঙ্গে তাঁর অদৃশ্য হওয়ার ঘটনার কী যোগাযোগ রয়েছে, এসবই এখনও রহস্যময়। এমন আপাতদৃষ্টিতে সহজবোধ্য কিন্তু এমন প্যাঁচালো ব্যাপার কোনো দিন আমার অভিজ্ঞতায় আসেনি।

ঘোড়ার গাড়িতে এমনই সব কথা বলতে বলতে গন্তব্যস্থল সিডারসে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ারের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন ওঁরা। একজন বাচ্চা সহিস ছুটে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরতেই ওয়াটসন আর হোম্‌স্ নেমে পড়লেন।

ভদ্রমহিলা নেমে এসে দুজনকে স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কোনো ভালো খবর আছে কি না! হোম্‌স্ জানালেন কোনো ভালো বা মন্দ কোনো খবরই এখন তিনি জানাতে পারছেন না। মিসেস্ সেন্ট ক্লেয়ার মন্দের ভালো মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, যাক্ তবু ভালো কোনো খারাপ খবর নেই। আসুন, আপনারা ঘরে আসুন।

হোম্‌স্ ওয়াটসনের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর হঠাৎ মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার হোমসকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, মি. হোমস সত্যি করে বলুন তো, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে নেভিল বেঁচে আছে? না না, আমার ফিটের ব্যামো নেই, আপনি অপ্রিয় হলেও সত্যি কথাটা বলুন।

হোমস নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন—আমার বিশ্বাস সে মারা গেছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, তাহলে মি. হোমস আজকে আমি কীভাবে তার এই চিঠিখানা পেলাম বলতে পারেন কি?

কথা শুনে হোম্‌স্ তড়িতাহতের মতো চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠলেন, কী বললেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ ঠিকই বলেছি, ভদ্রমহিলা বললেন—এই দেখুন চিঠিটা দেখুন!

হোম্‌স্ ব্যগ্রভাবে তার হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টেবেলের ওপর পেতে আলোর কাছে নিয়ে খুব পরীক্ষা করতে লাগলেন। ওয়াটসনও চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পেছন থেকে সেটা লক্ষ্য করতে লাগলেন। একটা সস্তা পুরু খাম, গ্রেভ্‌স্ এন্ড পোস্ট অফিসের ছাপ, কিন্তু তারিখটা সত্যিই আজকের।

হোম্‌স্ বললেন—এ কদাকার হাতের লেখা নিশ্চয়ই আপনার স্বামীর নয়?

ভদ্রমহিলা বললেন—না, কিন্তু ভেতরের চিঠিটা তারই লেখা।

হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন,—এটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে যে ঠিকানাটা যে লিখেছে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে লিখতে হয়েছিল—অর্থাৎ ঠিকানাটা সে জানতো না। কারণ নামটা লক্ষ্য করুন—কালিটা গাঢ় কালো, নিজে থেকেই সেটা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু ঠিকানার বাকি অংশটার কালির অনেকটা হালকা রং—অর্থাৎ সেটা ব্লটিং পেপার দিয়ে শুকানো হয়েছে। যদি সবটাই একসঙ্গে লেখা হতো তাহলে কালির গাঢ়তায় রকমফের হতো না। এর থেকেই বোঝা যায়, যে খামের ওপর ঠিকানাটা লিখেছে সে ঠিকানাটা জানতো না, ঠিকানাটা জানবার জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যদিও এটা খুবই সামান্য ব্যাপার, কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার—গুলোই গুরুত্বপূর্ণ। এবার চিঠিটা দেখা যাক। আরে! এর মধ্যে আরো কিছু একটা ছিল বলে মনে হচ্ছে!

ভদ্রমহিলা বললেন—হ্যাঁ, ওর মধ্যে একটা তাঁর হাতের আংটি ছিল। হোমস প্রশ্ন

করলেন,—আচ্ছা এই হাতের লেখাটা যে আপনার স্বামীর সে বিষয়ে আপনার সন্দেহ নেই তো?

মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার বললেন—না, তা অবশ্য নেই, তবে, আমার স্বামীর হাতের লেখা একাধিক রকমের, এটা তার মধ্যে একটা। এটা তার তাড়াতাড়ি লেখা চিঠি। স্বাভাবিক লেখার সঙ্গে এ লেখার কোনো মিল নেই। কিন্তু এ লেখা আমি চিনি। সংক্ষিপ্ততম চিঠিখানিতে লেখা ছিল, প্রিয়তমাসু, তোমার চিন্তিত হবার কারণ নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। একটা খুব বড় ভুল হয়ে গেছে এবং সেটা ঠিক করাও সময়সাপেক্ষ, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো,—ইতি নেভিল।

অক্টোভো সাইজের বইয়ের পুস্তানির ওপর পেন্সিল দিয়ে লেখা, কাগজে জলছাপ নেই। আজকেই গ্রেভস এন্ড-এ পোস্ট করা হয়েছে। যে পোস্ট করেছে তার বুড়ো আঙুলটা নোংরা ছিল। হোমস বিশ্লেষণের ভঙ্গিতে বললেন—আচ্ছা বেশ, এই চিঠি যে আটকেছে, দেখা যাচ্ছে যে তার তামাক চিবানোর অভ্যেস আছে। আপনি এখনো বলছেন যে এ লেখা আপনার স্বামীরই?

মিসেস ক্লেয়ার বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

হোমস বললেন, এ চিঠিটা আজকেই পোস্ট করা হয়েছে। আমি যেন একটা ক্ষীণ আলো দেখতে পাচ্ছি। তবে বিপদ যে একেবারে কেটে গেছে এমন ভরসা আমি দিতে পারব না।

কিন্তু মি. হোমস ও যে বেঁচে আছে এ কথাটা তো বোঝা গেল।

হোম্‌স্ বললেন, তা জোর দিয়ে বলা যায় না, কেননা, লেখা জাল করে কেউ আমাদের ভুল পথে চালিত করতে চেষ্টা করতে পারে, আর আংটির কথা যদি ধরেন তবে বলবো, ওটা দেখে আশ্বস্ত হবার কোনোও কারণ নেই—হাত থেকে আংটি খুলে নেওয়া খুবই সহজ।

ভদ্রমহিলা বললেন—আমার কেবলই মনে হচ্ছে যে সে ভালোই আছে। তার যদি কোনো বিপদ আপদ ঘটত, নিশ্চয়ই তাহলে আমি টের পেতাম। যেদিন তাকে শেষবার দেখি সেদিনকার ঘটনাটা তাহলে একটু শুনুন। ও শেষবার ঘরে কি যেন একটা কাজ করতে করতে হঠাৎ হাত কেটে ফেলল,—আর কাবার ঘরে বসে আমার মনে হলো, যে, নিশ্চয়ই তার কিছু হয়েছে—গিয়ে দেখি ঠিক তাই। এক্ষেত্রে যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তবে আমি কিছুই টের পাবো না এমন কি হতে পারে?

হোম্‌স্ বললেন, একথা অবশ্য ঠিক, কেননা আমি আগেও এরকম ব্যাপার দেখেছি। আমার বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের এই চেতনা অনেক যুক্তিবাদী মনের সিদ্ধান্তের চাইতেও নির্ভরযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এই চিঠি পাবার পর আপনার বিশ্বাস দৃঢ়তর হবারই কথা। কিন্তু তিনি যদি বেঁচেই থাকবেন তাহলে দূর থেকে চিঠি লিখবেন কেন? কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে হোমস পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, ভালো করে ভেবে দেখুন তো, সোমবার বেরোবার আগে তিনি হঠাৎ কোনো অসংলগ্ন মন্তব্য করেছিলেন বলে আপনার মনে পড়ে কি?

কিছুক্ষণ চিন্তা করে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ার মাথা নেড়ে বললেন কই, তেমন কিছু তো আমার মনে পড়ছে না।

হোমস বললেন—আচ্ছা, সোয়ানড্যাম লেনে আপনি তাঁকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছিলেন তাই না! আচ্ছা, যে জানলাটা দিয়ে আপনি তাকে দেখেন সেখান থেকে আপনার স্বামী তো ইচ্ছে করলে আপনাকে ডাকতেও পারতেন। আপনি বলছেন যে তিনি কেবল একটা অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিলেন। আপনার কি মনে হয়েছিল যে তিনি আপনার সাহায্য চাইছেন?

মিসেস ক্লেয়ার বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁর হাত নাড়া দেখে আমার তাই-ই মনে হয়েছিল।

হোমস বললেন, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আপনাকে দেখতে পেয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই হাত তুলে ফেলেছিলেন? তারপর এমনও হতে পারে যে কেউ তাঁকে হঠাৎ পেছন থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল।

মিসেস ক্লেয়ার বললেন—ও আচমকা জানলা থেকে সরে যাওয়ায় আমার তাই মনে হয়েছিল।

হোমস এবার বললেন—আচ্ছা, স্যোয়ানড্যাম লেনের কথা কিংবা এই অফিসের আড্ডায় তাঁর যাতায়াতের কথা কি আপনি কোনও দিন তাঁর মুখে শুনেছেন?

মিসেস ক্রেয়ারের কাছ থেকে 'না' শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে হোমস বললেন, মিসেস সেন্ট ক্রেয়ার, আমাদের খাওয়া দাওয়া তো হয়ে গেল—এখন আমরা একটু ঘুমোব! কারণ কাল ভোর থেকে আমাদের অনেক কাজ।

ভোরের দিকে হঠাৎ ডাক শুনে ওয়াটসনের ঘুম ভাঙল। ওয়াটসন ধড়মড় করে উঠে বসে দেখলেন, হোম্‌সের বিছানার ওপর কুশনের স্তূপ। ঘরে গভীর ধূম্রজাল। ওয়াটসন বুঝতে পারলেন, শার্লক হোম্‌স্ তার চিরকালের অভ্যাসমতো, এ-জাতীয় কোনো একটা রহস্যের সম্মুখীন হলে তিনি দিনের পর দিন রাতের পর রাত এরকম ধূম্রজাল বিস্তার করে চিন্তা করেন। অর্থাৎ সারারাত হোমস ঘুমোন নি।

হোমস বললেন, চলো তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। জামাকাপড় পরার সময় ওয়াটসন ঘড়িতে দেখলেন চারটে বেজে পঁচিশ মিনিট। কেউ তখনো ঘুম থেকে ওঠে নি।

ঘোড়ার গাড়িতে যেতে যেতে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন, আমি একটা ধারণা খাড়া করেছি, সেটি একবার যাচাই করে দেখতে হবে। মনে হয় চাবিকাঠির খোঁজ পাওয়া যাবে।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে হোমস বললেন—একদিক থেকে দেখতে গেলে এ-কথা বলতে হবে যে মামলাটা অদ্ভুত। প্রথমে আমি কিছুই বুঝি নি, যাই হোক, এখন যে বুঝেছি তবু ভালো। শোনো ওয়াটসন বেরোবার আগে বাথরুমে আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি—বোধ হয় সেই সূত্র ধরে চললেই বোধহয় সমস্যার সমাধান হবে। আমার গ্রাডস্টোন ব্যাগে সেই চাবিকাঠিটি আছে!

ওয়াটারলু ব্রিজ রোড ধরে গিয়ে নদী পার হয়ে ওয়েলিংটন স্ট্রিট হয়ে হোম্‌স্‌রা বো স্ট্রিটে গিয়ে থামলেন। পুলিশের লোক সকলেই হোম্‌স্‌কে চেনে, কাজেই কেউ তাদের বাধা দিল না।

হোমস একজন কনস্টেবলকে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কে ডিউটিতে আছে?

সে জবাব দিল ইন্সপেক্টর ব্রাডস্ট্রিট। এরই মধ্যে হঠাৎ একজন লম্বা চওড়া জমকালো পোশাক পরা পুলিশ অফিসারের আবির্ভাব ঘটল।

আরে এই তো ব্রাডস্ট্রিট, হোম্‌স্ বললেন—কেমন আছো? চলো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মি. ব্রাডস্ট্রিট হোম্‌স্‌দের তাঁর অফিসে নিয়ে এলেন। তারপর বলুন কী ব্যাপার?

হোম্‌স্ জানতে চাইলেন, মি. নেভিল সেন্ট ক্রেয়ারের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে বুন নামে যে লোকটাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আর সম্বন্ধেই কথা বলতে চাই। সে কি এখানেই আছে?

মি. ব্রাডস্ট্রিট বললেন—হ্যাঁ, এখানকার হাজতেই আছে।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—কোনো গণ্ডগোল করেছে নাকি?

না, সেদিক থেকে বেশ শান্তশিষ্ট, কিন্তু লোকটা জঘন্য ধরনের নোংরা! সারা মুখে কালিঝুলি মাখা অবস্থায় পড়ে থাকে, শত চেষ্টা করেও আমরা তার হাতটুকু ধোয়ানো ছাড়া আর কিছু করাতে পারিনি। বিচার হয়ে সাজার আদেশ হলে তবে তাকে আমরা জোর করে স্নান করাতে পারব, তার আগে নয়। ব্রাডস্ট্রিট সহজ করে বললেন।

হোমস বললেন, তাকে একবার দেখতে পারলে ভালো হত।

ব্রাডস্ট্রিট বললেন, তাই নাকি? তা চলুন না, আসুন—ব্যাগটা রেখেই আসুন।

হোম্‌স্ বললেন, না, ঠিক আছে। ওটা আমার সঙ্গেই থাকুক।

বেশ, আসুন। ব্রাডস্ট্রিট সরু সরু গলি পেরিয়ে হোম্‌স্‌দের নিয়ে একটা ঘোরালো সিঁড়ি বেয়ে উঠে অবশেষে হোমসরা যেখানে হাজির হলেন তার দু-দিকে বন্ধ দরোজার সারি। তার মাঝখান দিয়ে একটা বারান্দার মতো চলে গেছে। এরই মধ্যের একটা দরোজার পাল্লা খুলে দিয়ে ব্রাডস্ট্রিট বললেন—এখানে আসুন। ও ঘুমোচ্ছে বটে, কিন্তু আপনি ওকে দেখতে পাবেন। হোম্‌স্ ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবার পর মন্তব্য করলেন, নাঃ লোকটার সত্যিই হাতমুখ ধোয়া

প্রয়োজন। এইরকম একটা ধারণার বশবর্তী হয়েই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে এনেছিলাম। এই বলে হোম্‌স্ তাঁর ব্যাগ খুলে একটা স্পঞ্জ, যা আমরা সাধারণত স্নানের সময় ব্যবহার করি, বার করলেন। ইন্সপেক্টর হো হো করে হাসতে লাগলেন। বললেন—আচ্ছা মজার লোক তো আপনি?

হোম্‌স্ ঘরের কোণে রাখা জলপাত্র থেকে জল নিয়ে স্পঞ্জটা দিয়ে হঠাৎ আসামীর মুখটা খুব জোরে জোরে কয়েকবার ঘসে পরিষ্কার করে চিৎকার করে উঠলেন—আসুন, আসুন আপনাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় করে দিই। ইনিই হচ্ছেন আপনাদের হারানো সেই নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার। চমকের পর চমক। চোখের সামনে ফলের খোসা ছাড়ানোর মতো হোমস একে একে লাল মাথার পরচুলা, মুখের কাটা দাগের মেকাপ খুলে দিলে দেখা গেল, বিছানার ওপর অত্যন্ত ভদ্র চেহারার একটি লোক নতশিরে বসে আছে। তারপর হঠাৎ, সে যে ধরা পড়ে গেছে একথা মনে হতেই সে আর্তনাদ করে বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ল। ইন্সপেক্টর হতভম্ব হয়ে বললেন, আরে—এ চেহারাই তো আমি ছবিতে দেখেছি!

হোমস তাঁর পাশে বসে পিঠ চাপড়ে বললেন, আপনি যদি ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়াতে দেন তবে কেলেঙ্কারী, হবেই, জানাজানিও হবে। কিন্তু পুলিশকে যদি আপনি সত্য ঘটনাটা বোঝাতে পারেন তবে মনে হয় ব্রাডস্ট্রিটের সহযোগিতায় ছাড়া পেয়ে যাবেন। আদালতে যাবার দরকার হবে না।

আবেশ ও উত্তেজনা মিশ্রিত কণ্ঠে মি. সেন্ট ক্লেয়ার বলে উঠলেন, হায় ঈশ্বর! এ খবর ছেলেমেয়েদের কানে যাবার চাইতে জেল হওয়া, এমনকি প্রাণদণ্ড হওয়াও ভালো। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে হোমসের অনুরোধে বলতে শুরু করলেন—চেষ্টার ফিল্ডে আমার বাবা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আমি সেখানেই ভালোভাবে পড়াশুনা শেষ করি। তারপর ভ্রমণের সখের জন্যে আমি দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

কিছুদিন অভিনয়, কিছুদিন কাগজের রিপোর্টারের কাজও করলাম। সে সময় একদিন কাগজের সম্পাদক আমায় ডেকে বললেন, লন্ডনের ভিখারীদের সম্বন্ধে তিনি কতোকগুলো প্রবন্ধ ছাপতে চান। আর সে দায়িত্ব তিনি আমাকেই দিলেন। ভিখারীদের খবর ভালো করে জানবার জন্যে আমার মনে হল ভিখারী সেজে কিছুদিন ভিক্ষা করা প্রয়োজন। অভিনয় করার সময় আমার ছদ্মবেশ ধারণে বেশ নাম হয়েছিল। সুতরাং রং-চং মেখে, একটা লাল পরচুলা পরে, মাংসের রঙের একটুকরো প্লাস্টার দিয়ে কাটা দাগ তৈরি করে এই বীভৎস চেহারা দাঁড় করাতে আমার কোনো অসুবিধা হল না। তারপর একদিন শহরের এক কর্মব্যস্ত অঞ্চলে দেশরাই-এর নিয়ে ভিক্ষা করতে বসলাম। সাত ঘন্টা ওভাবে কাটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন একদিনের উপার্জন হিসেব করে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম—ছাব্বিশ শিলিং চার পেন্স! এরপর একদিন হঠাৎ একটা পঁচিশ পাউন্ডের দেনার দায় এসে উপস্থিত হল। টাকার চিন্তায় তখন আমার রাতের ঘুম ঘুচে গেছে। হটাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল। টাকা শোধ করতে আরো কয়েকদিন সময় চেয়ে নিয়ে আমি আবার ভিক্ষায় বসে গেলাম। দশদিনে টাকাটা শোধ হয়ে গেল। এরপর থেকেই আমার সাংবাদিকতার চাকরিতে বিতৃষ্ণা এসে গেল। কারণ সারা সপ্তাহে সেখানে যা রোজগার করতাম, মুখে একটু কালি মেখে একানে একদিনেই তা করা সম্ভব। এইখানে আসার আত্মসম্মানবোধ ও অর্থপিপাসার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল—কিন্তু শেষপর্যন্ত আত্মসম্মান বোধ পরাজিত হল। সুতরাং সাংবাদিকতার চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি নিয়মিত ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করে দিলাম। এ খবর জানত শুধু একজন—ওই আফিমখানার লস্করটা কারণ সকালে তার ঐ দোতলার ঘরে ঢুকে ছদ্মবেশ পরে আমি বেরিয়ে আসতাম এবং বিকেলে আবার সেটা খুলে রেখে ভদ্রলোকের সাজপোশাকে বাড়ি ফিরতাম। লস্করটাকে আমি ভালোই টাকা পয়সা দিতাম, তাই তার দিক দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার কোনও ভয় আমি করিনি। একদিন

হঠাৎ আমি লক্ষ করলাম যে আমার অনেক টাকা জমে গেছে। এবং যতো দিন যেতে লাগল ততোই আমার আয়ও বেড়ে চলল।

তারপর একসময় আমি একটা বাড়ি কিনলাম, বিয়েও করলাম, কিন্তু এতো কথা কেউ ঘুণাক্ষরেও জানত না। আমার স্ত্রী জানতেন শহরে আমার বিরাট ব্যবসা আছে।

গত সোমবার যখন বিকেলে ফিরে ছদ্মবেশ পাল্টে ভদ্রলোক সেজে ফেরবার উদ্যোগ করছি এমন সময় জানলা দিয়ে রাস্তায় আমার স্ত্রীকে দেখতে পাই, মুখ তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমার মুখের দিকে। আতঙ্কে, বিস্ময়ে আমি চিৎকার করে উঠি। তারপর হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে সরে এসে লস্করটাকে অনুরোধ করি সে যেন কাউকে আমার কাছে আসতে না দেয়। নিচ থেকে আমার স্ত্রীর গলার আওয়াজ আমার কানে এল। কিন্তু আশ্বস্ত হলাম জেনে যে তিনি উপরে আসতে পারেন নি। তারপর মুহূর্তের মধ্যে পোষাক ছেড়ে ভিখারীর পোষাক পরে নিলাম। এই ছদ্মবেশে আমার স্ত্রীও আমাকে চিনতে পারবে না জানতাম। কিন্তু যদি পুলিশের অনুসন্ধান চলে তাহলে ছদ্মবেশের পোশাক আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করে আমি আমার ভিক্ষালব্ধ অর্থ কোটের পকেটে বোঝাই করে নদীর মধ্যে ছুঁড়ে দিলাম। দেখলাম কোটটা তলিয়ে গেল। অন্যান্য জামাকাপড়ও ওই পথেই অদৃশ্য হত যদি না ইতিমধ্যে পুলিশের আবির্ভাব ঘটতো। তারপর আশ্চর্য হলাম যখন পুলিশ আমাকে নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারের হত্যাকারী ভেবে গ্রেপ্তার করল! আর কিছু বাকি রয়ে গেল কি না জানি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি এই ছদ্মবেশই চালিয়ে যেতাম, আর সেইজন্যেই মুখে কালি মেখে থাকা। আমার স্ত্রী ভীষণ উদ্বিগ্ন হবেন বুঝে আমি সেইদিনই পুলিশের আড়ালে লস্করটাকে একটা চিঠি লিখে দিই, আর সেই সঙ্গে আংটিটা দিয়ে দিই।

হোম্‌স্ বললেন—আপনার সেই চিঠি আর আংটি আপনার স্ত্রী গতকাল পেয়েছেন।

ইন্সপেক্টর ব্রাডস্ট্রিট বললেন,—এবার এইসব ব্যাপার শেষ করুন। পুলিশকে যদি এ ব্যাপারটা চেপেই যেতে হয় তবে হিউ বুনের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে হবে। আচ্ছা মি. হোমস এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু কী করে এটা সম্ভব হলো জানতে পারলে খুশি হতাম।

হাসিমুখে হোমস বললেন, এ রহস্যের সমাধান আমি কী করে করেছি জানো? একগাদা বালিশে ভর দিয়ে বসে এক আউন্স তামাক পুড়িয়ে। চল হে ওয়াটসন, তাড়াতাড়ি গেলে এখনো হয়তো বেকার স্ট্রিটে সকালের খাবারটা পাওয়া যেতে পারে।